শ্রীঅমরনাথ রায়

ফেলো অফ দি রয়েল হর্টিকালচারল সোসাইটী, মেম্বর রয়েল
এগ্রিকালচারল সোসাইটী, মেম্বর ন্যাশন্যাল রোজ সোসাইটী
(লণ্ডন), বণ্ডেড মেম্বর ফ্লোরিষ্ট টেলিগ্রাফ ডেলিভারী
এসোসিয়েসন (ইউ, এস, এ), ফার্মার ও
কৃষিলক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক, গ্লোব
[illegible]শরীর স্বত্বাধিকারী ও বহু
কৃষিগ্রন্থ প্রণেতা

[তিন টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীসন্তোষকুমার রায়
গ্লোব নার্শরী
২৫নং রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা

১ম	সংস্করণ—১৩৪০	সাল—১২০০
২য়	সংস্করণ—১৩৪৪	সাল—১২০০
৩য়	সংস্করণ—১৩৪৭	সাল—১২০০
৪র্থ	সংস্করণ—১৩৪৯	সাল—১২০০
৫ম	সংস্করণ—১৩৫২	সাল—২৫০০
৬ষ্ঠ	সংস্করণ—১৩৫৫	সাল—২৫০০
৭ম	সংস্করণ—১৩৬১	সাল—২৫০০

প্রিণ্টার—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি, এস্-সি
দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড
ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিঃ
১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৫

উৎসর্গ

পোল্ট্রী বিষয়ে যাঁহার বিশেষ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য ছিল, ইহার উন্নতিকল্পে যিনি অশেষ শ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন এবং আমাদের পোল্ট্রী ফার্মের ভিত্তি যাঁহার হস্তে স্থাপিত হইয়াছিল, আমার সেই পরমবন্ধু ৺যতীন্দ্রনাথ মিত্রের পবিত্র আত্মার উদ্দেশ্যে আমার এই ক্ষুদ্র "সরল পোল্ট্রী পালন" পুস্তকখানি উৎসর্গ করিলাম।

গ্রন্থকার

ভূমিকা

শ্রীযুক্ত অমরনাথ রায় মহাশয়ের "সরল পোল্ট্রীপালন" নামক গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইতে চলিয়াছে, তজ্জন্য একটি ভূমিকা লিখিবার ভার আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। জানি না এ সম্বন্ধে আমার কার্যকরী অভিজ্ঞতা কতদূর? কারণ বস্তুতঃ ব্যবসায়ের জন্য আমি হাতে-কলমে হাঁস মুরগীর চাষ কখনও করি নাই। তবে বিজ্ঞানের দিক হইতে, বিশেষ করিয়া পক্ষীজীবনের চর্চায় রত থাকিয়া আমার যতটুকু জ্ঞান-লাভ হইয়াছে, তাহার সঙ্গে গ্রন্থকারের পোল্ট্রীপালনের কথা-গুলি মিলাইয়া দেখিবার সুযোগ ঘটিল, এই বোধে আমি গ্রন্থকারের অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারি নাই। এইরূপ সুযোগ দানের জন্য আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থের নামকরণে ইংরাজী "পোল্ট্রী" শব্দ গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকার প্রতিপাদ্য বিষয় বুঝানো সহজ মনে করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "বাধ্য হইয়া এই পুস্তকখানির নাম 'সরল পোল্ট্রীপালন' রাখিতে হইল"। তাঁহার ভাষায় "পোল্ট্রী" বলিতে "হাঁস, মুরগী, পেরু, গিনিফাউল প্রভৃতিকে একত্রে বুঝায়।" বাস্তবিক কিন্তু পোল্ট্রীর অভিধানিক অর্থে আমরা বুঝি এই সমস্ত গৃহপালিত পাখীর সমষ্টি—ইংরাজীতে যাহাকে বলে domestic fowls collectively। প্রথমতঃ তাহারা গৃহপালিত হওয়া চাই; দ্বিতীয়তঃ সেই সমষ্টি সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ

পারাবত ও ফেজেণ্ট প্রভৃতি পাখী গৃহপালিত হইলেও সেই সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত নয়। গ্রন্থকার মহাশয় কিন্তু দেখিতেছি তাহা মানেন নাই। সম্ভবতঃ আগ্রহাতিশয্যবশতঃ তিনি গ্রন্থে পারাবতকে স্থান দিয়াছেন। এই সমস্ত পাখী ও জীব মানুষের সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত। তাহাদের মাংস, অণ্ড, এমন কি পালকও মানুষের প্রয়োজনীয়। অতএব ব্যবহারিক হিসাবে তাহাদের চাহিদা কম নয়। এখানকার দেশের অর্থ-সমস্যা ও খাদ্যসমস্যার দিনে মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার একান্ত সহজ পথ কি উপায়ে অল্প মূলধনে উদ্ভাবন করা যায় সে বিষয়ে গ্রন্থকার বহুদিন ধরিয়া সজাগ ও সচেষ্ট থাকিয়া পোল্ট্রীপালন বা হাঁস মুরগী প্রভৃতির চাষ ব্যবসায় হিসাবে সাধারণের অবলম্বনোপযোগী স্থির করিয়াছেন। তিনি নিজে এই ব্যবসায়ে সাফল্যলাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার গ্রন্থবর্ণিত ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ফল আমাদের দেশের অনেককেই উত্তরোত্তর যে আকৃষ্ট করিতেছে ইহা একটি শুভ লক্ষণ। আশা করা যায়, এই উপায়ে ব্যবসায়ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে দুঃস্থ জন-সাধারণের অর্থসমস্যা অনেকাংশে নিরাকরণ হইতে পারিবে এবং দেশের ও দশের যথেষ্ট উপকার সাধিত হইবে।

কলিকাতা
১৫।১।৪৩

শ্রীসত্যচরণ লাহা

পঞ্চম সংস্করণের নিবেদন

বাংলার গভর্ণর-পত্নী মাননীয়া মিসেস কেসি; মাননীয় কৃষিমন্ত্রী সৈয়দ মোয়াজ্জাম উদ্দিন হোসেন, এম, এল, সি; কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ এম্, কার্বেরী; এসিষ্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর মিঃ ডব্লিউ ক্লার্ক; পোল্ট্রী-তত্ত্ববিদ্ ডাঃ সিকা এবং আরও অনেক কৃষিতত্ত্ববিদগণ আমাদের গৌরীপুরস্থিত পোল্ট্রীফার্ম পরিদর্শন করিয়া ফার্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন। এজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

আমার একান্ত প্রিয় ও অনুগত ছাত্র শ্রীমান্ বৈদ্যনাথ সাউ (মনুয়া) গ্লোব নার্শরীর পোল্ট্রী ফার্মকে প্রাণপাত পরিশ্রম ও যত্নে উন্নতির পথে পরিচালিত করায়, আমার আজীবনের একটা মহৎ উদ্দেশ্য সার্থকতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। বৈদ্যনাথ নিজেই বর্তমানে পোল্ট্রী ফার্মের সমুদয় ভার লইয়া আমাকে কতকটা অবসর দেওয়ায় এবং তাহার এই সযত্ন অধ্যবসায় ও উৎসাহের জন্য পরম করুণাময় শ্রীভগবানের নিকট তাহার মঙ্গল এবং দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

বিনীত

গ্রন্থকার—

পোল্ট্রী বলিতে মুরগী, হাঁস, পেরু, গিনিফাউল প্রভৃতিকে একত্রে বুঝায়। "পোল্ট্রী" কথাটি ইংরাজি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এক কথায় ইহার কোন উপযুক্ত বাংলা নাম না পাইয়া বাধ্য হইয়া এই পুস্তকখানির নাম 'সরল পোল্ট্রী পালন' রাখিতে হইল।

পোল্ট্রী সম্বন্ধে অনেকে জানিতে ইচ্ছুক, কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা-ভাষায় লিখিত কোন সম্পূর্ণ পুস্তক না থাকায়, কয়েকটী বিশিষ্ট বন্ধুর অনুরোধে এই পুস্তকখানি প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছি। সরল পোল্ট্রী পালন পুস্তকের ষষ্ঠ সংস্করণ অতি অল্প দিনেই নিঃশেষিত হওয়ায় সংশোধিত ও পরিবর্ধিত করিয়া উহার সপ্তম সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। আবশ্যক বোধে কতকগুলি চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। আমার ক্ষুদ্র পোল্ট্রী ফার্ম হইতে যতদূর অভিজ্ঞতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিতে সাধ্যমত প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। কোন পোল্ট্রী বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দয়াপরবশ হইয়া এই পুস্তকের কোন ভুল বা ত্রুটী দেখাইয়া দিলে বিশেষ বাধিত হইব। এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পোল্ট্রী পালন বিষয়ে উৎসাহী পাঠকবর্গ কিঞ্চিৎ উপকৃত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পক্ষীতত্ত্ববিদ্ ও কলিকাতার ভূতপূর্ব সেরিফ ডক্টর সত্যচরণ লাহা এম্-এ, পি-এইচ্-ডি মহোদয় কৃপাপূর্বক সরল পোল্ট্রী পালনের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিবার সুযোগ দেওয়ায় আমি তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত--গ্রন্থকার

সূচীপত্র

অবতারণা

প্রথম অধ্যায়

১। মুরগী

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

পরিশিষ্ট

অবতারণা

আজকাল সমগ্র দেশেই অর্থ সমস্যার আভাষ পাওয়া যাইতেছে, বিশেষতঃ বাংলা দেশে ইহা ক্রমশঃ জটিল ভাব ধারণ করিতেছে। বিদেশ হইতে বহু বিভিন্ন জাতি আসিয়া নানাভাবে এদেশের অর্থ লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু বাঙ্গালীরা স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জনের কোন পন্থা অবলম্বন করিবার সুযোগ পাইতেছে না। পাশ্চাত্য শিক্ষাই তাহাদের স্বাধীন কর্ম প্রবৃত্তিকে চাপিয়া রাখিয়াছে। প্রতি বৎসর বহু সহস্র সহস্র ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াই চাকুরী বা দাসত্বের জন্য বিদেশী ব্যবসায়ীদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু চাকুরী ক্ষেত্রে তাহাদের স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না, ফলে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই ত গেল বেকার সমস্যা—তারপর খাদ্য সমস্যা। আজকাল খাদ্য

দ্রব্যের মধ্যেও যেরূপ ভীষণ ভেজাল চলিয়াছে তাহা বোধ করি আর অধিক করিয়া বলিবার আবশ্যক করিবে না। ফলে খাঁটি দ্রব্য একরূপ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে।

মানুষকে স্বাস্থ্যবান হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পুষ্টিকর খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন।

পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে ভাত, ডাল, রুটী, ছানা, মাখন, দুগ্ধ, মাংস, মৎস্য প্রভৃতি প্রোটিন্ ঘটিত খাদ্য সামগ্রীই প্রধান। আমাদের শরীর ধারণোপযোগী যে সমস্ত পুষ্টিকর খাদ্য আবশ্যক—ডিমের মধ্যেই তাহার পূর্ণ সমাবেশ দেখা যায়। বিশেষভাবে ইহার প্রচলন করিতে হইলে বিস্তৃতভাবে হাঁস, মুরগী, প্রভৃতির চাষ আবশ্যক। ইহার ব্যবসায়ে বেশ লাভবান হওয়া যায়। পূর্বে কলিকাতার সন্নিকটবর্তী গণ্ডগ্রাম সমূহেও হাঁস ও মুরগী টাকায় ৪।৫টী করিয়া পাওয়া যাইত কিন্তু আজ-কাল উহা খুবই মহার্ঘ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উৎপন্নের পরিমাণের অপেক্ষা চাহিদা অধিক হওয়াই যে মূল্যাধিক্যের কারণ এইরূপ ধারণা বোধ করি নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। পূর্বে দেশে দুধ, ঘি প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, সেজন্য বর্তমানের ন্যায় পূর্বে মুরগী, হাঁস, প্রভৃতির মাংস ও ডিমের এত অধিক আদর ছিল না। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় ইহার প্রচলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। বন্য কুক্কুট-মাংস প্রাচীন আর্যদের অতি প্রিয় খাদ্য ছিল বলিয়া শুনা যায়।

পুষ্টিকর খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য বশতঃ বোধ করি সে সময় খাদ্য হিসাবে ইহা প্রচলনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের মনে জন্মায় নাই। কিন্তু দেশে ক্রমশঃ যেরূপ লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং খাদ্যের চাহিদা বাড়িয়া চলিয়াছে সেই অনুপাতে উৎপন্নের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রয়োজনানুরূপ পাখী জন্মাইবার বা পালন করিবার সেরূপ যত্ন প্রায় দেখা যায় না; এ কারণ আমাদের দেশীয় হাঁস ও মুরগীগুলি ক্রমশঃ নিকৃষ্ট অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে। অনেকে বোধ হয় জানেন না যে ভারতবর্ষই মুরগীর আদি জন্ম-স্থান এবং ভারতবর্ষীয় বন্য কুক্কুটই (Jungle Fowl) মুরগীর আদি পুরুষ। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কত নূতন নূতন উৎকৃষ্ট জাতীয় মুরগীর সৃষ্টি হইতেছে, কিন্তু আমাদের দেশীয় মুরগীর সেই হিসাবে কোন উন্নতিই হয় নাই বলিলেও চলে। কত দেশ হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালনের ও ব্যবসায়ের দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া যাইতেছে আর আমরা এত উপায় থাকিতেও ক্রমশঃ দীনহীন হইয়া পড়িতেছি। পোল্ট্রী যে একটী লাভজনক ব্যবসায় তাহা বর্তমানে অনেক শিক্ষিত জাতিই বুঝিয়াছেন। এই অর্থ সমস্যার দিনে উপযুক্ত অভিজ্ঞতা লইয়া একক বা সম্মিলিত ভাবে পোল্ট্রীর চাষ ও ব্যবসায় করিতে পারিলে দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকগণ অর্থাগমের একটা উপায় খুঁজিয়া পাইবেন।

সরল পোল্ট্রী পালন

ব্যবসায়ের কথা উত্থাপন করিলেই আমরা প্রথমেই ভাবি —মূলধন। ব্যবসায় করিতে হইলে যে মূলধন আবশ্যক ইহা সত্য কিন্তু অভিজ্ঞতা থাকিলে যে উহা সহজে সিদ্ধ হয় এ কথা বোধ করি কেহ অস্বীকার করিবেন না। আজকাল যাহারা মাড়োয়ারী নামধারী তাহারাই এ বিষয়ের পথ প্রদর্শক। বাংলার বাহির হইতে কত অবাঙ্গালী আসিয়া বিনা মূলধনে কারবার করিয়া দেশের অর্থ লুটিয়া লইয়া যাইতেছে, আর আমরা মূলধনের দোহাই দিয়া নিশ্চিন্ত আছি। সামান্য মূলধন লইয়াও ব্যবসায় করা যায়, কিন্তু প্রধান আবশ্যক ব্যবসায়ের বুদ্ধি ও সততা এবং ত্যাগ করিতে হইবে বিলাসিতা। সামান্য মূলধনেও ব্যবসায়ের দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায় ইহাই বুঝাইবার জন্য "সরল পোল্ট্রী পালন" নামক পুস্তকের অবতারণা।

পাশ্চাত্য দেশ সমূহে মুরগী, হাঁস, পেরু, গিনি ফাউল, প্রভৃতি মাংসল পক্ষীর চাষ সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষাদানের বিশেষ সুবন্দোবস্ত আছে এবং এ সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে জ্ঞান লাভের উপযোগী পুস্তকাদিও যথেষ্ট আছে। পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে হাতে কাজ (Practical) না করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ কার্যকরী হয় না। ইহাদের জনন, পালন, অন্য উন্নত জাতির সংযোগে সঙ্কর জাতি উৎপাদন, বাসোপযোগী গৃহ নির্মাণ, স্বাভাবিক ভাবে অথবা কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফোটান, ডিম্ব বৃদ্ধি করণ, লাভজনক

উৎকৃষ্ট জাতি নির্বাচন, রোগের চিকিৎসা প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয় বিশেষরূপে শিক্ষা করা প্রয়োজন।

মুরগী ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি। অনেকের মতে প্রাচীন ভারতে ও মধ্য এশিয়ায় ইহার জন্মস্থান। কিন্তু এ দেশের পাখী হইলেও ভারতে ইহার বিস্তৃতি বা উন্নতি লাভ ঘটে নাই, বিদেশে গিয়া বিভিন্ন ভাবে ইহা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষে সাধারণতঃ মুসলমান ও নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে অল্পাধিক মুরগী পালন করিতে দেখা যায়, কিন্তু উপযুক্ত যত্নের ও পালনের অভাবে ইহার কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না। আজকাল ক্রমশঃ জনসাধারণের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইতেছে বটে কিন্তু উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত পালকের হাতে না আসিলে এদেশে ইহার উন্নতি সম্ভবপর নয়। সংজনন, সংমিশ্রণ ও পৃথকীকরণ দ্বারা এদেশের নিম্নশ্রেণীর মুরগীকুলের উন্নতি সাধন করিলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন করা হইবে।

মুরগী, হাঁস, প্রভৃতি চাষ বিশেষ লাভজনক। গৃহশিল্প হিসাবে ইহাকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু বিগত যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য ও খাদ্য-দ্রব্যের অভাববশতঃ বিশেষ করিয়া প্রোটিনপ্রধান খাদ্যের অধিক প্রয়োজন হওয়ায় ডিম ও মাংসের জন্য মুরগী ও হাঁস পালন বিশেষ ভাবে গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ হাঁসের ও মুরগীর ডিম ও মাংস অতি উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য ও ব্যাপক ভাবে দুগ্ধের অপেক্ষা অল্প সময় ব্যয়ে

ও অল্পায়াসে পালন ও প্রস্তুত করা যায়। বর্তমানে এদেশে মাংস ও ডিম্ব ভক্ষণকারীর সংখ্যাও অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেজন্য দেশের মধ্যে নৈরাশ্যজনকভাবে ডিমের ও মাংসের অনটন হইতেছে। সেজন্য প্রত্যেক চাষীর ও গৃহস্থেরই পোল্ট্রীর ষ্টক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এতদ্ভিন্ন ইহার বিশেষ সুবিধা এই যে, অল্প মূলধন লইয়া প্রথমে কাজ আরম্ভ করা যায় এবং ক্রমশঃ উহার বৃদ্ধি ও উন্নতি করা যাইতে পারে। ইহার আর একটি সুবিধা এই যে, ছোটবড়, ছেলেপুলে সকলেই অল্প বিস্তর সাহায্য করিতে পারে এবং গৃহস্থের পরিত্যক্ত খাদ্য ও বাড়ীর আশেপাশে ঘুরিয়া কীট পতঙ্গাদি খাইয়া ইহারা বর্ধিত হইতে পারে। বাংলা দেশে যে সমস্ত স্থানে পতিত জমি আছে সেই সমস্ত স্থানে কিছু মূলধন লইয়া পোল্ট্রীর চাষ করিলে মন্দ হয় না। যাঁহাদের এইরূপ জমি পড়িয়া আছে তাঁহাদের পক্ষে ইহার চাষে বিশেষ সুবিধা আছে। মুরগী, হাঁস, পেরু, গিনি ফাউল, পায়রা, প্রভৃতির ডিম, বাচ্চা, মাংস, পালক, বিষ্ঠা, প্রভৃতির দ্বারা যথেষ্ট লাভবান হওয়া যায়। আমেরিকা, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, প্রভৃতি দেশের লোকেরা পোল্ট্রীর চাষের দ্বারা প্রতি বৎসর প্রভূত পরিমাণে অর্থোপার্জন করিয়া থাকে। উপরোক্ত পাখীগুলির মধ্যে মুরগী ও হাঁস পালন অপেক্ষাকৃত অধিক লাভজনক। আমেরিকার কৃষি বিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা

যায় যে, ঐ স্থানের কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য বিভাগ হইতে পোল্ট্রী বিভাগের আয় অধিক।

পোল্ট্রীর চাষে সফলকাম হইতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার। প্রথমতঃ ইহাদের প্রতি যত্ন লওয়া এবং নিজে দেখাশুনা করা আবশ্যক। যে যে জাতীয় পাখী পালন করা হইবে তাহা উৎকৃষ্ট ও আসল জাতি হওয়া দরকার। উহাদের আসবাবপত্র সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আলো ও বাতাসযুক্ত শুষ্ক স্থানে থাকিবার ব্যবস্থা করা এবং উহাদের খাদ্যদ্রব্য ও স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা সর্বতো-ভাবে কর্তব্য। নিজের অভিজ্ঞতা না থাকিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতে সৎপরামর্শ লওয়া এবং প্রথমে কম মূলধনে অল্পসংখ্যক ভাল জাতীয় পাখী লইয়া কার্যে নামিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

সরল পোল্‌ট্রি পালন

প্রথম অধ্যায়

মুরগী

মুরগীর জন্মবৃত্তান্ত

মুরগীর প্রাচীন ইতিহাস এবং জন্মবৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে ও মধ্য এশিয়ায় ইহা বন্য কুক্কুট নামে পরিচিত ছিল। সাধারণতঃ আসাম ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে এবং ভারতের বিভিন্ন বনে-জঙ্গলে কুক্কুটের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এই বন্য কুক্কুটই গেলাস বনকিভা (Gallus Bankiva or The Red jungle fowl), গেলাস ফেরুজিনাস (Gallus Ferrugieus), গেলাস ষ্টেনলিয়াই (Gallus Stanleyii), গেলাস ফারকেটাস (Gallus Furecatus), গেলাস সোণারেটি (Gallus Sonnerati or The gray jungle fowl) নামে কথিত। ল্যাটিন ভাষায় নর মোরগকে গেলাস এবং মাদীকে গেলাইন বলা হয়। মালয় ও জাভা দ্বীপে প্রথমে বন্য কুক্কুট পালিত হইত এবং

ইহাদিগকেই পোষ মানাইয়া গৃহপালিত করিয়া সঙ্কর প্রজননের দ্বারাই এত বিভিন্ন, বিচিত্র ও সৌখীন জাতীয় মোরগের উদ্ভব করা সম্ভব হইয়াছে। প্রাচীন বণিকগণ যে এশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে মুরগী সংগ্রহ করিয়া ইউরোপে চালান দিতেন তাহা এনকোনা, এণ্ডালিসি, মাইনর্কা, প্রভৃতি নাম হইতে কতকটা অনুমান করা যায়। বহুবৎসর পূর্বে পারস্য, গ্রীস ও মিশর দেশেও মুরগী পালন প্রচলন ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে প্রাচীন দেশীয় মুদ্রায় মোরগের চিত্রাঙ্কন আছে, ব্রিটিশ মিউজিয়মে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। মিশরের মৃত্তিকা গহ্বর হইতে খ্রীঃ পূর্ব ৪৫০০ শতাব্দীর পুরাতন ডিম ফুটাইবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়।

পূর্বকালে ভারতে লড়াইয়ের জন্য স্থানীয় জমিদার ও রাজন্যবর্গেরা সখ করিয়া মুরগী পালন করিতেন এবং এই বাজি লইয়া হারজিত হইত। এক সময়ে বিভিন্ন দেশে এমন কি ইংলণ্ডে পর্যন্ত লড়াইয়ের জন্য মুরগী বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। লড়াইয়ের জন্য এখনও চীন, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানে মুরগীর আদর আছে। যোধকুক্কুট বা লড়াইয়ে মোরগকে ইংরাজিতে Game-cock বলে।

মুরগীর জাতি ও শ্রেণী বিভাগ

মুরগীকে প্রধানতঃ দুইটী জাতিতে ভাগ করা যায়। হালকা (Light breed) নমসিটার,—উহাদের ডিম সাদা হয়।

যেমন—ব্ল্যাক মাইনর্কা ও লেগ্‌হর্ণ ইত্যাদি এবং ভারী জাতি (Heavy breed) সিটার—উহাদের ডিম রঙিন হয়। যেমন রোড আইল্যাণ্ডরেড, অর্পিংটন্। উহারা ভাল তা দিতে পারে। হালকা মুরগী প্রধানতঃ ডিম্ব প্রসব ছাড়া আর কোন কাজে আসে না, এমন কি ইহাদের ডিমে তা দেওয়ার প্রবৃত্তি একেবারে নাই বলিলেও চলে। ভারীজাতীয় মুরগী সর্বপ্রকার কাজে আসে। ইহারা ডিম পাড়ে, তা দেয় এবং অধিকন্তু মাংসের জন্য ও শোভাবর্ধনের জন্য ইহাদের পালন করা হয়। উপরোক্ত দুই জাতির মুরগীকে সাধারণতঃ চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া পালন করা হইয়া থাকে ; যেমন (১) ডিমের জন্য, (২) মাংসের জন্য, (৩) প্রদর্শনীর জন্য এবং (৪) সাধারণ প্রয়োজনে পালনের জন্য।

হালকা জাতির মধ্যে এনকোনা, এণ্ডালুসিয়ান, কেম্পাইন, পোলীন, মাইনর্কা, রেডক্যাপ, লাব্রোসী, ল্যাংসান, লেগহর্ণ, সিসিলিয়ান, স্প্যানিকা, ব্রেকেন, হামবার্গ, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ভারীজাতির মধ্যে অষ্ট্রোলর্প, অর্পিংটন, আসিল, ওয়াইনডোট্, কোচিন, ডর্কিং, সাসেক্স, সিলকি, মালয়ান, রোড আইল্যাণ্ডরেড্, ফেরারোনী, হুদান, ব্রহ্মা, জার্সি ব্ল্যাক, প্রভৃতি প্রধান।

হালকা জাতীয় (ডিমের জন্য)

হালকা জাতীয় মুরগীর অধিকাংশ ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে আসিয়াছে। ইহারা অতি কঠিন প্রাণের ও চঞ্চল

প্রকৃতির। ইহারা শীঘ্র বর্ধিত হইয়া থাকে এবং গ্রীষ্ম প্রধান দেশের জলবায়ু বেশ সহ্য করিতে পারে। এই জাতীয় মুরগীর মধ্যে কোন কোনটি বৎসরে তিন শত ডিম দেয় বলিয়া শুনা যায়। সাধারণতঃ গড়ে দেড় শত ডিমই যথেষ্ট, কিন্তু ইহারা তা দিবার পক্ষে মোটেই উপযোগী নহে। এই জাতীয় পাখী ৫।৬ মাস বয়সে ডিম দেয়। ইহারা ওজনে দুই সের কি আড়াই সেরের অধিক ভারী হয় না। সাধারণতঃ যে সকল মুরগী ডিম বেশী দেয় উহাদের মোল্টিং (Moulting), (কুরীজ) করিতে সময় বেশী লাগে। মোল্টিং এর অবস্থায় প্রজনন উচিত নয় তাই তাড়াতাড়ি মোল্টিং করাইতে হইলে অল্প আহার ও দুই দিন অন্তর জল খাইতে দিবে তাহা হইলেই শীঘ্র মোল্টিং করিবে।

এনকোনা (Ancona)—এন্‌কোনা নামক বন্দরের সহিত কোনরূপ সংশ্লিষ্ট থাকায় ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। ইহার গায়ের পালক ব্লুব্ল্যাক রঙের, উপরে সাদা সাদা ফোঁটা, মাথায় সিঙ্গেল ঝুঁটী ও লালাভ, কাণের লতি সাদা, পা লম্বা হরিদ্রাবর্ণযুক্ত। ইহারা ডিম দেয় বেশ, কিন্তু ডিমের আকার ছোট।

এণ্ডালুসিয়ান (Andalusian)—ইহা স্পেন দেশীয় মুরগী। ইহাদের পা লম্বা ও মসৃণ, গায়ের পালক পাঁংশুটে রঙের। পৃষ্ঠদেশ, ঘাড় ও লেজ কাল, কাণের লতি

সাদা কিন্তু ময়লা, ইহাদের ডিমের আকার বড় কিন্তু সংখ্যায় অল্প।

হাল্কা জাতীয় মুরগী নিম্নবঙ্গের পক্ষে খুবই উপযুক্ত।

কেম্পাইন (Campine)—বেলজিয়ম দেশীয় পাখী। গায়ের রঙ সোণালী ও রূপালীতে মিশ্রিত, মাথার ঝুঁটী সিঙ্গেল, কাণের লতি সাদা। ইহাদের দেখিতে বেশ সুন্দর এবং মাঝারী রকমের ডিমদাত্রী। ডিম সাদা ও বড় সুগন্ধযুক্ত।

মাইনর্কা (Minorca)—স্পেনের সন্নিকটবর্ত্তী মাইনর্কা দ্বীপের নাম অনুযায়ী ইহাদের এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহারা কাল ও সাদা দুই রঙের আছে। কাল জাতিই অধিকাংশ লোকে পুষিয়া থাকে। ঝুঁটি সিঙ্গেল কিন্তু বড়, কাণের লতি সাদা ও পা কালচে। ইহারা বেশ কষ্টসহিষ্ণু এবং বেশ বড় ও ভাল ডিম দেয়। ডিমের জন্য এই জাতীয় মুরগী পোষা লাভজনক। লেগহর্ণের সহিত সংমিশ্রণে এই জাতির ক্রমশঃ অবনতি হইয়াছে। যদিও ইহারা প্রচুর ডিম পাড়ে কিন্তু লেগহর্ণের সহিত ইহাদের তুলনা চলে না। এই জাতির ও আকৃতির মুরগী কাল।

লেগহর্ণ (Leghorn)—ইহা ইটালী দেশীর মুরগী। ডিম্ব প্রসবকারিণী মুরগীর মধ্যে প্রথমস্থানীয়। ইহারা সাদা, কাল, বাদামী, পীত, নীলাভ, প্রভৃতি বহুবর্ণের আছে। সাধারণতঃ সাদা রংয়ের মুরগী লোকে অধিক পোষে। ইহাদের পা ও

ঠোঁট হলদে। সাধারণতঃ ঝুঁটী সিঙ্গেল, আবার কোন কোনটার তিনটীও দেখা যায়। কাণের লতি সাদা। ইহারা বেশ কষ্টসহিষ্ণু এবং সর্বাপেক্ষা অধিক ডিম দেয়। ইহাদের ডিমের আকার বেশ বড় ও খোসা পাতলা ও সাদা। ভারতের জলবায়ুতে ইহারা শীঘ্র বর্ধিত হয়। অবিরত শুধু ডিমের জন্য ইহাদিগকে নির্বাচন করায় ইহারা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অধিক ডিমদাত্রী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু আজকাল তাহাদের অবয়বের গঠন ছোট হইয়া গিয়াছে; ডিমও ছোট হইয়াছে ও কয়েক বৎসর

(লেগহর্ণ)

হইতে জননযন্ত্রের পীড়াঘটিত অসুখে উহাদের মৃত্যু সংখ্যাও অত্যন্ত বাড়িয়াছে। সেজন্য সঙ্কর প্রথায় উহাদের অন্য রূপ দিবার

চেষ্টা চলিতেছে। কয়েক বৎসর পুর্বে এই জাতি যদিও প্রথম স্থান অধিকার করিত কিন্তু আজকাল ইহারা ৬ষ্ঠ বা ৭ম স্থানে গিয়া পৌঁছিয়াছে। যাহা হউক নিম্নবঙ্গের পক্ষে সাদা জাতি খুবই ভাল, ইহারা এখানে যত্নের সহিত পালিত হইলে গড়ে ১২০ হইতে ১৮০টী ডিম দিয়া থাকে।

সিসিলিয়ান (Sicilian)—ইটালীর নিকটস্থ সিসিলী দ্বীপের নাম অনুসারে এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে। এই জাতীয় সোণালী রংয়ের পাখীগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর। অন্য জাতীয় মুরগীর সহিত ইহার একটু বিশেষত্ব আছে। ইহাদের মাথার ঝুঁটী চ্যাপ্ট্যা, বাটীর মত গোলভাবে বসান। এজন্য ইহাদিগকে সিসিলিয়ান বাটার কাপ বলা হয়। ইহারা মাঝারি রকমের ডিম দেয়।

ব্যাণ্টাম (Bantam)—ক্ষুদ্র জাতীয় পক্ষী, ইহারা খুব বেশী ডিম দেয়, ডিমের আকার ক্ষুদ্র, ইহাদের পা পুরু পালকে আবৃত। পাখী খুব সাহসী।

ভারী জাতীয়

অধিকাংশ স্থূলকায় মুরগীদের জন্মস্থান এসিয়া। এই সকল মুরগী বেশ বড়, ভারী এবং মাংসল। এজন্য মাংসের উদ্দেশ্যে ইহাদের পালন করা হইয়া থাকে। এই জাতীয় মুরগী ওজনে /৩ সের হইতে /৫ সের পর্যন্ত ভারী হইয়া থাকে। ভারী জাতীয় মুরগীর পা হইতে সমস্ত গাত্রাংশ লোমদ্বারা আবৃত থাকে।

হালকা জাতীয় মুরগীর মত ইহারা তত চঞ্চল নয়। লেগহর্ণ প্রভৃতি হালকা জাতীয় মুরগীর ডিমের আকার বড়, খোসা পাতলা এবং বর্ণ প্রায় সাদা হয়। কিন্তু মোটা বা ভারী জাতীয় মুরগীর ডিমের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, খোসা পুরু এবং পাটলবর্ণযুক্ত হয়। যদি সিটারের ডিমের রং সাদাটে বা সমুচিত রং না হয় তবে সপ্তাহকাল উহাদের খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে ডিমের প্রকৃত রং ফিরিয়া আসিবে। হালকা জাতীয় মুরগী ৫।৬ মাসে ডিম দেয় কিন্তু ইহারা প্রায় ৮।৯ মাস বয়সে ডিম্ব প্রদানের উপযোগী হয়। এই জাতীয় মুরগীর মধ্যে রোড আইল্যাণ্ড রেডও বাংলার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। তদ্ভিন্ন পাহাড় অঞ্চলে ভারী জাতীয় মুরগী পোষা লাভজনক।

অষ্ট্রোলর্প (Austrolorp)—ইহা অর্পিংটন জাতীয় অষ্ট্রেলিয়ার মোরগ। অষ্ট্রেলিয়ায় এই জাতীয় মুরগী পালিত হইয়া থাকে। ইহার বর্ণ কাল, ঝুঁটি সিঙ্গেল, কাণের লতি লাল। কেহ কেহ প্রদর্শনীর জন্যও ইহা পালন করেন। সাধারণতঃ মাংসের জন্য ইহাদের পালন করা হয়। ইহারা মাঝারি রকমের ডিম দেয়।

অর্পিংটন (Orpington)—ইংলণ্ডে অর্পিংটন নামক স্থান হইতে এই জাতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহারা কাল, সাদা, ফিকে হলদে, প্রভৃতি বর্ণের হয়, ঝুঁটি সিঙ্গেল, কানের লতি লাল। ডিম ও মাংসের জন্য পালন করা যাইতে পারে।

ওয়াইনডোট্ (Wyndotte)—জন্মস্থান আমেরিকা ইহারা সহজে পোষ মানে এবং বেশ মোটা হয়। মাংসল মুরগীর মধ্যে ইহারা উৎকৃষ্ট ডিম দেয় এবং ওজনে বেশ ভারী হয়। ইহারা সাদা, কাল, ঈষৎ হলদে এবং নানারঙের ডোরাযুক্ত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সাদা জাতিই লোকে বেশী পোষে। সাধারণ উদ্দেশ্যে ইহাদের পালন করা হইয়া থাকে।

কোচিন (Cochin)—ইহাদের আদি জন্মস্থান চীনদেশ বলিয়া কথিত। পূর্বে ইহারা সাংহাই মুরগী নামে পরিচিত ছিল। ইহাদের পা হইতে মাথা পর্যন্ত সর্বাঙ্গ পালকে আচ্ছাদিত। এই জাতীয় মুরগী সাদা, কাল ও পীত রঙের আছে, ঝুঁটি সিঙ্গেল ও পিঙ্গলবর্ণের। ইহারা বেশ বড় ও ভারী জাতীয় পাখী। মাংস ও পালকের জন্য ইহাদের পালন লাভজনক।

ডর্কিং (Dorking)—ইংলণ্ডের সারে (Surrey) প্রদেশের ডর্কিং নামক স্থানে ইহার জন্ম। ইহার আকার বেশ বড়। এই জাতীয় মুরগী সাদা, কাল ও লালবর্ণের দেখা যায়। ভারীজাতীয় পাখীর মধ্যে ইহারা ভাল ডিম দেয়। ডিম ও মাংসের জন্য সাধারণতঃ ইহাদের পালন করা হয়। আজকাল আরও উন্নত জাতির সৃষ্টি হওয়ায় ইহার আদর কমিয়া গিয়াছে।

সাসেক্স (Sussex)—জন্মস্থান ইংলণ্ড। ইহার গায়ের রং সাদা ও বাদামী মিশ্রিত, লেজের অগ্রভাগ কাল, ঝুঁটি সিঙ্গেল ও চক্ষু কমলালেবুর বর্ণের। ইহারা সকল বিষয়ে উত্তম

গুণবিশিষ্ট। ইহারা দেখিতে সুন্দর, আকারে বেশ বড় ও ভারী, ভাল ডিম দেয়, উত্তম তা দেয় এবং বাচ্ছাদের ভাল ধাই মা (Foster mother) বা ধাত্রী।

রোড্ আইল্যাণ্ড রেড্
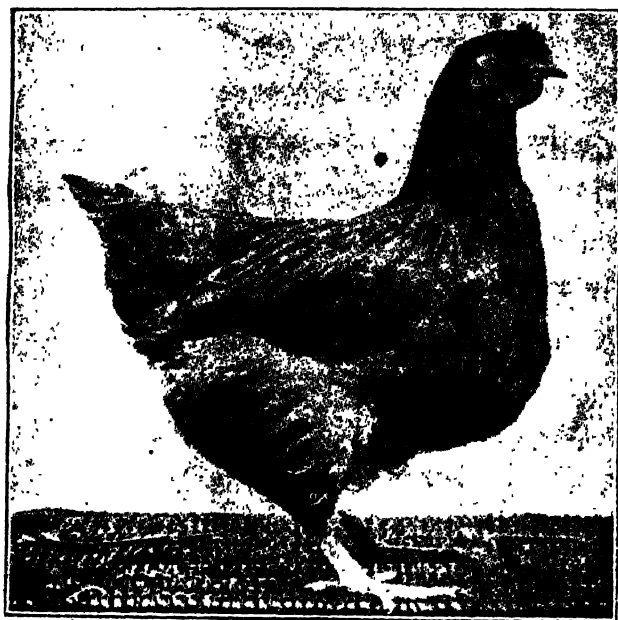
রোড্ আইল্যাণ্ড রেড্ (Rhode Island Red)— আমেরিকার রোড্ আইল্যাণ্ড নামক স্থানে ইহার জন্ম। ইহার আকার বেশ বড়। অনেকের বিশ্বাস মালয় মুরগীর

সংমিশ্রণে ইহাকে বড় করা হইয়াছে। ইহারা বেশ কষ্টসহিষ্ণু এবং সহজে পোষ মানে। ইহার গাত্রের পালকের বর্ণ লাল ও অগ্রভাগ অল্প কালচে, লেজের পালকের বর্ণ নীলাভ, ঝুঁটি সিঙ্গেল, কানের লতি গোলাপী ও চক্ষু লালবর্ণের। ইহারা খুব ভাল ডিম পাড়ে ও সুন্দর তা দেয়। নিম্নবঙ্গের পক্ষে ও উত্তরবঙ্গের পাহাড় অঞ্চলের পক্ষে ইহারা খুব ভাল পাখী।

সিলকি (Silkie)—ইহাদের ডিম পাড়িবার শক্তি ও তা দিবার প্রবৃত্তি বেশ আছে, গায়ের পালক সাদা, চামড়া গাঢ় নীল, মাথার ঝুঁটি ও কাণের লতি লালবর্ণযুক্ত। ইহাদের ঠোঁট, পা, মাংস ও রক্ত কাল বর্ণের; ইহারা মধ্যম আকৃতিবিশিষ্ট পাখী, সুতরাং মাংসের জন্য পালন লাভজনক নয়; সখের জন্য পালন করা যাইতে পারে। এই পাখীর মাংস ঔষধার্থেও ব্যবহৃত হয়। ইহাদের পায়ের পালক অন্য পাখীর মত পরস্পর সন্নিবেশিত নয়, ইহা দেখিতে অনেকটা পেঁজা তুলার মত।

ল্যাংসান (Langshan)—জন্ম চীনদেশ। গ্রেট-ব্রিটেন ও আমেরিকায় যাইয়া ইহারা সর্ববিষয়ে উন্নতিলাভ করিয়াছে। ইহারা বেশ বড় জাতীয় মাংসল পাখী। পা লম্বা, মাথা ও লেজের অগ্রভাগ পাতলা এবং অপেক্ষাকৃত অল্প লোমযুক্ত, ঝুঁটি সিঙ্গেল পিঙ্গল বর্ণের, কাণের লতি লাল। ইহারা সাদা, কাল, প্রভৃতি বর্ণের হয়, তন্মধ্যে কাল জাতিই অধিক পরিচিত।

হুদান (Houdan)—ফরাসী দেশীয় পাখী. ইহারা হালকা জাতীয় পাখীর মধ্যে বড়। গায়ের রং কাল ও সাদা ডোরাযুক্ত, নীচের ঝুঁটি চামরের মত। ইহারা মাঝারি রকমের ডিম দেয়। ইহাদের নর ও মাদীর মাথার ঝুঁটির বিশেষত্ব আছে। ইহারা বেশ কষ্টসহিষ্ণু এবং এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী।

দেশী মুরগী (মাংসের জন্য)

ব্রহ্মা (Brahma)—ভারতের ব্রহ্মপুত্র নামক স্থানের নাম অনুসারে এইরূপ নামকরণ হইয়াছে, সুতরাং ইহার আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহা ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যাইয়া বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। গায়ের বর্ণ রূপালী ও সাদামিশ্রিত, লেজের অগ্রভাগ কাল। ইহা বেশ বৃহদাকার মাংসল পাখী। বিদেশে যাইয়া ইহা অনেকাংশে উৎকর্ষ লাভ করিলেও ডিম দিবার প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়াছে। ইহাদের মাথার শিখা মালয় জাতির মত এবং বিদেশী মুরগী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকারের।

আসীল (Aseel)—ইহা 'আসীল বা আসীলি' নামে সাধারণের নিকট পরিচিত। অনেকের মতে ইহা ভারতবর্ষীয় পাখী, কিন্তু ইহার সঠিক জন্মস্থান এখনও অজ্ঞাত, তবে ইহা বহুদিনের অতি পুরাতন জাতি। এদেশে মুসলমান রাজত্বকালে লড়াইয়ের জন্য 'আসীল' মুরগী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং ইহা বিদেশে বহুল পরিমাণে রপ্তানি হইত। আরবী ভাষায়

'আস্ল' মানে বংশ, ইহা হইতে বিশ্লেষণ হইয়াছে 'আসীল'; অর্থ সদ্বংশজাত। এও একটি এই নামের কারণ। ইহাদের লড়াই লইয়া পূর্বে বহু টাকার বাজি ধরা হইত। সাদা, কাল, লাল ও সোণালী প্রভৃতি নানাবর্ণের 'আসীল বা আসীলি' মুরগী আছে। 'আসীল' মুরগীর পা খাট (ছোট), বক্ষদেশ প্রশস্ত ও পালকগুলি মোটা। ইহারা অন্যান্য মুরগীর অপেক্ষা অধিক কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। ইহারা আকারে বেশ বড় এবং মাংসের জন্য ইহাদের পালন করা যাইতে পারে। ইহারা অতি চঞ্চল ও কলহপ্রিয় এজন্য অন্য ডিমে তা দিবার বা পালন করিবার উপযোগী নহে। ১৯২৭ সালের ক্যানাডাস্থ অটোয়া মহাসভায় প্রদর্শিত একটী ভারতবর্ষীয় 'আসীল' মোরগ সমস্ত দর্শকবর্গের দ্বারা বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল।

চিটাগাং বা চাটগাঁ (Chittagong)—ইহা এদেশে চাটগাঁ এবং অন্য দেশে মালয় নামে অভিহিত। পূর্বে এই জাতির যথেষ্ট আদর ছিল। পরে অন্যান্য অনেক জাতির উদ্ভব হওয়ায় ইহার আদর কমিয়া গিয়াছে। ইহা বেশ বড় ও ভারী জাতীয় পাখী। বিদেশী মুরগীর অপেক্ষা ইহা কষ্টসহিষ্ণু, সাহসী, পরিশ্রমী ও কলহপ্রিয়। ইহার শরীরের গঠন বেশ হৃষ্টপুষ্ট; ঠোঁট ও পা হলদে, গলা লম্বা, কাণের লতি ক্ষুদ্র, শিখা পি (Pea-comb) শ্রেণীর, শরীরের পালক খুব অল্প কিন্তু লম্বমান লেজ-বিশিষ্ট এবং লেজের দিক ঝোলান। ইহারা কালচে, সাদা

ও ফিকে হলদে বর্ণের হয়। পা ছোট বড় হিসাবে চাটগাঁ মুরগী ঘাগাস (Ghagas) ও কোলন (Colon) নামে দুই স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত। খাট বা ছোট পা-যুক্ত মুরগীকে ঘাগাস এবং লম্বা পা-বিশিষ্ট মুরগীকে কোলন শ্রেণীভুক্ত করা হয়। চাটগাঁ মুরগী বেশ ভারী এবং মাংসল, এজন্য মাংসের উদ্দেশ্যে ইহাদের পালন লাভজনক।

চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও আসামের বিভিন্ন স্থানে পার্বত্য অঞ্চলে এবং কাশ্মীর, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে নানা জাতীয় মুরগী দেখিতে পাওয়া যায়। অন্যান্য উৎকৃষ্ট জাতির সহিত সংমিশ্রণের দ্বারা ইহারা সর্বাংশে এদেশের জল হাওয়ার উপযোগী হয় এবং অনেক বিদেশী মুরগী হইতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে।

প্রদর্শনীর জন্য

মানবের চেষ্টায় সংজননের দ্বারা ও বিভিন্ন দেশের জলবায়ু এবং আবহাওয়ার গুণে নানাপ্রকারের বিচিত্র মুরগীর সৃষ্টি হইতেছে। জাতিভেদে কোন কোন মুরগীর ডিম পাড়িবার শক্তি বেশী আছে, কিন্তু তা দিবার প্রবৃত্তি নাই, কোন কোন মুরগী আকারে বড় কিন্তু তাহাদের ডিম্ব প্রদানের শক্তি খুব কম। কোন কোন মুরগী খুব দ্রুত বর্ধিত হইয়া থাকে, কোন মুরগীর গাত্র সুসজ্জিত পালকে আবৃত, কেহবা চিত্রিত সুন্দর বর্ণ-বিশিষ্ট। এইরূপে এক এক দিক দিয়া এক একটী জাতি

বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মাংস, দ্রুতবর্ধন, ডিম দিবার শক্তি, তা দিবার প্রবৃত্তি এবং বর্ণের দিক দিয়া দেখিলে সাসেক্স মুরগীই উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র ও বিভিন্ন বর্ণের পালকবিশিষ্ট মুরগীর মধ্যে এনকোনা, হুদান ও ইংলিশ গেম (English Game); আকার ও বর্ণের জন্য আমেরিকার বড় আকারের ব্রহ্মা; অত্যধিক সুসজ্জিত পালকের জন্য সিলকী, কোচিন (Buff Cochin) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। আকৃতির বিশিষ্টতার জন্য জাপান দেশীয় "ব্যাণ্টাম" (Bantam) প্রশংসনীয়। ব্যাণ্টামের অনেকগুলি জাতি আছে, তন্মধ্যে এক-জাতির আকার অতি ক্ষুদ্র, দেখিতে এদেশীয় সাধারণ পায়রার মত। মুরগী জাতির মধ্যে আরও কয়েক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকৃতি ও বৃহৎ লেজ বিশিষ্ট সুদৃশ্য পাখী আছে। এই ক্ষুদ্রাকার পাখী-গুলির মধ্যে কাহারও আকার অতি ক্ষুদ্র কিন্তু উহাদের শরীরের তুলনায় লেজ অনেক বড় এবং লম্বা, দেখিতে অতি মনোরম। এই জাতীয় পাখীগুলিকে 'ফেসাণ্ট' (Pheasant) বলে।

সাধারণ উদ্দেশ্যে

মুরগীর মধ্যে এমন কতকগুলি জাতি আছে, যাহারা হাল্কা জাতীয়, কেবলমাত্র বেশী পরিমাণে ডিম্ব প্রসব করিতে সমর্থ, কিন্তু তা দিতে পারে না। আবার যাহারা অধিক ভারী জাতীয়, তাহারা ভাল ডিম দেয় না, মাংসের জন্য উহাদের পালন করা শ্রেয়ঃ। কিন্তু যে মুরগীর মধ্যে উপরোক্ত সমস্ত গুণ অল্পাধিক বিদ্যমান

অর্থাৎ যাহারা আকারেও বড়, মধ্যম রকমের ডিম দেয় ও ভাল তা দিতে পারে এবং সমতল-ভূমিতে ভাল থাকে এইরূপ মুরগী সাধারণ উদ্দেশ্যে বা সাধারণ গৃহস্থের পালনোপযোগী। অর্পিংটন, লাইট সাসেক্স, ডর্কিং, হুদান, রোড আইল্যাণ্ড রেড, ওয়াইন ডোট, প্রভৃতি জাতি সাধারণ উদ্দেশ্যে পালন করা লাভজনক। পূর্বে ইহাদের সকল বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

বাসগৃহ

এদেশে মুরগীপালনে তাদৃশ যত্ন দেখা যায় না এবং উহাদের থাকিবার জন্য কোনরূপ ভাল নির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় উহারা রাত্রিকালে যেখানে সেখানে আশ্রয় লইয়া থাকে। ইহাতে চোরের উপদ্রব হইতে পারে এবং সাপ, ইঁদুর, শৃগাল প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। এদেশে সাধারণতঃ মুসলমান, নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও অন্য সম্প্রদায়ের লোক যাহারা মুরগী পোষে তাহারা কোন একটি অন্ধকারময় ছোট কুঠারীতে বা খোঁয়াড়ে মুরগীগুলিকে এক সঙ্গে পুরিয়া রাখে। ইহাতে তাহারা নানারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া মারা পড়ে এবং কোন ভাল জাতীয় পাখীও এইভাবে একত্রে থাকিলে অপকর্ষ লাভ করে।

মুরগীরা গাছের ডালে, ঝোপে ঝাপে আশ্রয় লইয়াও রাত্রিযাপন করিতে পারে এবং এই ভাবে থাকিয়া উহারা বাহিরের নির্মল বায়ু সেবন করিতে পারে। গৃহমধ্যে আবদ্ধ

রাখিলে উহারা যাহাতে আবশ্যক মত বিশুদ্ধ বায়ু গ্রহণ করিতে পারে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। পাখীদের শরীরের ঘর্ম নির্গমনের উপযোগী কোন গ্ল্যাণ্ড বা গ্রন্থি নাই। অন্যান্য পশুদের শরীরাভ্যন্তরস্থ দূষিত পদার্থ যেমন ঘর্মাকারে অথবা প্রস্রাবের সহিত বাহির হইয়া যায়, ইহাদের সেরূপ হয় না। প্রশ্বাসের সহিত বাষ্পাকারে ইহাদের শরীরস্থ দূষিত পদার্থ বহির্গত হয়। এজন্য শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া যাহাতে সুন্দররূপে হয় এবং নিশ্বাস লইবার সময়

প্রতিবার যাহাতে নির্মল বায়ু সেবন করিতে পায় এইভাবে দরজা ও জানালা রাখিয়া ইহাদের বাসগৃহ নির্মাণ করা আবশ্যক। মুরগীর চাষে ও ব্যবসায়ে সুফল পাইতে হইলে ইহাদের আহার সম্বন্ধে যেমন সাবধান ও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক, থাকিবার জন্যও সেইরূপ সুবন্দোবস্ত করা উচিত।

মুরগীর ঘর একটু উঁচু জমিতে হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং ইহার ঘরের চারিদিক যেন উন্মুক্ত থাকে। নীচু অথবা স্যাঁতসেঁতে ঘর মুরগীর পক্ষে পরিত্যাজ্য। ইহার ঘর দক্ষিণপূর্বমুখী করিলে ভাল হয়, অন্যথা দক্ষিণ দিকে করা যাইতে পারে। মুরগীর ঘর খড়ের, টিনের, খোলার অথবা পাকা করিয়া তৈয়ারী করা যাইতে পারে। খড়ের চালে প্রথমতঃ ব্যয় সুলভ হয় বটে কিন্তু উহাকে ৩/৪ বৎসর অন্তর ছাওয়াইতে হয়। চাল টিনের হইলে গ্রীষ্মকালে ঘর অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়, এজন্য উহাকে উঁচু করিয়া বাঁধা প্রয়োজন। ঘর পাকা হইলে সর্বতোভাবে ভাল হয় কিন্তু তাহা ব্যয় সাপেক্ষ। মেটে দেওয়াল উঁচু করিয়া তাহার উপর টালিখোলা অথবা এ্যাসবেষ্টস দিয়া চাল প্রস্তুত করিলে সবদিকে সুবিধা হয়। কারণ খোলার চাল হইলেও মধ্যে মধ্যে খোলা পাল্টাইয়া দিতে হয়, কিন্তু টালিখোলা অথবা এ্যাসবেষ্টসের চাল অনেকদিন স্থায়ী হয়। প্রতি ৩/৪ বৎসর অন্তর খড়ের চাল খুলিয়া ছাওয়াইতে বাঁশ, বাঁখারি, দড়ি ও মজুরি বাবদ যে ব্যয় হয় ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয় তাহার অপেক্ষা ইহা ঢের ভাল। মুরগীর ঘরের মেজে সিমেণ্টের দ্বারা পাকা করিয়া নির্মাণ করা আবশ্যক। ইহাতে ঘর ধুইয়া পরিষ্কার করিবার ও মুছিবার সুবিধা হয় এবং বর্ষাকালে ড্যাম্প বা স্যাঁতসেঁতে হয় না। মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া সমস্ত ঘর ফিনাইল (Phenyl) বা অন্যান্য জীবাণুনাশক ঔষধের দ্বারা ধুইয়া দেওয়া আবশ্যক।

মুরগীর ঘরের আয়তন ও ঘরে কতগুলি মুরগী রাখা যাইবে তাহা মুরগীর জাতির উপর নির্ভর করে। মুরগী অধিক হইলে তাহাদের ঘরের আকারও সেই হিসাবে বড় হওয়া দরকার। পাতলা বা হালকা জাতীয় মুরগীর অপেক্ষা ভারী জাতীয় মুরগীর একটু অধিক স্থানের প্রয়োজন হয়। কোন ঘরে ৫০।৬০ টীর অধিক মুরগী রাখা সঙ্গত নহে এবং প্রত্যেক বিভিন্ন জাতীয় মুরগীকে স্বতন্ত্র ঘরে আবদ্ধ রাখা দরকার।

ঘরে উপযুক্ত পরিমাণে আলো ও বাতাস খেলিবার জন্য জানালা রাখিয়া দিতে হয় এবং জানালাগুলির বহির্ভাগ তারের জাল দিয়া আবদ্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঘরের পশ্চাৎভাগ, দেওয়াল ও সন্মুখভাগ, মোটা তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঘরের দুই পার্শ্বে বেড়া নির্মাণ করিয়া তাহার উপর কাদামাটি ধরাইয়া দিলেও চলে এবং দুই পার্শ্বের উপরার্ধ বা মধ্যাংশ কেবল ½ ইঞ্চি ফাঁকযুক্ত তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া দিলে ঘরের মধ্যে বেশ আলো ও বাতাস খেলে। সাধারণতঃ ৫০টী মুরগীর জন্য ঘর দীর্ঘে ৩০ হাত, প্রস্থে ৮ হাত এবং উচ্চতায় ৫।৬ হাত হইলে চলিবে। ঘরের দেওয়াল ইটের অথবা বাঁশ এবং কঞ্চি দিয়া বেড়া বাঁধিয়া তাহার উপর মাটি ধরাইয়া করিতে হয়। ঘরের দরজা টিনের অথবা কাঠের করা যাইতে পারে। বর্ষা ও শীতকালে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে এজন্য অনাবৃতস্থানে ঝাঁপ দিয়া বন্ধ করিয়া দিতে হয়। মুরগীর

ঘরের একটী চোরা বা ছোট দরজা নির্মাণ করা ভাল। কারণ বড় দরজা খোলা না থাকিলেও দুপুর অথবা অন্য সময়ে আবশ্যক মত তাহারা এই ছোট দরজা দিয়া ঘরের মধ্যে যাওয়া আসা করিতে পারে। এই দরজা দীর্ঘে ও প্রস্থে ১॥ ফুট করিয়া হওয়া বাঞ্ছনীয়। দরজা আবশ্যক ব্যতীত অন্য সব সময় বন্ধ রাখিলে মুরগীর কোন ক্ষতি হয় না এবং পক্ষীপালক বেশ নিশ্চিন্তভাবে থাকিতে পারে। কারণ অন্য কেহ ঘরে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা না থাকায় ডিম বা গৃহমধ্যস্থ অন্য কোন দ্রব্য নষ্ট হইবার ভয় থাকে না। মুরগী ডিম পাড়িবার সময় তাড়া খাইয়া ভয় পাইলে বা কারণে অকারণে ক্ষুদ্র চোরা দরজা দিয়া অনায়াসে আনাগোনা করিতে পারে। রাত্রিকালে এই দরজা বন্ধ রাখা আবশ্যক; যাহাতে এই পথে কোন হিংস্র জন্তু প্রবেশ করিয়া পক্ষীদিগের অনিষ্ট না করে।

পাখী মাত্রেই উঁচু জায়গায় থাকিতে ভালবাসে, এজন্য মুরগীর থাকিবার ঘরের মধ্যে অন্ততঃ ১ হাত বা আরও কিছু উচ্চে লম্বাভাবে এক একটী কাঠের দাঁড় নির্মাণ করিয়া দেওয়া ভাল। দাঁড়গুলি খুব সরু অথবা খুব মোটা হওয়া ভাল নয়। মোট কথা যাহাতে উহারা পা দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার সুবিধা পায় এইরূপ মোটা হইলেই চলিবে। প্রত্যেক দাঁড়টির ব্যবধান যেন অন্ততঃ দেড় হাত অন্তর থাকে এবং উহা বেড়া হইতে ১ হাত দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক মুরগীর জন্য

উঁহার আকার হিসাবে ১২ হইতে ১৬ ইঞ্চি পরিমিত হওয়া আবশ্যক।

ঘরের প্রত্যেক দরজা ও জানালা অথবা কাষ্ঠ নির্মিত যে কোন সরঞ্জাম পুরু করিয়া আলকাতারা মাখাইয়া লওয়া আবশ্যক। ইহাতে সহজে উঁই ও ঘুন ধরিতে পারিবে না এবং কেঁট বা উকুন জাতীয় ছোট ছোট পোকা আশ্রয় লইতে পারিবে না। ঘরের মধ্যে কোন স্থানে ফাটা বা ফাঁক থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ বুজাইয়া দেওয়া আবশ্যক। যেন ঘরের মধ্যে এই সকল পোকা কোনরূপে বংশ বিস্তার করিতে না পারে। এইরূপ পোকা বা কীটগ্রস্ত কোন পাখীকে ঘরের মধ্যে অন্য পাখীর সহিত থাকিতে দেওয়া উচিত নহে, এই সকল পোকা অন্য মুরগীকে আশ্রয় করিয়া তাহাকেও পীড়িত করিবে।

ঘরের মধ্যে স্থানে স্থানে মাটির গামলা অথবা কাঠের বাক্সে করিয়া কিছু শুকনা পরিষ্কার বালি ও ছাই রাখিয়া দিতে হয়। মুরগীরা ইহার মধ্যে মাথা ডুবাইয়া পাখা দ্বারা সর্ব শরীরে ছড়াইয়া ধুলিস্নান করে। ইংরাজীতে ইহাকে 'Sand bath' বলে। কোন স্থানে ধূলা বালি পাইলে উহারা স্বভাবতঃ এই ভাবে ধূলা মাখিয়া থাকে। ইহাতে উহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। গায়ে যাহাতে পোকা ধরিতে না পারে এজন্য উহারা এইভাবে ধূলা মাখিয়া থাকে। শুকনা

ধূলা, বালি, ঘুঁটের ছাইএর গুঁড়ার সহিত সামান্য গন্ধক মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। ডিম পাড়িবার স্থান একটু নিরিবিলি হওয়া দরকার। মুরগীরা সাধারণতঃ নির্জনে ডিম পাড়িয়া তা দিতে চায়। এজন্য মুরগীর ডিম পাড়িবার স্থানটি ঘরের এক কোনে বা পাশ দিকে করা দরকার। ডিম পাড়িবার জন্য মাটীর গামলা অথবা সমচতুষ্কোণ বাক্স হইলেও চলে। গামলার ব্যাস এক হাত এবং গভীরতাও এক হাত হইলেই চলিবে। পাত্রের ভিতরে ছাই ছড়াইয়া তাহার উপর শুষ্ক ঘাস বা খড় বিস্তৃত করিয়া মধ্যভাগে একটু খোঁদল করিয়া দিতে হয়। ঘাস ও খড়ের উপর সামান্য পরিমাণে গন্ধকের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে অথবা খড়ের সহিত মতিহারী তামাকের পাতা ২।১টী রাখিলে পিঁপড়ে বা পোকা মাকড়ের উপদ্রব হয় না। প্রত্যেক মুরগীর জন্য স্বতন্ত্র বাক্সের বা পাত্রের ব্যবস্থা না করিয়া আবশ্যক মত ঘরের মাপ অনুযায়ী লম্বা বাক্স প্রস্তুত করিয়া পৃথক ঘর বা খোপ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ডিম পাড়িবার জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা না করিলে ইহারা যেখানে সেখানে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে, ইহাতে অনেক ডিম নষ্ট হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। আসীল বা চাটগাঁ জাতীয় পাখীর দ্বারা তা দিতে হইলে তাহার স্থান ঘিরিয়া দেওয়া ভাল, কারণ ইহারা বড় ঝগড়াটে। তা দিবার কালে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইলে তায়ের ডিম নষ্ট হইবার ভয় থাকে।

সে সময়ে কোন কারণে ইহার সহিত অন্য পাখীর ঝগড়া হইলে বিশেষ সাংঘাতিক হয়। গো-মহিষাদি গৃহপালিত জন্তুর ন্যায় মুরগী প্রভৃতিকে ইচ্ছামত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে চড়ান সম্ভবপর নয়, এজন্য উহাদের চড়িবার নির্দিষ্ট স্থান থাকা আবশ্যক। মুরগীর গৃহসংলগ্ন স্থানে উহাদের চড়িবার মত বিস্তীর্ণ ঘাসের জমি থাকা আবশ্যক। চড়িবার জমি যত বিস্তীর্ণ হইবে ততই ভাল। ২০০।২৫০টী মুরগীর জন্য অন্ততঃ একর দুই (৬ বিঘা) পরিমিত জমির আবশ্যক। ইহারা নূতন ও উঁচু নীচু জমিতে দৌড়াদৌড়ি করিতে ভালবাসে। এজন্য উহাদের চড়িবার জমিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া ৩।৪ মাস অন্তর বদলাইয়া দিলে ভাল হয়। এই ৩।৪ মাস উক্ত পরিত্যক্ত অংশে শাকসব্জী লাগাইলে কিছু কিছু ফলন পাওয়া যায়। ঘরের চাল টিনের নির্মিত হইলে পূর্ব দিক ও সম্মুখ ভাগ খোলা রাখিয়া ঘরের পাশে ও অন্য দিকে গাছ লাগাইলে গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্রেও ঘর বেশী উত্তপ্ত হইতে পারে না। চড়িবার জমির মধ্যে আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, জামরুল, গোলাপজাম, পীচ, আতা, লকেট, পেয়ারা প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইলে রৌদ্রের সময়ে উহার ছায়ায় আসিয়া পাখীরা বিশ্রাম করিতে পারে এবং ঐ সমস্ত ফলের গাছ হইতেও বেশ একটা আয় পাওয়া যায়। প্রথম ২।৩ বৎসর কলমের গাছগুলি ঘিরিয়া রাখা দরকার। ইহার দ্বারা যদিও ছায়া হয় কিন্তু নানাপ্রকারের পক্ষী বিশেষতঃ কাক ইত্যাদি আসিয়া

বসার দরুন নানাপ্রকারের সংক্রামক রোগের উৎপত্তি হইতে পারে। সব চেয়ে পাতী বা কাগজী নেবুর গাছ যাহা উপর দিকে বাড়ে না লাগাইলে ভাল হয় এবং উপরদিক তারের জাল দিয়া ঘেরা উচিত; তাহা হইলে বাজপাখী ও চিলের কবল হইতে উহারা রক্ষা পাইবে। চড়িবার জমির সীমানা ইষ্টকের প্রাচীর নির্মিত করিয়া অথবা খুঁটি পুঁতিয়া লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া আবশ্যক। এইরূপ আবদ্ধের মধ্যে রাখিলে সব সময়ে নিরাপদে রাখা যায়। বৎসরে একবার জমি কোপাইয়া ৭ দিন রৌদ্র লাগাইয়া দিলে নানাপ্রকারের ক্রিমি ইত্যাদি সংক্রামক রোগের বীজাণু নষ্ট হয়।

সংজনন ও সংমিশ্রণ

আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে 'বাপকা বেটা'। কথাটি নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়। পিতামাতা স্বাস্থ্যবান হইলে তাহাদের সন্তান স্বাস্থ্যবান হওয়া স্বাভাবিক। আবার পিতা-মাতার রোগ থাকিলে তাহাদের সন্তানও রুগ্ন হয়। এমন কি পিতামাতার যক্ষ্মা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ পরবর্তীকালে সন্তানদের শরীরেও প্রকাশ পায়। ভবিষ্যৎ সন্তানদের স্বাস্থ্য ও গুণাগুণ তাহাদের পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। একথা মানুষের ন্যায় পশুপক্ষীর পক্ষেও খাটে।

সঙ্গমের জন্য নর ও মাদী নির্বাচনের সময়ে খুব সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। পালনের অভিপ্রায় অনুযায়ী পাখীর আকার, গঠন, বর্ণ, স্বভাব, ডিমের সংখ্যা প্রভৃতি বিশেষত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করা উচিত। পাখীর প্রত্যেক বিশেষত্বটির সম্বন্ধে একটি আদর্শ পরিকল্পনা করিয়া লইতে হইবে এবং সেই অনুযায়ী সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রজননের জন্য পাখী নির্বাচন করিতে হইবে। যে সমস্ত নর দ্রুত বর্ধিত হয়, যাহারা কর্ম ও ক্রিয়াশীল এরূপ উৎকৃষ্ট জাতীয় বলিষ্ঠ পাখী সঙ্গমের জন্য নির্বাচন করিতে হয়। যে সমস্ত নর, মাদীর সহিত ঝগড়া করে না এবং নিজের নিজের খাবার উহাদের খাইতে দেয়, এরূপ স্বভাবের মোরগ সংজননের উপযোগী বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুন্দর হইলেও দুর্বল ও পীড়িত মোরগের সহিত জোড় দেওয়া উচিত নয়। ইহাদের শুক্রজাত ডিম্ব অধিকাংশই অপুষ্ট বা অনুর্বর হইয়া থাকে, বাচ্চাগুলিও প্রায় দুর্বল হয় ও সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে। এক বৎসরের কম বয়সের নর বা মাদী কখনও সঙ্গম কার্যে নির্বাচিত করা উচিত নয়। বিশেষ উদ্দেশ্য ভিন্ন কখনও একই বংশের মুরগীর সন্তানাদির সহিত বা ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্বন্ধীয় মুরগীদের মধ্যে সঙ্গম করাইতে নাই। দু-বৎসর অন্তর নর পরিবর্তন করিলে ভাল হয়। অধিক বয়স্ক মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন করিলে শাবক দুর্বল ও ক্ষীণ হয়। মুরগীরা বর্ষাকালে কুরীজ করে বা পালক ত্যাগ করে।

এ সময়ে তাহারা দুর্বল থাকে এবং শরীরে ব্যথা অনুভব করে, সুতরাং এ সময়ে তাহাদের সঙ্গম করাইতে নাই, এ সময়ে উহাদের পৃথক রাখা উচিত। উৎপাদক-মোরগের পক্ষে ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম বিশেষ উপকারী।

প্রত্যেক নরের সহিত কতগুলি মাদী রাখা হইবে তাহা তাহাদের আকার, স্বাস্থ্য ও জাতির উপর নির্ভর করে। এনকোনা, লেগহর্ণ বা মাইনর্কা প্রভৃতি হালকা জাতীয় একটি মোরগের সহিত ৮।১০টী মুরগী রাখা চলে। ব্রহ্মা, কোচীন, চট্টগ্রাম, ল্যাংসন, রোড আইল্যাণ্ড রেড, ওয়াইন ডোট, অর্পিংটন, সাসেক্স প্রভৃতি ভারী জাতীয় ৬।৭টী মুরগীর সহিত একটী মোরগ রাখা চলে। প্রত্যেক সপ্তাহে বা ১৫ দিনের পর মোরগ বদলাইয়া দিতে হয়। সাধারণতঃ সংজনন ও সংমিশ্রণে কতকগুলি বিশেষ আইন মানিয়া চলা উচিত। এই সমস্ত ব্যবস্থা ও আইনগুলির দ্বারা সঙ্কর বা দো-আঁশলা জাতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সঙ্করপ্রজনন প্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে দো-আঁশলা নূতন জাতির (Cross breeding) সৃষ্টি করিতে হইলে দুইটী উন্নত জাতীর নর ও মাদীর সহিত সংযোগ সাধিত করিতে হয়। যেমন সাদা লেগহর্ণ × রোড আইল্যাণ্ড রেড্। এই প্রথাতে নানা প্রকার দো-আঁশলা জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণতঃ বর্ণ, গঠন অথবা অন্য কোনও বিশেষ বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

পুনঃ পুনঃ বাছাই ও নির্বাচনের দ্বারা যতদিন না বিশেষ প্রকারের পাখী সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ততদিন কার্য করিতে হয়। শেষ পর্যন্ত বিশেষ প্রকারের পক্ষী হইলেই হয় না, কারণ সেই বিশেষত্ব যতদিন না বংশানুগত হয় ততদিন কোন বিশেষ প্রকারের পাখীর দো-আঁশলা নূতন জাতি হয় না। বিশেষত্বগুণে বংশানুগত হইলেই নূতন একটি জাতির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

এই প্রকারে দুইটি উন্নত জাতির সংমিশ্রণের ফলে প্রথম সন্তানগণ সাধারণতঃ পিতামাতা অপেক্ষা বৃহৎ, বলিষ্ঠ ও প্রাণবন্ত হইয়া থাকে। ইহাকে সাধারণতঃ Hybrid বলে। সাধারণতঃ পোল্ট্রীর মালিকগণ অধিক ডিম্ব-প্রসবিনী পক্ষী উৎপাদনের জন্য এই প্রথায় কার্য করিয়া থাকেন। কিন্তু নীতি হিসাবে দো-আঁশলা এই প্রকারের পক্ষীদের মধ্যে দ্বিতীয়বার আর শাবক উৎপাদন করা হয় না, কারণ দ্বিতীয় ও পরবর্তী পুরুষে তাহাদের গুণাবলী প্রায়ই নষ্ট হইয়া যায়। কোনও ধারা ঠিক রহে না। কচিৎ কোনটি খুবই ভাল হয় কিন্তু অধিকাংশেরই অধোগতি প্রাপ্তি ঘটে। যেমন, উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে লেগহর্ণ বাংলায় সমতল ক্ষেত্রের পক্ষে খুবই উপযোগী ও বাঁচিয়া থাকিয়া অধিক ডিম্ব প্রসব করে। কিন্তু Black minorcaও বেশী ডিম দেয় কিন্তু লেগহর্ণের অপেক্ষা হালকা বা বাংলার জলবায়ুর পক্ষে লেগহর্ণের অপেক্ষা মৃত্যুশীল।

যদি এই দুই জাতির সংমিশ্রণ করা যায় তাহা হইলে যে শাবক জন্মায় তাহারা প্রচুর ডিম দিবে এবং লেগহর্ণ ও মাইনর্কা অপেক্ষা বেশী বলশালী, কষ্টসহিষ্ণু ও প্রাণবন্ত হইয়া বাংলার জলবায়ুর পক্ষে খুবই বেশী উপযুক্ত হইবে। কিন্তু উহাদের এ ডিম শুধু খাইবার জন্যই ব্যবহার করা হয়। এ ডিম হইতে আর বাচ্চা তোলা হয় না। এইটিই সঙ্কর প্রজননের আইন। ইহার ব্যতিক্রম হইলে ফল ভাল হয় না।

পল্লীগ্রামে এবং সাধারণতঃ ভারতের অধিকাংশ স্থলে বর্তমান কালে গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী প্রভৃতিকে একই বংশের সংসর্গে শাবক উৎপাদন করান হয়। ইহাতে বংশধরেরা কোন প্রকারে বাঁচিয়া থাকে কিন্তু সহজেই রোগগ্রস্ত হয়। এই প্রথা অত্যন্ত জঘন্য।

উৎপাদনের জন্য উৎকৃষ্ট ভাল জাতীয় সুস্থ পাখী নির্বাচন করা আবশ্যক, একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। নর লেগহর্ণ মোরগের সহিত দেশীয় মাদী মুরগীর প্রজননের দ্বারা উহাদের ভবিষ্যৎ প্রসূতিদের ডিম্ব প্রদায়িকা শক্তি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কোন আসল উৎকৃষ্ট লেগহর্ণ মোরগ ও দেশী মুরগীর সংমিশ্রণে প্রথম পুরুষেই তাহাদের বাচ্চারা যে সর্বাংশে লেগহর্ণের ন্যায় গুণ সম্পন্ন হইবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, তবে উহারা যে অনেকটা লেগহর্ণের গুণ পাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সর্বদাই নূতন আসল জাতীয় মোরগের সহবাসে উৎপন্ন

মুরগীর ক্রমোৎপাদন দ্বারা উহাদের স্বভাবের দোষগুণ পরিবর্তন করা যাইতে পারে। একই মুরগীর সন্তানদের মধ্যে অর্থাৎ ভাইবোনে অথবা একই বংশের বা ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্কযুক্ত
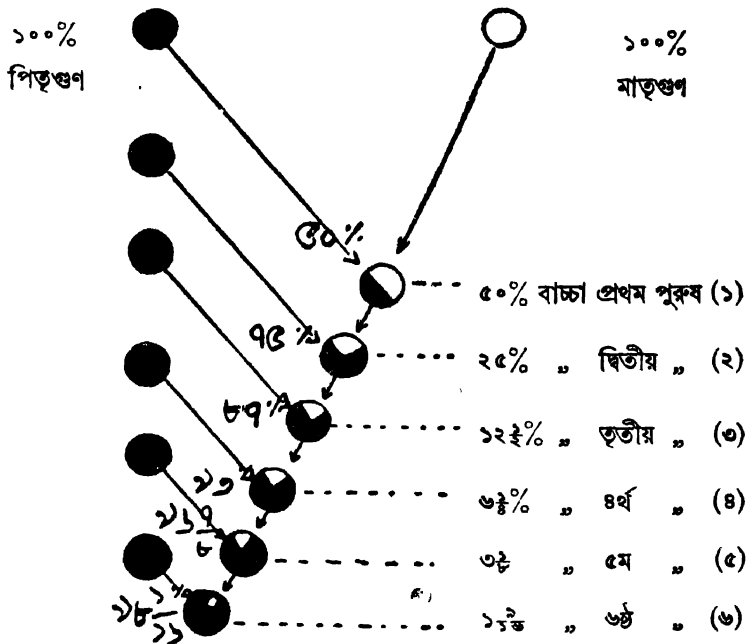
মুরগীর নর ও মাদীর পরস্পরের সংযোগে সন্তান উৎপাদন করা যুক্তিযুক্ত নয়। ইহাতে বর্ণের দিক দিয়া অনেকাংশে

উৎকর্ষ লাভ করিলেও অন্য বিষয়ে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না অর্থাৎ একই বংশগত দোষগুণ তাহাদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকে। সংমিশ্রণ ও পৃথকীকরণের দ্বারা পাখীর বংশগত দোষ দূর করিয়া উহার উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে।

নিকৃষ্ট নর এবং উৎকৃষ্ট মাদীর সংযোগে সন্তান পিতামাতার অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইবে। নিকৃষ্ট নর এবং নিকৃষ্ট মাদীর সংযোগে সন্তান নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়, কখনই উৎকৃষ্ট হইতে পারে না। ক্ষেত্রের অপেক্ষা বীর্যের প্রাধান্য অধিক, এজন্য উৎকৃষ্ট নর এবং নিকৃষ্ট মাদীর সংযোগে সন্তান পিতার ন্যায় উৎকৃষ্ট এবং মাতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে। নিকৃষ্ট মাদী মুরগীকে উপর্যুপরি ছয়বার প্রজনন ও পৃথকীকরণের দ্বারা ক্রমোৎপাদন করাইতে পারিলে শাবক ক্রমে সর্বাংশে খাঁটী ও উৎকৃষ্ট হইয়া যায়।

উত্তম ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট বীজ পতিত হইলে যেমন তাহা সুফলপ্রদ হইয়া থাকে সেইরূপ যে কোন সমজাতীয় উৎকৃষ্ট নর ও মাদীর সংযোগে সন্তান সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। জীব জগতে কখনও কখনও দেখা যায় যে, শাবক পিতামাতার বা পূর্বপুরুষের লক্ষণ ও আকৃতি বা গুণ না পাইয়া এক বিভিন্ন প্রকারের আকৃতি ও গুণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর সেবা, যত্ন, পুষ্টিকর খাদ্য এবং

স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের অভাবে ও জলবায়ুর দোষে গর্ভস্থ সন্তান নিকৃষ্ট ও বিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

যে কোনও দেশী মুরগীর মাদী শাবকগণকে বংশানুক্রমে কোনও উৎকৃষ্ট এক জাতীর নর মোরগের দ্বারা প্রজনন, পৃথকীকরণ ও ক্রমোৎপাদন করাইতে পারিলে ষষ্ঠ পুরুষে শাবকগণ প্রায় সর্বাংশে পিতৃতুল্য উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। ২৯ পৃষ্ঠায় চিত্রটি দেখিলে বিষয়টি বেশ পরিস্ফুট হইবে। ষষ্ঠ পুরুষের শাবকগণ ৯৮ ৭/১৬ পিতৃতুল্য ও মাতৃপক্ষে মাত্র ১ ৯/১৬ অংশ গুণসম্পন্ন হয়।

মুরগীর জন্ম ও ভ্রূণ অবস্থা

যে সমস্ত প্রাণীর ডিম হইতে শাবক জন্মে তাহাদের দ্বিজ বলা হয়। কারণ, ডিম্বাবস্থায় প্রথমে মাতৃগর্ভে আকার গ্রহণ করিতে হয়, পরে ডিম ফুটিলে শাবকাকারে বাহির হয়। মোরগের সঙ্গম ব্যতীতও স্বভাববশে মুরগীর গর্ভে ডিম্ব জন্মে, কিন্তু এই ডিমে বাচ্চা হয় না—ইহা বাওয়া (অনুর্বর) ডিম। মুরগীর জন্মের সঙ্গেই উহাদের গর্ভস্থ ডিম্বকোষে গুচ্ছাকারে অসংখ্য ক্ষুদ্র ডিম্ব সজ্জিত থাকে। পরে উহা যথাসময়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ডিম্বনালী দিয়া বাহির হইয়া আসে। ডিম্বকোষ হইতে বিচ্যুত হইয়া ডিম্বনালীতে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই উহা এক প্রকার আটাল পদার্থের দ্বারা আবৃত হয়।
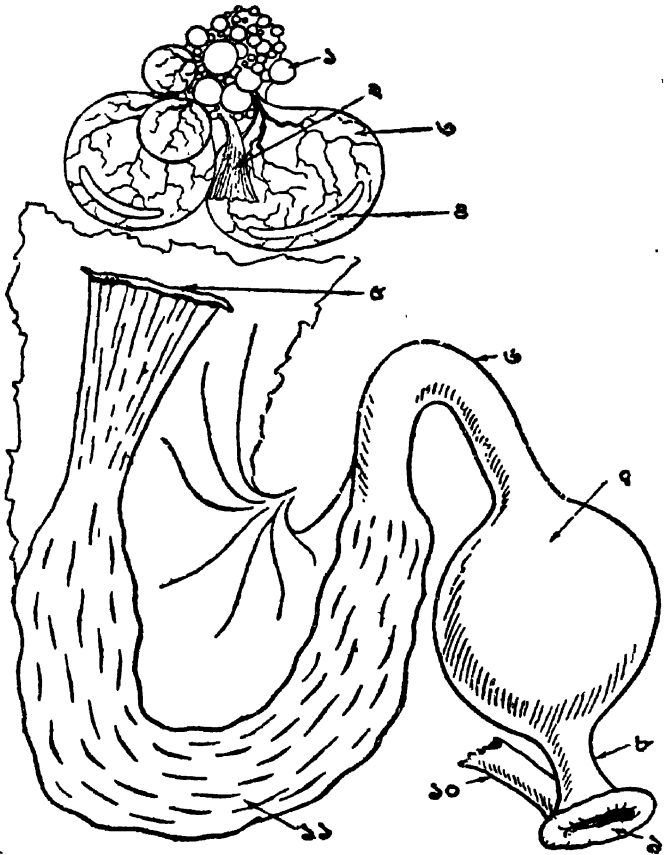
১। ডিম্বকোষ, ক্রম বর্ধমান ডিম্ব।
২। ডিম্বকোষ হইতে ডিম্ব বহির্গমন পথ।
৩। ডিম্বকোষে পরিপুষ্টাকার ডিম্ব।
৪। যে জালবৎ ত্বক ছিঁড়িয়া শাবক বহির্গত হয় সেই স্থান।
৫। ডিম্বনালী।
৬। ডিম্বের জালবৎ পদার্থের সংযোজক স্থান।
৭। ডিম্বের বহিরাবরণ বা খোলা গ্রন্থি।
৮। সঙ্গম পথ ৯। মলদ্বার
১০। গুহ্যদেশ।
১১। ডিম্বের শেষভাগের সম্মিলন স্থান।

ইহাই ডিম্বের শ্বেতভাগ, পরে উহা ডিম্বাধারে আসিয়া চুন জাতীয় পদার্থের দ্বারা আবৃত হইয়া পূর্ণ ডিম্বাকারে বাহির হয়। এখন কি পদার্থের দ্বারা ডিম্বের সৃষ্টি হয় এবং উহা আমাদের কি উপকারে আসে তাহা দেখা দরকার। ডিমের উপরের সাদা অংশ—খোলা, চুন জাতীয় পদার্থ। কার্বনেট অফ্ ম্যাগ্নেসিয়া, কার্বনেট অফ্ লাইম, লাইম ফসফেট প্রভৃতির দ্বারা ডিমের খোলা গঠিত হয়। ইহা আমাদের কোন কাজে আসে না, এই বহিরাবরণ বা সাদা অংশ পুরু হওয়া উচিত। খুব পাতলা হইলে তা দিবার পক্ষে অনুপযোগী বুঝিতে হইবে। খোলা অধিক পাতলা হইলে ডিমের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় এবং ভিতরের জলীয় অংশ শুকাইয়া যায়। ইহাতে শীঘ্র ডিম খারাপ হইয়া যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। মুরগীদের অধিক পাতলা খাদ্য খাইতে দিলে বেশির ভাগই খোলা নরম হয়। কাঁকর এবং শক্ত খাদ্য খাইতে দিলে এই দোষ সারিয়া যায়। ডিমের ভিতরে জল, ধাতবপদার্থ, চর্বি, চিনি, তৈল, এলবুমেন বা সাদা তরল পদার্থ ও ইয়োক বা কুসুম বিদ্যমান আছে। ইহারা শরীর গঠনে বিশেষ উপযোগী। উপরের সাদা খোলা এবং এলবুমেনের মধ্যস্থলে একটি সাদা চামড়ার পর্দা আছে, ইহাতে অক্সিজেন গ্যাস সঞ্চিত থাকে এবং এই গ্যাস হইতে ডিম্বের মধ্যস্থ শাবক জীবনীশক্তি পায়। শুষ্ক বা উষ্ণ বাতাসের সংস্পর্শে আসিয়া এই চামড়া কোনক্রমে শক্ত

হইয়া গেলে বাচ্চা উহা ভেদ করিয়া বাহির হইতে না পারিয়া অনেক সময়ে মরিয়া যায়। সদ্য পাড়া ডিমে কোন বায়ু-প্রকোষ্ঠ থাকে না। উহা হইতে কিছু জলীয়াংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া গিয়া ভিতরে বায়ু প্রবেশ করে, এজন্য ডিম পাড়িবার ৬।৭ দিন পরে ডিমের ওজন পূর্বাপেক্ষা অনেকটা কমিয়া যায়। ইয়োক ও এলবুমেন অর্থাৎ হলদে ও সাদা পদার্থের মধ্যস্থলে যে সাদা পর্দা আছে উহাকে ভাইটেলিন মেমব্রেণ (viteline membrane) বলে, ইহা ছিঁড়িয়া গেলে বাচ্চা জন্মে না। হলদে পদার্থের মাঝখানে ব্লষ্টোডার্ম (Blastoderm) নামক জীবাণু প্রকোষ্ঠ থাকে উহাতে বাচ্চা জন্মিয়া থাকে। তা দিবার সময় উহার মধ্যস্থ জীবাণু উত্তাপ পাইবার জন্য উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে।

শ্বেত অংশ বা এলবুমেন হইতে ভ্রূণস্থ শাবক রক্ত, শিরা, হাড়, মাংস, প্রভৃতি শরীরের গঠনোপযোগী যাবতীয় উপাদান পাইয়া থাকে। ইয়োক বা কুসুম শাবকের খাদ্য। ডিমের শ্বেত অংশ বা এলবুমেনের মধ্যে গড়ে শতকরা ৮৭ ভাগ জলীয় পদার্থ ও ১৩ ভাগ প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকে এবং পীত অংশে বা ইয়োকের মধ্যে গড়ে শতকরা ৫০ ভাগ জলীয় পদার্থ ও ৫০ ভাগ অন্যান্য কঠিন পদার্থ থাকে। মুরগীদের উপযুক্ত খাদ্যের অভাব ঘটিলে ইহাদের ডিম্বের আকৃতি ক্ষুদ্র হয় ও গঠনের বিকৃতি ঘটে এবং ডিমও পুষ্ট হয় না। অনেক ক্ষেত্রে উহা বাড়িতে না পারিয়া দেহের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়।

ডিম্ব সংগ্রহ

ছয় মাস হইতে বারমাস কাল পর্যন্ত ডিম কৃত্রিম উপায়ে অবিকৃত ভাবে রক্ষা করা চলে। চৈত্র হইতে জ্যৈষ্ঠ মাস অর্থাৎ যে সময় ডিম খুব সস্তা সেই সময় উহা সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য রক্ষা (preserve) করিতে হয়। ডিম preserve করিবার পূর্বে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। ডিম আলোর সাহায্যে ভালরূপ পরীক্ষা করা চলে। (দ্বিতীয় অধ্যায়ের ডিম ফুটান ও বাচ্চা তোলা পরিচ্ছেদে অঙ্কিত চিত্রে দ্রষ্টব্য) আলোর নিকট ধরিলে যদি উহার মধ্যে ছায়ার ন্যায় অথবা কাল ছাপ দৃষ্ট হয় তাহা হইলে উহা খারাপ স্থির করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

ডিম প্রত্যহ সংগ্রহ করিতে হয় এবং উহা কোন ঠাণ্ডা (যেখানে সূর্যের কিরণ প্রবেশ করিতে পারে না) অন্ধকার-বিশিষ্ট ঘরে রাখা দরকার। সাধারণতঃ উর্বর ডিম (Fertile) বাচ্চা ফুটাইবার ও খাদ্যের জন্য এবং বাওয়া ডিম (Unfertile) কেবলমাত্র খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ডিমের উপরকার ময়লা মুছিতে পরিষ্কার শুষ্ক কাপড় ব্যবহার করা উচিত, সম্পূর্ণ ভিজা কাপড় দ্বারা মুছিলে ডিম খারাপ হইবার সম্ভাবনা। বড় এবং সুগঠনবিশিষ্ট ডিম, মাঝারী আকারের ডিম এবং ছোট আকারের ডিম বাছিয়া পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। ডিমের খোলা যত মোটা হয় উহার ভিতরের অংশ তত

কম হয়। ডিমের খোলা খুব মোটা হইতে আরম্ভ করিলে মুরগীদের অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে কাঁকর খাইতে দিবার ব্যবস্থা করা দরকার।

স্বাভাবিক ও কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটান

প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক দুই উপায়েই ডিম হইতে বাচ্চা ফোটান যাইতে পারে। স্বাভাবিক বা কৃত্রিম যে কোন উপায়েই বাচ্চা ফোটান হউক না কেন উহার কৃতকার্যতা অনেকটা আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। বসন্তকালই ডিমে তা দিবার উপযুক্ত সময়। পার্বত্য অঞ্চলে শীতকাল ব্যতীত পূর্ববঙ্গের নিম্ন জমিতে বর্ষাকাল ব্যতীত এবং পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ জমিতে গ্রীষ্মকাল ব্যতীত সব সময়েই বাচ্চা ফোটান যাইতে পারে।

এক সপ্তাহ পর্যন্ত পাড়া ডিম হইতে কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চা উৎপাদন করা যাইতে পারে। ডিম ১০।১২ দিনের পাড়া হইলে স্বাভাবিক উপায়ে ফোটাইয়া বাচ্চা তোলার ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত। ইহার অধিক পুরাতন ডিম তায়ে দিলে ভাল ফল পাওয়া যায় না।

যাঁরা অনভিজ্ঞ বা নূতন তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক উপায়ে ডিম ফোটান যুক্তিসঙ্গত। সর্বদা টাট্‌কা, পরিষ্কার ও উর্বর ডিম তায়ের জন্য ব্যবহার করা উচিত। সকল জাতীয় মুরগীর তা দিবার প্রবৃত্তি থাকে না। সাধারণতঃ হালকা জাতীয় মুরগী চঞ্চল, এজন্য উহারা তা দিবার পক্ষে অনুপযোগী। যে সমস্ত

পাখী তা দিবার উপযোগী তাহাদের বুকের সম্মুখস্থ কতকগুলি পালক আপনা হইতে খসিয়া পড়িয়া যায়। ডিম ফুটাইবার জন্য যে উত্তাপের আবশ্যক, ঐ পাখীর গায়ে সেই পরিমাণে উত্তাপ বিদ্যমান থাকে। মুরগীর গায়ের উত্তাপ সাধারণতঃ ১০০° হইতে ১০৫° ডিগ্রী পর্যন্ত থাকে। তায়ে বসিবার সময় মুরগীদের একপ্রকার জ্বর হয় এবং উহাদের গায়ের উত্তাপ বৃদ্ধি প্রাইয়া থাকে। জাতি হিসাবে ও স্বতন্ত্র বিভিন্ন শ্রেণীর পাখীতে এই উত্তাপের তারতম্য হয় বলিয়া কোন কোন মুরগী অন্য মুরগীর চাইতে ভাল ডিম ফোটাইয়া থাকে। ছোট আকারের মুরগী ৫।৬টী ও বড় আকারের মুরগী ১০।১২টী ডিমে তা দিতে পারে। বড় বা ভারী জাতীয় সবল, ধীর ও স্থির মুরগীই তা দিবার পক্ষে উপযোগী। ডিমের সংখ্যা কম হইলে স্বাভাবিক উপায়ে বাচ্চা তোলা বিধেয়। মুরগীর ডিম ফুটিতে ২১।২২ দিন সময় লাগে। তা দিবার সময়ে মুরগী অন্যত্র উঠিয়া যাইতে চাহে না, এজন্য উক্ত স্থানের অনতিদূরে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে পরিষ্কার খাদ্য ও পানীয় জল উহাদের আহারের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। এই সময়ে একমাত্র ভুট্টাই খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভুট্টা অতি পুষ্টিকর এবং উত্তাপ রক্ষক খাদ্য। উহাদের নরম খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নয়। এই সময়ে উহারা ধূলি মাখে, এজন্য কিছু ধূলা ঘরের কোণে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। উহারা স্বেচ্ছায় বাহিরে যাইতে

চাহে না এবং খাইতে না দিলে দিন দিন কৃশ ও ক্ষীণ হইতে থাকে। তা দিবার সময়ে মুরগী স্থান ত্যাগ করিলে বা তা দিতে বাধা ঘটিলে অথবা ডিমে ঠাণ্ডা লাগিলে উহা ফুটিতে বিলম্ব হয়। তায়ে বসিবার প্রথম সপ্তাহে শীতকালে ৮।১০ মিনিট এবং গ্রীষ্মকালে ১৫।২০ মিনিটের জন্য মুরগীকে ডিম ছাড়িয়া বাহিরে বেড়াইতে দেওয়া যাইতে পারে। শীতকালে মুরগী বাহিরে গেলে ডিমের উপর একখণ্ড ফ্লানেলের কাপড় চাপা দিয়া রাখা উত্তম ব্যবস্থা। ডিমে ঠাণ্ডা লাগিলে উক্ত ডিম তৎক্ষণাৎ উষ্ণজলে ডুবাইয়া মুছিয়া লইলে তাহার পূর্ব অবস্থা ফিরিয়া আসে এবং পুনরায় তায়ে দেওয়া যায়। অনবরত একস্থানে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে উহাদের বাতে ধরিবার সম্ভাবনা, সুতরাং অল্প সময়ের জন্য মুরগীকে বাহিরে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যে পাখীকে দিয়া তা দেওয়াইতে হইবে তাহার গায়ে যেন কোনরূপ পোকা না থাকে। গায়ে পোকা থাকিলে পাখী অস্থির হইবে এবং তায়ে বসিতে চাহিবে না। বাজারের সাধারণ ডিম কিনিয়া তা দিবার জন্য নির্বাচিত মুরগীকে ২।১ দিন বসাইয়া উহার তা দিবার প্রবৃত্তি আছে কিনা দেখিতে হইবে।

তা দিবার সময়ে মুরগীদের ঝিমানি আসে, এজন্য এ সময়ে আর উহারা ডিম দেয় না, কিন্তু ইহাদের এই স্বভাব বা সংস্কার নষ্ট করিয়া দিতে পারিলে উহারা পুনরায় ডিম পাড়িতে আরম্ভ

করে। তাহাতে দেখিতে পাই, যে সমস্ত জাতীয় মুরগীরা অধিক ডিম দেয় (যেমন লেগহর্ণ, মাইনর্কা ইত্যাদি) তাহাদের তায়ে বসিবার প্রবৃত্তি নাই। সুতরাং মুরগীর দ্বারা ডিম না ফোটাইয়া ইনকিউবেটারে বাচ্চা ফোটাইয়া উহাদের এই তা দেওয়া হইতে অব্যাহতি দিতে পারা যায়। আজকাল সাধারণতঃ কৃত্রিম উপায়ে ইনকিউবেটারের (Incubator) সাহায্যে ডিম ফোটাইবার রীতি দেখা যায়। ডিম পাড়িবার পর উহাতে তা দেওয়া পক্ষীজাতির এক চিরন্তন সংস্কার। এক সপ্তাহের পর্যন্ত ডিম ইনকিউবেটারে দেওয়া নিরাপদ। অধিক পুরাতন হইলে বাচ্চা ফোটা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকে। মুরগীর শেষদিকের পাড়া ডিমগুলিরই ভাল বাচ্চা ফোটে। সদ্যঃপ্রসূত অর্থাৎ টাটকা ডিমে তা দেওয়াইলে সুফল পাওয়া যায়। এক দিনের ডিম শতকরা ৮০টি ফোটে; এক সপ্তাহের ডিম শতকরা ৪০টি ফোটে; দুই সপ্তাহের ডিম শতকরা ৩৪টি ফোটে। পুলেটের (বাচ্চা মুরগী) ডিম যদিও খুব উর্বর ও তা দেওয়াইলে বাচ্চা বেশী হয় সত্য; কিন্তু তাহাদিগের ডিমের বাচ্চার প্রাণশক্তি হীনবল হওয়ায় লালন-পালন করা সুবিধাজনক নহে। কারণ পুলেটের ডিম সচরাচর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না কিন্তু মুরগীর ডিম সে হিসাবে তায়ে বা ইনকিউবেটারে অনেকটা নির্ভয় ভাবে দেওয়া যায়।

ডিমের আকার:—ডিম অত্যন্ত বড় বা অতি ক্ষুদ্র হইলে তাহাতে তা দেওয়ান উচিত নহে। ক্রমাগত ছোট ডিমে তা

দেওয়াইলে অজাত মুরগীর ডিম ক্রমশঃ ছোট হইয়া যাওয়ায় বাজারে সে ডিমের প্রকৃত মূল্য পাওয়া যায় না। তদ্ভিন্ন ভবিষ্যৎ বংশের বাড় ক্রমশঃ ছোট হইয়া যায়। অন্ততঃ পক্ষে ২ আউন্সের অপেক্ষা কম বা বেশী না নয় এরূপ ডিম তায়ে দেওয়াই ভাল।

অধিক সংখ্যক ডিম ফোটাইতে হইলে ইনকিউবেটারই উপযুক্ত। সাধারণতঃ দুই প্রকারের ইনকিউবেটার বা ডিম ফোটাইবার কল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক প্রকারের তাওয়ান কল বায়ুমণ্ডল হইতে তেলের বাতি, গ্যাস বা বৈদ্যুতিক আলোর সহযোগে উত্তাপ গ্রহণ করে; অন্যটি গরম জল
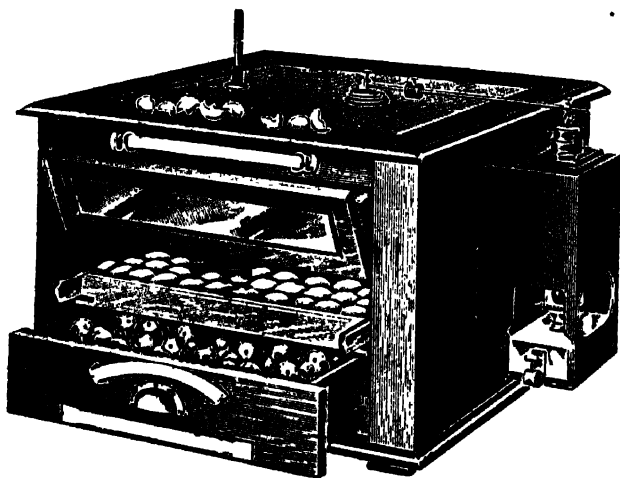
হইতে তাপ গ্রহণ করে। দুইটি তা দেওয়ার কলেই তাপ নির্দেশ

করিবার সরঞ্জাম আছে। ভারতবর্ষে সিলভার হেন (Silver Hen), হিয়ারসন (Hearson), ও গ্লাসেষ্টর (Gloucestor) প্রভৃতি মেকারের এই যন্ত্রই অধিকাংশ ব্যবহৃত হয়।

আর্দ্রতা (Humidity)

ইনকিউবেটারের আকার ও গুণ হিসাবে পঞ্চাশ হইতে হাজার পর্যন্ত ডিম বসান যায়। ইহাতে ডিম ফোটাইতে হইলে নিম্নোক্ত নিয়মগুলি পালন করা উচিত। ইনকিউবেটার পাকা অথবা মাটির ঘরে রাখা যাইতে পারে। টিনের ঘরে রাখিলে উত্তাপের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। ঘরের মধ্যে যাহাতে ৭০° ডিগ্রীর উপরে তাপ না উঠে এবং উপযুক্ত আলো ও বাতাস খেলে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার। ইনকিউবেটারে ডিম রাখিবার সময় তাপমান যন্ত্রের উত্তাপ ১০২°—১০৩° ডিগ্রী রাখা দরকার, দ্বিতীয় সপ্তাহে ১০৪° এবং তৃতীয় সপ্তাহে ১০৫° ডিগ্রী রাখা বাঞ্ছনীয়। ডিমের মধ্যে ভ্রূণ অবস্থায় শাবকেরা আর্দ্র বায়ু হইতে অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করে। গ্রীষ্মের সময় উহার অভাবে অর্থাৎ ভিজাভাব শুকাইয়া যাওয়ায় ডিমের অভ্যন্তরস্থ খোসার নিম্নের শ্বেত আবরণ শক্ত হইয়া পড়ে এবং বাচ্চারা উহা ভেদ করিয়া বাহির হইতে পারে না, এজন্য গ্রীষ্মকালে সময়ে সময়ে ঘরের মধ্যে জল ছিটাইলে বা ঘর জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলে ঘরটি ভিজা ও ঠাণ্ডা থাকে। ইনকিউবেটারে ডিম রাখিবার ঠিক ১৮।২০ দিন পরে গরম জলে ফ্লানেলের কাপড় নিঙড়াইয়া

উহা ডিমের উপর ২০।২৫ মিনিট সময় চাপা দিয়া রাখিলে ভিতরের পর্দাটী নরম থাকে এবং বাচ্চারা সহজে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে। ইনকিউবেটারে যাহাতে ঠিক সমান ভাবে বসে এবং ডিমগুলির সমস্ত অংশে সমান উত্তাপ পায় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ দরকার। এজন্য প্রত্যেক ডিমের উপর কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে ৪।৬ বার উহা সাবধানে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেওয়া দরকার। এরূপ করিলে ডিমের সর্বাঙ্গে সমান উত্তাপ পায় এবং প্রায় সমস্ত ডিমগুলিই ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। অধিক সংখ্যক পরিপুষ্ট বাচ্চা বাহির করিতে হইলে প্রত্যহ উক্ত প্রকারে অন্ততঃ দুইবার ডিম ঘুরাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। প্রথম ১৯ দিন এই কার্যটি অপরিহার্য; কারণ ডিম ঘুরাইয়া ফিরাইয়া না দিলে বাচ্চা ভ্রূণ ডিমের খোলায় আটকাইয়া যায়। ইনকিউবেটারে ডিম বসাইবার সময় সর্বদা চেপ্‌টা দিকটি উপরের দিকে কাতভাবে রাখিবার চেষ্টা করা দরকার। বসাইবার ও ফোটাই-বার সময়ের প্রথম ও শেষ ভাগে ডিম নাড়াচাড়া করা উচিত নয়।

তায়ে বা ইনকিউবেটারে দিবার কালে ডিম পরীক্ষা করা উচিত। ডিম তায়ে বসাইবার ৪।৫ দিন পরে একবার ও ১৫।১৬ দিন পরে আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। ইহাদের মধ্যে কোন ডিম ফাটিয়া অথবা পচিয়া গেলে তাহা তৎক্ষণাৎ

সরাইয়া ফেলা দরকার। ৪।৫ দিন তায়ে দিবার পরে ডিম উল্টাইয়া আলোতে ধরিলে দেখা যাইবে যে, উহার মধ্যে মটরাকারের ক্ষুদ্র একটি কাল দাগ আছে ও উহার চারিপাশ হইতে মাকড়সার পায়ের ন্যায় লাইন গিয়াছে। যে ডিমে ইহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ এইরূপ লাইন দেখা যাইবে না, তাহাতে শাবকের জীবাণু নষ্ট হইয়াছে জানিতে হইবে। এইরূপের ডিম, তা দিবার স্থান হইতে সরাইয়া ফেলা দরকার। খাওয়ার জন্য ইহা ব্যবহার করা চলে। ১৫।১৬ দিন পরে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, ডিমের ভিতরের অংশ জমিয়া গিয়াছে। যদি উহা খণ্ড খণ্ড দেখা যায় তাহা হইলে ভিতরের অংশ পচিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে।

ঠাণ্ডা করা (Cooling)

ইনকিউবেটার আবিষ্কার হওয়া অবধি উপদেশ দেওয়া হয় যে, ইহাতে দেওয়া ডিমগুলি ঠাণ্ডা করার প্রয়োজন হয়। কারণ দেখান হয় যে, মুরগীরা তা দিতে দিতে উঠিয়া কিছুক্ষণ বাহিরে যায়। ইহা উহাদের স্বভাবসিদ্ধ কাজ ও এই প্রক্রিয়ার ব্যতিক্রম হইলে স্বভাব বা প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেন যে ডিম তায়ে দেওয়ার প্রথমদিকে ঠাণ্ডা করা ও শেষদিকে ৩।৪ দিন প্রায় সর্বক্ষণ তায়ে রাখা দরকার সে কথার কোন পরীক্ষক, পারদর্শী লোক বা বৈজ্ঞানিকই বিজ্ঞান-সিদ্ধ ব্যাখ্যা করেন নাই বা কারণ ও প্রমাণ দেখান নাই।

কিন্তু সম্প্রতি বহু পরীক্ষার দ্বারা তাঁহারা জানিয়াছেন যে, এ প্রক্রিয়া অত্যন্ত নিন্দনীয় বরং বলেন যে ঠাণ্ডা না করিয়া সর্বক্ষণ তায়ে রাখিলে ডিম সংখ্যায় ফোটে বেশী, বাচ্চাদের মৃত্যুসংখ্যা কমিয়া যায় ও পালন করা সহজসাধ্য হয়।

ডিমের বর্ধমান ভ্রূণকে হঠাৎ ১০৩° হইতে ১০-১৫ মিনিটের জন্য ঠাণ্ডা করিয়া ৬০° ডিগ্রীতে বা আরও নিম্নে নামাইয়া আনিলে ভ্রূণের কি উপকার হয়, তাহারও কোন ব্যাখ্যা কেহ করেন নাই। কিন্তু যদি বলা যায় যে ডিমকে বাতাস খাওয়ান প্রয়োজন, তাহা হইলে কতকটা সমর্থন পাওয়া যায় ও ইহা একটি প্রকৃত কারণ বলিয়া গণ্য করা চলে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে। দেখা গিয়াছে যে মুরগী তায়ে বসিলে তাহার নীচে যে পরিমাণ কার্বন-ডাইঅক্সাইড্ জমা হয়, ইনকিউবেটারে তার চেয়ে অনেক কম কার্বন-ডাইঅক্সাইড্ জমে। এই সমস্যার সমাধান হচ্ছে ইনকিউবেটার ঘরে ও ইনকিউবেটারের মধ্যে প্রকৃতভাবে যথেষ্ট পরিমাণে বায়ুর চলাচল। এই বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকিলে বাচ্চাগুলি দুর্বল হয় ও গায়ে এক প্রকার পিচ্ছিল প্রলেপবৎ পদার্থ লাগিয়া থাকে, ফলে বাচ্চা মরে বেশী। এই বাতাস খাওয়াইয়া ঠাণ্ডা করা ব্যাপারটি সাধারণতঃ নির্ভর করে কর্মীর বহুদর্শিতা ও সাধারণ জ্ঞানের উপর। কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়ার উপরই ইনকিউবেটার যন্ত্রে ডিম ফুটান ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নির্ভর করে।
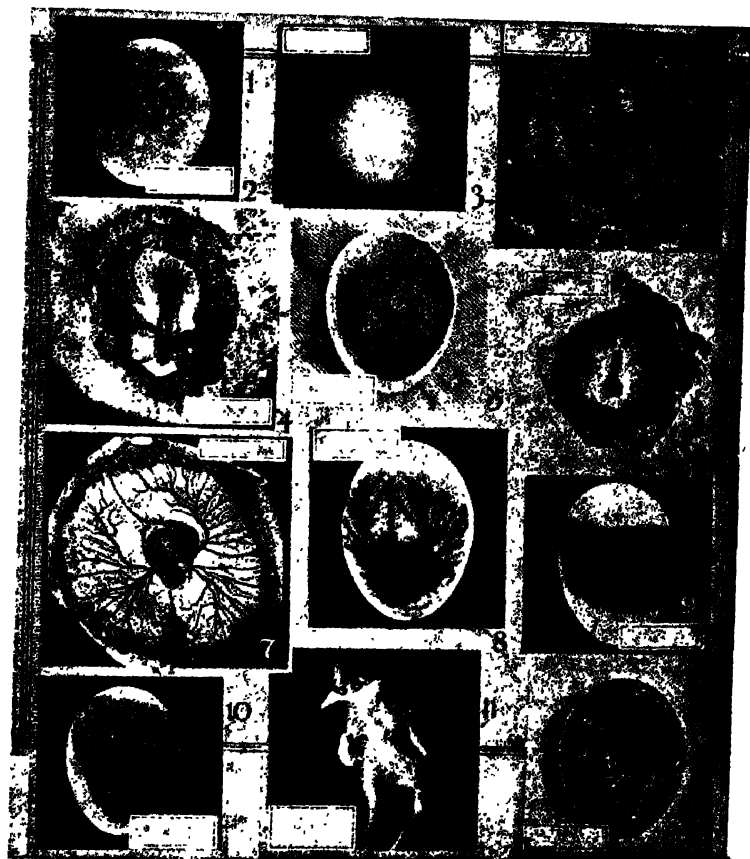
ডিম্ব মধ্যস্থ শাবকের বিভিন্ন অবস্থা

ইনকিউবেটারে রাখিবার পর প্রথম হইতে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার সময় পর্যন্ত ডিমের আভ্যন্তরীণ অবস্থা

(৪৫ পৃষ্ঠায় চিত্র দ্রষ্টব্য)

১। সদ্যঃপ্রসূত ডিম্বের আভ্যন্তরীণ অবস্থা।

২। ২৪ ঘণ্টা ইনকিউবেটারে রাখিবার পর ডিম্বের মধ্যস্থ জীবাণুর দৃশ্য।

৩। ২৪ ঘণ্টা ইনকিউবেটারে রাখার পরবর্তীকালে ভ্রূণের অবস্থা।

৪। ৩৬ ঘণ্টা ইনকিউবেটারে রাখিবার পর ভ্রূণের অবস্থা।

৫। ৪৮ ঘণ্টা বা ২ দিন ইনকিউবেটারে রাখিবার পর ভ্রূণের অবস্থা।

৬। ৩ দিন ইনকিউবেটারে রাখিবার পর ভ্রূণের অবস্থা।

৭। চতুর্থ দিনে ইনকিউবেটারে অবস্থানকালে ভ্রূণের অবস্থা।

৮। ষষ্ঠ দিবসে ইনকিউবেটারে অবস্থানকালে ভ্রূণে রক্ত সঞ্চার।

৯। উর্বর ডিম্বের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য; ১৪ দিনের পর।

১০। অনুর্বর ডিমের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য; ১৪ দিনের পর।

১১। সদ্যঃনির্গত শাবক।

১২। ডিম্বমধ্যস্থ স্ফুটনোন্মুখ শাবক।

সেজন্য যদি কোন কারণে যন্ত্রের মধ্যে উত্তাপ অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়ে তাহা হইলে কিছুক্ষণের জন্য ঠাণ্ডা করা চলে।

সাধারণতঃ উনিশ দিনে জীবাণুর ঠোঁট, পাতলা পর্দা ভেদ করিয়া বায়ুর ঘরে (air chamber) প্রবেশ করে, ২০ দিনে ডিম্বস্থ শ্বেত অংশ শাবকের অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ২২ দিনে গঠন সম্পূর্ণ হইয়া ডিম ফুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করে। ডিমের খোলার নীচের পাতলা পর্দা শক্ত হইয়া গেলে অথবা দুর্বল শাবক জন্মিলে উহা ভেদ করিয়া বাহির হইতে পারে না।

পর্দাটীকে নরম রাখিতে হইলে কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ শাবকের মাথা ডিমের চ্যাপ্টা•দিকে থাকে কিন্তু সময়ে সময়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম
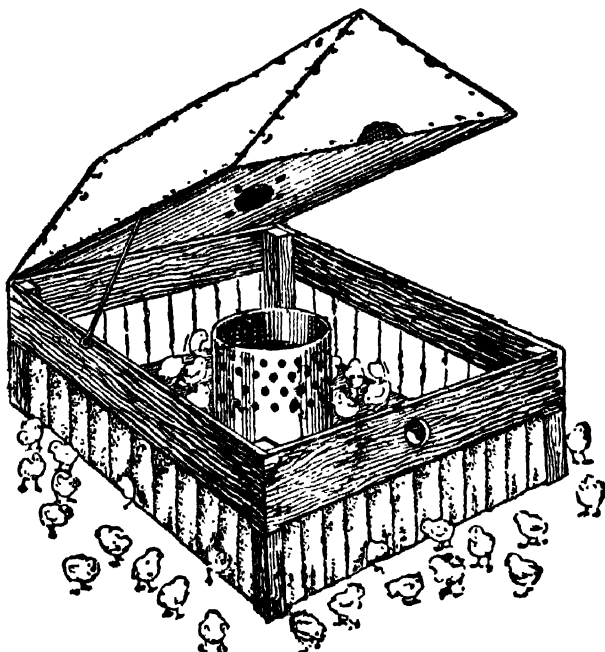
ঘটিতে দেখা যায়। যদি বাচ্চা ডিম ফুটিয়া বাহির হইতে কষ্ট পাইতেছে বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে ডিমের চ্যাপ্টা দিক আস্তে আস্তে অতি সন্তর্পণে কাটিয়া দিতে হয়, কিন্তু সাবধান যেন শাবকের কোনরূপ আঘাত না লাগে।

বাচ্চা ফুটানর পরই প্রত্যেকবার ইনকিউবেটারের ভিতর ও বাহির ফিনাইল দিয়া ধুইয়া মুছিয়া দেওয়া দরকার। ইহাতে সহসা কোন সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না। স্বাভাবিক উপায়ে অথবা যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন উপায়েই শাবক উৎপন্ন করা যাউক না কেন, শৈশবাবস্থায় ইহাদের নিয়মিতভাবে আহার ও লালন-পালনে উদাসীন থাকিলে এবং উপযুক্ত যত্ন না লইলে ইহাদের শারীরিক পুষ্টি ও গঠনের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে এবং নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। এজন্য পূর্ব হইতেই সুশৃঙ্খলভাবে লালন-পালনের ব্যবস্থা করা দরকার। বাচ্চাদের যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে এবং ভিজা স্যাঁতসেঁতে স্থানে না রাখা হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা কর্তব্য। বিভিন্ন বয়সের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় শাবক একসঙ্গে না রাখিয়া স্বতন্ত্রভাবে রাখিয়া পালন-করা শ্রেয়ঃ। বাচ্চা অবস্থায় কাক, চিল বা অন্যান্য পক্ষী এবং ইন্দুর ও সাপ প্রভৃতি অনায়াসে ইহাদের প্রাণসংহার করিতে পারে। এজন্য বাচ্চার বয়স অনুযায়ী ক্ষুদ্র খোপবিশিষ্ট তারের খাঁচার মধ্যে ছাড়িয়া দিতে হয়। বাচ্চারা ফুটিয়া বাহির হইলে পর উহাদিগকে অল্প গরমে রাখিতে হয়। প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা উহাদের বাহিরের হাওয়া লাগাইবে না। ইনকিউবেটারের উপরের ডালা একটু ফাঁক করিয়া তথায় রাখিবে ও ঐ সময়ে কিছু খাদ্য দিবে না। কৃত্রিম উপায়ে গরমে রাখিবার জন্য সাধারণতঃ Brooder ব্যবহৃত হয়।

Brooder এক প্রকার উত্তাপরক্ষক যন্ত্র বিশেষ (৪৭ পৃষ্ঠার চিত্রে দ্রষ্টব্য)। একটী পিঞ্জরাকার খাঁচায় টুকরা টুকরা ফ্ল্যানেল ঝুলান রহিয়াছে এবং অভ্যন্তরে একটি চোঙ্গার মধ্যে Lamp জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বাচ্চারা অগ্নিতে যাহাতে পুড়িয়া না যায় ও উহাদের কোন অসুবিধা না হয়, উহার মধ্যে সে ব্যবস্থাও রহিয়াছে। খাঁচার মধ্যে বাচ্চারা চলাফেরা করিবার সময় উক্ত ফ্লানেলের এই টুকরাগুলি উহাদের গায়ে লাগে এবং এই ভাবে উহার দ্বারা উত্তাপ রক্ষিত হয়। ফ্ল্যানেল না দিয়াও উহাতে উত্তাপ রক্ষিত হইতে পারে। সুরক্ষিত ছায়াযুক্ত স্থানে ধাত্রী মাতার (foster mother) সহিত উহাদের ছাড়িয়া দিতে পারা যায়।

মুরগীর বাচ্চারা ডিম ফুটিয়া বাহির হইবার পর কিছু বড় না হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগকে গরমে ও আরামে রাখিতে হয় এবং সমতাযুক্ত খাদ্য প্রদান করিতে হয়। সাধারণতঃ অন্যান্য ঋতুর অপেক্ষা শীত ঋতুতে শাবকগুলি একটু তাড়াতাড়ি পুষ্ট হইয়া উঠে।

স্বাভাবিক ভাবে অর্থাৎ মুরগীর তায়ে যদি ডিম ফোটান হয় তাহা হইলে মুরগী নিজেই তাহার বাচ্চাগুলিকে সাবধানে রক্ষণাবেক্ষণ করে ও নিজের পাখা চাপা দিয়া উত্তাপে রাখে। ছোট-খাট পোল্ট্রীতে এবং পল্লীগ্রামে এই স্বাভাবিক প্রথায় রাখা খুবই ভাল, ইহাতে খরচ কম হয়। কিন্তু খুব অধিক

সংখ্যক বাচ্চা পালন করিতে হইলে অধিক সংখ্যক ধাত্রীমাতার প্রয়োজন হয় ও সেটী সম্ভবপর হয় না বলিয়া কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করা হয়। সাধারণ ছোট পোল্ট্রীর এবং গ্রাম্য গৃহস্থগণের পক্ষে দেশী মুরগীর দ্বারা ডিমে তা দেওয়ান ও লালন-পালন করা ভাল। কারণ দেশী মুরগীর আকার ছোট ও তাহারা স্বভাববশেই খুব ভাল ধাত্রী মাতা হইয়া থাকে। অধিকন্তু উহাদের আকার ছোট হওয়ায় উহাদের পায়ের চাপে অথবা গায়ের চাপে বাচ্চা মুরগী জখম হয় না। এই প্রকার দেশী মুরগী এক সঙ্গে ১৫-২০টি বাচ্চা লালন-পালন করিতে পারে। কিন্তু একটি দেশী মুরগী বৈদেশিক মুরগীর বড় ডিম এক সঙ্গে ৮-৯টির বেশী তা দিয়া ফুটাইতে পারে না। সেজন্য ২-৩টি মুরগীতে যে বাচ্চা ফুটাইয়া থাকে তাহা একটির কাছে গচ্ছিত করিয়া দিতে হয়। কিন্তু উহারা স্বভাববশে অন্য মুরগীর ফোটান বাচ্চাদের সহজে কাছে আসিতে দেয় না। সেজন্য সন্ধ্যার সময় যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, সেই সময় অন্য মুরগীর বাচ্চাগুলি আনিয়া উহার পেটের নীচে রাখিয়া দিতে হয়। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া মাতামুরগী আর তাহাকে অপরের বাচ্চা বলিয়া চিনিতে পারে না ও সকলকেই সমান আদর যত্ন করিয়া থাকে। অবশ্য এই প্রকারে বাচ্চা মিশাইতে হইলে সমস্ত বাচ্চাগুলি একই বয়সের হওয়া চাই। আমাদের পোল্ট্রী বিভাগে কোনও দুর্ঘটনায় একটি মুরগী আহত হইয়া মারা যায়। সে সময়ে

তাহার ২ সপ্তাহ বয়সের ১০-১২টি বাচ্চা ছিল। শীতকালে বাচ্চাগুলিকে গরমে রাখার বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় ঐ প্রকার বয়সের আর একটি ঝাঁকের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু পূর্বে বলা হইয়াছে মাতা বা ধাড়ী মুরগী অন্য বাচ্চাকে কাছে আসিতে দেয় না ; ধাড়ী ও তাহার বাচ্চাগুলিকে একটি খাঁচাঘরে পুরিয়া ১৫-২০ মিনিট ধরিয়া ধীরে ধীরে তাড়া করিয়া ঘরময় দৌড়ঝাঁপ করান হইল। এই প্রকার অবস্থায় পড়িয়া ধাড়ীটির মাথা গোলমাল হইয়া গেল তখন সে নিজের ও পরের বাচ্চার পার্থক্য ভুলিয়া সকলগুলিকেই আপন করিয়া লইল। সময়ে সময়ে প্রয়োজন হইলে এইরূপ নানাপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করিয়া কার্য করিতে না পারিলে পোল্ট্রী-পালন সহজসাধ্য হয় না। এই ত গেল স্বাভাবিক প্রথা। ইনকিউবেটারে ডিম ফুটাইয়াও আমরা সময়ে সময়ে দেশী মুরগীর দ্বারা লালন-পালন করাইয়া থাকি। কিন্তু যে সময়ে ১৫০০-২০০০ বাচ্চা ফোটান হয় সে সময়ে কৃত্রিম Brooder ছাড়া আর উপায় থাকে না। ব্রুডারের অর্থ মুরগীর সাহায্য না লইয়া কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চাগুলিকে গরমে রাখিয়া লালন-পালনের কল বা তাপসেকের কল। ইহাতে বিশেষ অভিজ্ঞতার ও কর্মকুশলতার প্রয়োজন। Commercial উদ্দেশ্যে এই প্রকার কৃত্রিমতা ছাড়া কাজের সুবিধা হয় না ও সস্তাও হয় না। কারণ মরসুমের সময় ডিম ফুটাইয়া বাচ্চা লালন-

পালন করিতে একজোটে ধাড়ী মুরগী খুব বেশী পাওয়া যায় না। আর পাওয়া গেলেও, সব সময়ে নীরোগ ও কীটাদিশূন্য ভাল মুরগী পাওয়া যায় না। সেজন্য মুরগীর সাহায্য না লইয়া কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চাদের লালন-পালন করিলে ও গরমে রাখিলে সাধারণতঃ বাচ্চাগুলি স্বাস্থ্যসম্পন্ন, সবল ও নীরোগ হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানসম্মত ভাল Brooder ঘর বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রকারের ঘর এরূপ Planএ প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহাতে প্রয়োজনের মত বিশুদ্ধ বাতাস থাকে, অতিশয় গরম বা একেবারে শুষ্ক বা একেবারে স্যাঁতসেঁতে না হয়। ঘরের আকার অবশ্য প্রয়োজন বুঝিয়া করিতে হইবে। বাচ্চা অল্প-সংখ্যক হইলে ঘর ছোট হইবে ও অধিক সংখ্যক হইলে বড় ঘর হইবে। কিন্তু একসঙ্গে ১০০০-১৫০০ বাচ্চা রাখা খারাপ, কারণ বাচ্চাগুলি একসঙ্গে থাকিলে কোনও পীড়ায় আক্রান্ত হইলে সমস্ত ঝাঁক আক্রান্ত হইতে পারে। তা ছাড়া একসঙ্গে অধিক বাচ্চা থাকিলে তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে না। সেজন্য লম্বা ঘরকে ছোট ছোট কুঠরীতে ভাগ করিয়া লওয়াই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। এক একটি কুঠরীতে ৫০—১০০ পর্যন্ত বাচ্চা রাখিলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়।

যাহাতে গাদাগাদি না হয় সেজন্য প্রত্যেক ১০০ বাচ্চার জন্য ৭৫ ঘনফুট পরিমাণ অর্থাৎ প্রত্যেক বাচ্চার জন্য ৩/৪ ঘনফুট স্থান প্রয়োজন।

ব্রুডারের উদ্দেশ্য কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চাগুলিকে গরমে রাখা। এইজন্য ব্রুডারকে ধাত্রীমাতাও বলা হয়। সেজন্য উত্তম ব্রুডারও বাচ্চা পালনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। কারণ সমতাযুক্ত উত্তাপ না পাইলে বাচ্চাগুলি সমানে বাড়ে না ও অনেক বাচ্চা ঠাণ্ডা লাগিয়া অসুস্থ হইয়া মরিয়া যায়।

কয়েক প্রকারের ব্রুডার আছে। অল্পসংখ্যক বাচ্চা হইলে কৃত্রিম উত্তাপ না দিয়া ঠাণ্ডা ব্রুডার দ্বারাও খুবই ভাল ফল পাওয়া যায়। এজন্য ১৫ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত কয়েকটি ঝুড়ি প্রস্তুত করাইয়া সেগুলি সর্বাঙ্গ বেশ নরম খড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দিতে হয় ও ছোট একটি গর্তের আকারের করিয়া দরজা রাখিতে হয়। বাচ্চাগুলি তাহার মধ্যে ঢুকিলে তাহাদের দেহের গরমেই ঝুড়িটি বেশ গরম হইয়া থাকে। বাচ্চাগুলি উহার মধ্যে স্বচ্ছন্দে প্রয়োজনের মত আনাগোনা করিতে পারে। প্রথম কয়েক দিন বাচ্চাগুলির প্রতি বিশেষ নজর রাখিয়া লালন-পালন করিতে হয় এবং ঝুড়ির খুব কাছাকাছি আটকাইয়া রাখিতে হয়। কারণ উহারা অভ্যস্ত না হইলে ঝুড়ির মধ্যে না ঢুকিয়া ঘরের কোণে-কোণে জমা হইতে থাকে ; এ অবস্থায় থাকিলে ঠাণ্ডা লাগে ও অসুস্থ হয়। প্রথম প্রথম কয়েক দিন যত্ন করিলে ও রাত্রিতে ঝুড়ির মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিলে খুবই ভাল হয়। একটু বড় হইলে অর্থাৎ সপ্তাহ পার হইলে তাহারা আপনাআপনি ঐ ঝুড়ির মধ্যে বাসা বাঁধে।

উক্ত ঝুড়ির মধ্যে সাধারণতঃ ৩০টি বাচ্চার স্থান সঙ্কুলান হয়। ইহার অপেক্ষা বেশী বাচ্চা হইলে বিভিন্ন ধরণের ব্রুডার ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যে যেমন হেরিকেন ব্রুডার।

উত্তাপ ঃ—ব্রুডারের উত্তাপ সর্ব সময়েই এরূপ হওয়া দরকার যাহাতে বাচ্চাগুলি খুবই আরামে থাকিতে পারে। প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে থার্মোমিটারের দ্বারা ঠিক করিয়া প্রয়োজন মত উত্তাপ রক্ষা করিয়া চলা কর্তব্য।

কিন্তু কার্য করিতে করিতে ও শিখিতে শিখিতে অবশেষে পালক বা রক্ষক নিজ অভিজ্ঞতা হইতেই বাচ্চাগুলির হাবভাব ও আকার ইঙ্গিত লক্ষ্য করিলে ব্রুডারে উত্তাপ কম হইতেছে কি বেশী হইতেছে বুঝিতে সক্ষম হইবেন। উত্তাপ কমিয়া গেলে বাচ্চাগুলি আলোর দিকে গরমে গিয়া গাদাগাদি করিতে থাকে ও চঞ্চল হয়। আর উত্তাপ বেশী হইলেই আলোর নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায় ও একটী পাখনা ফুলাইয়া তুলে। আর উত্তাপ সমতাযুক্ত হইলে বাচ্চাগুলি গাদাগাদি না করিয়া ব্রুডারের মধ্যে সকল স্থানে বেশ ফাঁক ফাঁক হইয়া আরামে বসিয়া থাকে। নূতন বাচ্চাগুলির জন্য ইনকিউবেটারের উত্তাপ মেজে হইতে ২ ইঞ্চি উপরে ১০০° ফাঃ হাইট থাকিবে ; প্রত্যেক সপ্তাহে ব্রুডারের উত্তাপ ৫° করিয়া কমাইয়া দিতে হইবে এবং যত সত্বর হয় যাহাতে বাচ্চাগুলি উত্তাপপ্রিয়তা কাটাইয়া উঠিতে পারে তাহার চেষ্টা করা উচিত। কারণ বেশী দিন

ধরিয়া উত্তাপে থাকিলে বাচ্চাদের জীবনীশক্তি কমিয়া যায় ও বর্ধনে বাধা জন্মায়।

ব্রুডার-ঘরের উত্তাপও ব্রুডারের মধ্যের উত্তাপের মতই প্রয়োজনীয়। নাতিশীতোষ্ণ ঘরই সর্বাপেক্ষা উত্তম। ঘর খুব গরম হইলে বাচ্চাদের পালক ভাল উঠে না ও তাহাদের বর্ধনশক্তি কমিয়া যায়।

বাচ্চাগুলি ব্রুডারের বাইরে যাইবার জন্য আনাগোনা ও দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিলেই তাহাদের এই চেষ্টার ৩।৪ দিনের পর যদি তাহাদিগকে ইহার সুযোগ দেওয়া যায় ও তাহারা উহা হইতে বাহিরে আসিয়া সারা ব্রুডারের ঘরময় এইরূপ করে তাহা হইলে তাহারা আর মরে না। ব্রুডার রাখিবার ঘরের সারা মেঝেতে শুষ্কবালি বা ভুসি—১″—২″ পুরু করিয়া ছড়াইয়া রাখিলে ঘর শুষ্ক ও পরিষ্কার থাকে। ঐ সমস্ত বালু বা ভুসি নোংরা ও ভিজিয়া গেলেই পরিবর্তন করিতে হইবে।

বাচ্চা নির্বাচন

ঝাঁকের পাখীদের মধ্যে অযোগ্য, রুগ্ন, অপছন্দ পাখী খুঁজিয়া বাহির করিয়া ঝাঁক হইতে বাদ দেওয়া। ঝাঁকের সর্বোৎকৃষ্ট পাখীদের মধ্য হইতে সর্বোৎকৃষ্ট ডিমদাত্রী বা অন্য কোন কাজের উপযোগী পাখী খুঁজিয়া পৃথক করা। প্রত্যেক পালকেরই এই বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকিলেও কতকটা জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। পক্ষী নির্বাচনে বংশাবলীর আইন-কানুনের সম্যক

জ্ঞান না থাকিলে পক্ষী নির্বাচন করিয়া ভাল সঙ্কর জাতির উৎপাদন করা কখনই সম্ভবপর হয় না। অন্যদিকে পক্ষী ভালমন্দ বাছাই করিতে না জানিলে অতি সত্বরেই ঝাঁক নষ্ট হইয়া পালকের সমূহ ক্ষতির কারণ হয়। হাতে-কলমে করা ও চোখে দেখার মধ্যেও ভুলভ্রান্তি থাকেই কিন্তু বংশাবলীর অপরিবর্তনশীলতার আইন-কানুন জানার সহিত চোখে দেখা ও হাতে-কলমে করার অনুভব শক্তি যাহার আছে তাহাকে উপযুক্ত ও অভিজ্ঞপালক বলা চলে।

ডিমের কি কোন লক্ষণ (Type) আছে? আমরা কি হাতগড়া কোন আইন করিতে পারি? আমরা কি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে উত্তম ডিমদাত্রীর পৃষ্ঠদেশ দীর্ঘ এবং তলপেট হ্রস্ব? একটু চিন্তা করিলে আমরা নিরুত্তর হইয়া যাইব। কারণ, দেখা গিয়াছে ভাল ডিমদাত্রীর ডিমের সহিত কম ডিমদাত্রীর ডিমের কোন পার্থক্য না থাকিলেও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। আর এই বিশেষত্বগুলি কয়েকপুরুষ ধরিয়া ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে। বিশেষত্বগুলি নিম্নে যথাক্রমে সবিস্তারে বর্ণিত হইল।

আকার (Size)—পাখীর কাঠাম বা কঙ্কালের উপর তাহার আকার বা আয়তন ছোট ও বড় হয়। দেখা যায় যে অধিক ডিমদাত্রী পাখী মাত্রেই স্বভাবতঃ অতি অল্প বয়সে (৫।৬ মাস বয়সে) ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। সেইজন্যই

উহাদের অবয়বও বড় কঙ্কালগঠিত হইয়া উঠিতে পারে না। কারণ কঙ্কালগঠনে চুনের প্রয়োজন, ডিমের জন্যও চুনের আবশ্যক। এই হেতু অল্প বয়স হইতে অতিরিক্ত ডিম পাড়ায় ও অধিক মাত্রায় চুন অপসারিত হওয়ায় কঙ্কাল আর বড় হয় না। কাজেই আমরা অধিক ডিম্ব প্রদানকারী বড় পাখী প্রায়ই দেখিতে পাই না। তৎপরিবর্তে তন্বীসুন্দরবস্তির আকারের বা কাঠামোর ছোট পাখীই দেখিতে পাই।

উদ্গত চক্ষু—কৃশমুখমণ্ডল, শক্ত ও ঘন পালক, ফাঁপা জঙ্ঘাস্থি, ভাল ডিমদাত্রী পাখীর লক্ষণ। অতিরিক্ত চর্বি ব্যয় হওয়ায় এই সমস্ত বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায়। শতকরা ৬৪% ভাগ চর্বি ডিমের কুসুম প্রস্তুতে ব্যয় হয়। সেজন্য যে সমস্ত পাখী অতিরিক্ত ডিম দেয় তাহাদের শরীরে অধিক চর্বি জমিতে পারে না। কেবলমাত্র যে সময় তাহারা অধিক ডিম পাড়ে না সেই সময়ে চর্মের নিম্নে সামান্য এক পর্দা চর্বি জন্মিতে পায়। ভারী পাখীর বড় ও পূর্ণ ঘন চঞ্চু দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু হালকা জাতীয়ের মুখ প্রায়ই কৃশ হয়। হালকা পাখীর চর্বি জমা হইতে না পারায় পালক ঘন ও শক্ত হয়। ভারী জাতীয়ের জঙ্ঘাতে চর্বি জমিতে পারায় গোল ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় কিন্তু হালকা জাতীয়ের তাহা হয় না। তবে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত, ভারী হইলেই যে তাহারা ডিম দেয় না তাহা নহে, ভারী হইলেও ডিম দিতে তাহাদের বাধা নাই।

ফুল, লতি এবং গলার কম্বল—ভাল ডিমদাত্রীর এগুলি বেশ ভাল ভাবেই বাড়িয়া থাকে। পাখীদের এগুলির গঠন বেশ সরল ও নরম হওয়া ভাল, কোঁচকান ভাল নয়।

ঠোঁট—হ্রস্ব ও বলশালী হয়। কারণ ছোটবেলা হইতে ভাল ডিমদাত্রী অত্যন্ত বেশী খাদ্য খুঁটিয়া খায়।

মাথা—পূর্বোক্ত নানা প্রসঙ্গের অপেক্ষা মাথা দেখিয়া আরও সঠিকভাবে অধিক ডিমদাত্রীকে চেনা যায়। অধিক ডিমদাত্রীর মাথা বেশ পরিষ্কার (refined)। মাথার লক্ষণ তিনটি—খুলি মাঝারি রকমের সরু, চক্ষুর উপর হইতে মোটা হইবে না, বেশ প্রশস্ত ভাবে মাথার উপর হইতে চক্ষুর ভ্রু অবধি নামিয়া আসিলে জানা যায় তাহারা খুব ভাল ডিম-দাত্রী। মুখমণ্ডল কৃশ, হ্রস্ব ও বলিষ্ঠ ; লতি ও ফুল, প্রভৃতি বেশ পরিপুষ্ট ও সুন্দর ; চক্ষু উজ্জ্বল ও সমুন্নত। এই সমস্ত চিহ্নগুলি উৎকৃষ্ট ডিমদাত্রী পক্ষীর লক্ষণ। কোঠরগত চক্ষু পক্ষীর রুগ্নতার পরিচায়ক।

পরিসর (Capacity)—মুরগীর তলপেটের পরিসর মাপিয়া কত আহার করে ও তাহার হজম শক্তি কত তাহা দেখিয়া মুরগীর শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ করিতে হয়। তলপেটের পরিসরের উপর মুরগীর কম বা বেশী ডিম পাড়া নির্ভর করে। চার আঙ্গুল পরিসরের পাখী অনেক সময়ে পাঁচ আঙ্গুল পরিসরের অপেক্ষা বেশী ডিম পাড়িতে দেখা যায়। সে ক্ষেত্রে পাঁচ

আঙ্গুলের অপেক্ষা চারআঙ্গুল তলপেটের পাখীর মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা অধিক। মুরগী যখন ডিম পাড়িবার অবস্থায় থাকে তখন সে অত্যন্ত অধিক আহার করে। সেজন্য অন্য সময়ের অপেক্ষা তাহার তলপেট এই সময়ে দ্বিগুণ বড় হয়। এইরূপ বড় হইবার কারণ পাকস্থলীর বেষ্টনীর সম্প্রসারণ। এই সময়ে ইহার ডিমকোষ খুব বড় হয়। বস্তির হাড় বা কাঁটাদ্বয়ও বেশ প্রসারিত হয়। ডিম পাড়া বন্ধ হইলেই ক্রমশঃ বস্তির ও তলপেটের কাঁটাগুলি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। এইরূপে পরিসর দেখিয়া পক্ষীর গুণাগুণ অনেক সময় নির্ভুলভাবে ধরা যায়। 'জাতি হিসাবে তিন হইতে পাঁচ আঙ্গুল পরিসর তলপেট-বিশিষ্ট পক্ষীই সর্বাপেক্ষা উত্তম ডিমদাত্রী হইয়া থাকে।

ডিম ও বাচ্চা পাঠাইবার ব্যবস্থা

বাচ্চা ফোটাইবার জন্য ডিম (Fertile Eggs)—দূরদেশে পাঠাইতে হইলে একটী খোপবিশিষ্ট কার্ডবোর্ড বাক্সে কাঠের গুঁড়া দিয়া প্রত্যেক খোপে একটি করিয়া ডিম ভর্তি করিয়া উহার উপর আর একটি করুগেটেড কার্ডবোর্ড দিয়া প্যাক করিয়া পাঠাইলে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রয়োজন অনুসারে বাক্সে খোপ কম ও বেশী করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে ডিম পাঠান উচিত নয়।

খাইবার ডিম (Unfertile Eggs)—সাধারণতঃ এই ডিম ঝুড়িতে প্যাক করিয়া পাঠান হয়। ইহাতে ডিম ভাল

ভাবে পৌঁছায় তবে সময়ে সময়ে কিছু ডিম নষ্ট হয়। উর্বর ডিমের মত ইহা কার্ডবোর্ডের বাক্সেও পাঠান চলে কিন্তু অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং বাজারে প্রতিযোগিতায় সস্তায় ডিম সরবরাহ করিতে হইলে কম খরচে প্যাক করাই আবশ্যক।

বাচ্চা (Chicks)—সবল ও সুস্থ বাচ্চা বেশ নিরাপদে দূরদেশে পাঠান যায়। এসময়ে ইহাদের সামান্য আহারের আবশ্যক হয়, তজ্জন্য বাক্সে সামান্য আহার ও জল দিতে হয়। বাক্স খুব হাল্কা ভাবে তৈয়ারী করা দরকার এবং উহাতে যেন বেশ বায়ু চলাচলের পথ থাকে। বাক্সের এক কোণে শুষ্ক খড় বিছাইয়া তাহার উপর কাঠের গুঁড়া দিলে উহা বেশ নরম বোধ হইবে। বাক্সে একটি হাতল রাখা দরকার। ইহাতে বহন করিবার সুবিধা হয়। নিম্নরূপ লেবেল বাক্সের গায়ে মারিয়া দেওয়া দরকার ঃ—This side up; Valuable poultry with care; Urgent delivery; Please give water.

ইহা পাঠাইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহককে একখানি পোষ্টকার্ড বা খামে করিয়া সংবাদ দেওয়া দরকার যে পাখীগুলি কোন সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিবে এবং পৌঁছিবামাত্র খালাস করিয়া লইবে। খালাসী বা ডেলিভারি লইবার সময়ে বাচ্চাদিগকে সামান্য তরল খাদ্য খাওয়াইতে হইবে এবং কোন উষ্ণ স্থানে রাখিবার নির্দেশ দিবে। গ্রাহক মাল লইবার পর দিবাভাগে

উহাদিগকে Broodera এবং রাত্রে foster mother এর নিকট রাখিতে পারেন।

সহজে মুরগী চিনিয়া রাখা ও বয়স নিরূপণের উপায় ইত্যাদি

বিভিন্ন জাতীয় হাঁস, মুরগী, প্রভৃতির বাচ্চা চিনিবার ও তাহাদের বয়স নিরূপণ করিবার জন্য উহাদের পায়ে বিভিন্ন বর্ণের নম্বরযুক্ত রিং বা আংটি পরাণ যাইতে পারে। কিন্তু উহাদের পা হইতে সময়ে সময়ে রিং খসিয়া বা আংটি খুলিয়া গেলে বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। এজন্য বাচ্চা অবস্থায় ইহাদের ঠেঙ্গের দুই আঙ্গুলের মধ্যবর্তী চামড়ায় (toes) ছিদ্র করিয়া দিলে আর এরূপ অসুবিধায় পড়িতে হয় না। বড় বড় পোল্ট্রী ফার্মে পাখীর বিভিন্ন জাতি, বয়স ও উহাদের গুণাগুণ নির্ধারণ করিবার জন্য
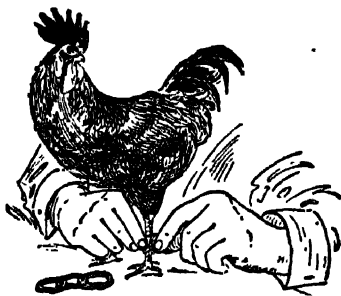
টো-পাঞ্চ (toe punch) ব্যবহার করা হইয়া থাকে। টো-পাঞ্চ অতি অল্পমূল্যে সর্বত্রই কিনিতে পাওয়া যায় এবং অনেক স্থলে সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যাখ্যা যুক্ত কার্ডও ইহার সঙ্গে দেওয়া থাকে। বাচ্চারা জন্মাইবার ১৫।১৬ দিনের মধ্যে পায়ে পাঞ্চ

করিয়া দিলে মোটেই কষ্ট পায় না বা ব্যথা অনুভব করে না।

কোন কারণে সামান্য রক্ত বাহির হইতে দেখিলে আইওডিন লাগাইয়া দিলেই সারিয়া যাইবে।

বাচ্চা অবস্থায় পাখী দেখিতে প্রায় একই প্রকারের হইলেও উহাদের বয়সের অনেক পার্থক্য থাকে। এক সপ্তাহ হইতে দেড় মাসের বাচ্চাদের আকৃতি অনেক সময় প্রায় একই রকমের দেখা যায়। বাচ্চাদের চেহারা দেখিয়া বয়স নিরূপণ করা একটী দুরূহ ব্যাপার, *এজন্য* বাচ্চা-অবস্থায় বয়স অনুসারে পাখীদের চিহ্নিত করিয়া দেওয়া
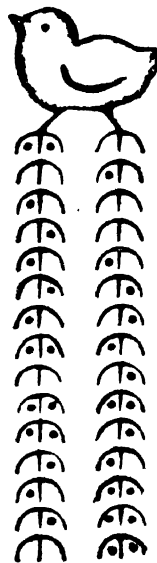
হয়। বাচ্চাদের বয়স ৭।৮ দিনের হইলে চিহ্নিত করা শ্রেয়ঃ। চিত্রে দেখান হইতেছে যে, বাচ্চাদের বিভিন্ন পায়ে, বিভিন্ন স্তরে, নানা প্রকারের ছিদ্র করা হইয়াছে। এতদ্বারা ইহাদের জাতি, গুণাগুণ ও বয়স নির্ধারণ করা সহজ হইবে

উক্ত উপায়ে ইহাদের ১৫টি স্তরে বা প্রকারে নির্বাচন করা যায়। পালকের উপর চীনের কালীর দ্বারা এই আদর্শের অনুরূপ ইচ্ছামত চিহ্ন করা যায়। কখনও কেহ মুরগী চুরি করিলে এই উপায়ে সেই চুরি ধরা পড়িবে।

খাসী করা

মোরগকে খাসী করিলে উহার আহার যথেষ্ট বর্ধিত হয়, ওজনে খুব ভারী হয় এবং উহা অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। ৬ সপ্তাহের বয়সের মোরগকেই খাসী করিতে হয় এবং উহার অণ্ড খুব সাবধানে কাটিতে হয়, কারণ অণ্ড-পার্শ্বস্থ শিরা কাটা গেলে পাখী তৎক্ষণাৎ রক্ত ছুটিয়া মারা যায়। মোরগের একটি মাত্র অণ্ডকোষ কাটা হইলে খাসী করা সফল হয় না এবং ফলে পাখীটী বৃথা নষ্ট হয়। ঠিকভাবে দুইটী কোষ কাটা হইলে পাখীর বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। খাসী করা মোরগের দ্বারা বাচ্চা হয় না। উহারা ডাকে না বা লড়াইও করে না। উহাদের মাথার ঝুঁটী ও গলার লতিও বাড়ে না। খাসী করা মোরগ ঠিকভাবে আহার পাইলে দ্রুত বর্ধিত হয় এবং উহার মাংসও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। মাংস হিসাবে পাখী বিক্রয় করিতে হইলে খাসী করা বিশেষ লাভজনক। এদেশে মোরগকে খাসী করার প্রথা বিশেষ প্রচলিত নাই।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি মোরগকে খাসী করিতে আবশ্যক হয়। ভাল ছুরি, কাঁচি, সূচ (Surgical Knife, Scissors,

Needle), স্প্রেডার (Spreader), বো (Bow), রেশমী সূতা (Silk Thread), তুলা (Boric cotton), শিরা সরাইবার যন্ত্র বা হুক, আইওডিন, গরম জল, জীবাণু নষ্টকারী ঔষধ ও একটি চৌকী বা টেবিল।

অনভিজ্ঞ বা দুর্বলচিত্তের লোক একাজ ভালভাবে করিতে পারে না, সুতরাং যাহার এ বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আছে তাহাকে দিয়া খাসী করান উচিত। অল্পবয়স্কের কোন মোরগ মারা যাইলে তাহার কোষ কি ভাবে ও কোন স্থানে আছে তাহা কাটিয়া দেখিতে পারা যায়। তিন মাসের বাচ্চা মোরগ খাসী করিবার পক্ষে উপযুক্ত। যে সমস্ত মোরগ খাসী করা হইবে তাহাদের আগের দিন হইতে আহার দেওয়া বন্ধ রাখিয়া বাঁধিয়া রাখিতে হইবে।

প্রথমে বো'টী (Bow) ডানার উপর দিয়া দুই পায়ে লাগাইলে পা ফাঁক হইয়া যাইবে। তখন পাখীকে চিৎ করিয়া পা দুটি কোলের দিকে রাখিতে হইবে। পাখীর কোমরের নিকটস্থ পাঁজরা খুঁজিয়া বাহির করিয়া উহার উপরের দুই পার্শ্বস্থ তিন ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের লোমগুলি কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। পরে মেরুদণ্ডের সহিত পাঁজরা দু'খানির সংযোগস্থলের নিম্নে ধারাল ছুরির দ্বারা আড়াআড়ি-ভাবে সমকোণ এক ইঞ্চি পরিমাণে (এধারে ½ ইঞ্চি এবং ওধারে ½ ইঞ্চি) কাটিয়া স্প্রেডারটী (Spreader) পাঁজরার

ভিতরে দিয়া ফাঁক হইলে হুকটী আস্তে প্রবেশ করাইয়া অণ্ডকোষ দৃষ্ট হয় কিনা দেখিতে হইবে। মেরুদণ্ডের সহিত সমসূত্রে অবস্থিত ফিকে হরিদ্রাবর্ণের মটরের আকারের যে দুইটী পদার্থ দৃষ্ট হইবে তাহাই অণ্ডকোষ। অণ্ডকোষ দুইটী প্রথমে দেখিতে না পাইলে হুক দিয়া নাড়িভুঁড়ি একটু সরাইলেই মেরুদণ্ডের দুই দিকে দুইটী কোষ দেখিতে পাওয়া যাইবে। পরে গ্ল্যাণ্ড (Gland) কাটিবার অস্ত্র দিয়া চাপিয়া ধরিয়া কোষ দুইটি কাটিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। কোষ দুইটি ঠিক কাটা হইলে গরম জল ও জীবাণু নাশক ঔষধ দিয়া ধুইয়া কাটা স্থানটী সূচ ও সূতা দিয়া সেলাই করিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। কাটা স্থানে একটু মলম বা কার্বলেটেড ভেসলিন লাগাইয়া দিলে ভাল হয়। যাহাতে ঘা বর্ধিত হইতে না পারে তাহা দেখা দরকার এবং পাখীকে ৪।৫ দিন আহার কম করিয়া দিতে হয়। কিন্তু দেখা গিয়াছে খাসী করা মোরগকে নিম্নলিখিত খাদ্য দিলে উহারা শীঘ্র চর্বিযুক্ত ও হৃষ্টপুষ্ট হয়।

ভাত	৩ ভাগ
গমের ভুসি	২ ভাগ
ভুট্টা ও ছোলাচূর্ণ	১ ভাগ
তিসি	১ ভাগ
শাকসব্জী সিদ্ধ	১ ভাগ
মাছ, মাংস	½ ভাগ

উপরোক্ত হিসাবে খাদ্য সকালে ও বৈকালে দুইবার দেওয়া যাইতে পারে। মাংসল মুরগীকে ছুটাছুটি করিতে দেওয়া উচিত নয়, ইহাতে মাংস শক্ত হইয়া যায়। প্রতি /১ সের মিশ্রিত খাদ্যের সহিত ১ তোলা পরিমাণে লবণ মিশাইয়া দিতে হয়। পাখীকে মধ্যে মধ্যে পেঁয়াজ বা রসুন অল্প পরিমাণে খাওয়াইলে উহাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকার হয়।

মুরগীর খাদ্য

বাচ্চাদের ডিম হইতে ফুটিবার পরই কোন আহারের আবশ্যক হয় না। ৩০ হইতে ৪৮ ঘণ্টার পরে আহারের প্রয়োজন হয়। এই দীর্ঘ সময় উহাদের নির্জনে ও গরমে বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত, নাড়াচাড়া বা কোনরূপ বিরক্ত করা উচিত নয়। উহাদিগকে নিম্নলিখিত খাদ্য দিতে পারা যায়। ৩য়, ৪র্থ ও পঞ্চম দিনে দুধ ও রুটী, তৎপরে দুধ, রুটী, বাজরা, চাউলের ক্ষুদ ও ঘাস এবং ১৫ দিন পরে দুধ, ভাত ও মধ্যে মধ্যে মাংসের কিমা সিদ্ধ করিয়া দিতে হয়। দুধ দেড় মাস যাবৎ দিতে হয়, উহাতে পেটের অসুখ ইত্যাদি রোগ হইতে পারে না। ৬ষ্ঠ দিন হইতে পরের খাদ্য এইরূপ—গম ৩ ভাগ, জোয়ার ১ ভাগ, কাঠকয়লা ৫ ভাগ, ভুট্টা ২ ভাগ, ক্ষুদ ১ ভাগ, গুঁড়ান ঝিনুক ৫ ভাগ। ইহাতে ক্যালসিয়াম যোগায়।

যবের ছাতু	১ ভাগ	ভুট্টাচূর্ণ	১ ভাগ
এরারুট বা বিস্কুট	১ ভাগ	গমের ভুসি	২ ভাগ
ভুট্টাচূর্ণ	১ ভাগ	মসিনার গুঁড়া	১ ভাগ
যবের ছাতু	১ ভাগ	গমের ক্ষুদ	৩ ভাগ
সয়াবীনের গুঁড়া	১ ভাগ	শুটকি মাছের গুঁড়া	২ ভাগ

উপরোক্ত খাদ্য দুগ্ধের সহিত একত্রে মাখিয়া অল্প পাতলা করিয়া প্রথম সপ্তাহে তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হয়। খাদ্যের সহিত অল্প করিয়া হরিদ্রাচূর্ণ মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। বাচ্চা অবস্থায় উহারা বড় দানা খাইতে পারে না। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দানার আকার বড় ও খাদ্যের পরিমাণ বেশী করা প্রয়োজন। ১৪।১৫ দিনের বাচ্চাকে নিম্নোক্ত খাদ্য খাইতে দিতে পারা যায়।

গমচূর্ণ	২ ভাগ	শুটকি মাছ, ঝিনুক অথবা
ভুট্টাচূর্ণ	২ ভাগ	হাড়চূর্ণ ১ ভাগ
চাউলচূর্ণ	১ ভাগ	কাঠকয়লার গুঁড়া সামান্য

২ পাউণ্ড খাদ্যের সহিত ১ তোলা কাঠ কয়লার গুঁড়া ও দেড় তোলা লবণ মিশাইয়া দিলে উহাদের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে। উপরোক্ত খাদ্য খুব পাতলা অথবা খুব শুষ্ক করিয়া মাখা উচিত নয়। আহারের সহিত পরিষ্কার পানীয় জল খাওয়ান কর্তব্য। এই সময় হইতে বাচ্চারা খুঁটিয়া খাইতে শিখে, এজন্য সব সময়ে ভিজান খাদ্য না দিয়া এক এক বার

শুষ্ক খাদ্য শস্য সরিষার দানার আকারে চূর্ণ করিয়া খাইতে দেওয়া উচিত। খাবারগুলি মাটিতে না দিয়া যাহাতে সহজে
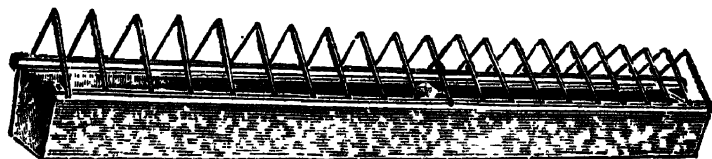
খাইতে পারে এরূপ উচ্চ কোন কাঠের বা অন্য কোন পাত্রের উপর (৬৮ ও ৭১ পৃষ্ঠার চিত্রে দ্রষ্টব্য) দিলে উহাদের খাইবার সুবিধা হয়। ইহাকে হপার (Hopper) বা ডাবা ঝোড়া কহে। একেবারে পেট ভরিয়া না খাওয়াইয়া ক্ষুধা রাখিয়া খাওয়ান উচিত, ইহাতে হজম শক্তি শীঘ্র বাড়িয়া যাইবে ও সহজে কোন পেটের পীড়া জন্মাইতে পারিবে না। এ সময়ে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে ও দুপুর রৌদ্রে কোন কষ্ট না হয় এরূপ স্থানে রাখিয়া দেওয়া উচিত, কারণ উহারা রৌদ্রের তেজ অথবা ঠাণ্ডা সহ্য করিতে পারে না। ভাঙ্গা চাউল, গম, ভুট্টা ইত্যাদি খড়ে জড়াইয়া খাঁচার মধ্যে অথবা চরবার জমির ধারে ধারে গর্ত করিয়া পাতা চাপা দিয়া রাখিলে উহাদের স্বভাবসিদ্ধ পা দিয়া সরাইয়া গর্তের ও খড়ের খাবার খুঁটিয়া খাইবে। এইরূপে খাওয়ায় তাহাদের অঙ্গচালনাও হইবে। এই সময়ে বাচ্চাদের সবুজখাদ্য শাকপাতা ও পোকা-মাকড় খাওয়াইতে চেষ্টা করা উচিত। আবদ্ধ পাখীদের পোকা-মাকড় সংগ্রহ করিয়া খাওয়াইতে

হয়। খাঁচার মধ্যে একটু উঁচু করিয়া শাকপাতা ঝুলাইয়া রাখিলে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খায়। জমিতে ছাড়িয়া দিলে শাক-পাতা অথবা পোকামাকড় নিজেদের ইচ্ছামত খুঁটিয়া খায়। বাচ্চাদের বিশেষরূপে যত্ন ও পরিচর্যা করা দরকার এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। দেড় মাসের ও দুই মাসের হইলে উহাদের চাউল, গম, ভুট্টা, বাজরা, মটর, ছোলা প্রভৃতি শক্ত আস্ত দানা খাইতে শিখাইতে হয়। এই সময়ে যাহাতে উহারা সূর্যের আলোকে ও মুক্ত বাতাসে লাফালাফি ও ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে পায় তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। শক্ত দানা হজম করিবার জন্য উহাদের সাময়িকভাবে শারীরিক পরিশ্রম আবশ্যক। মুরগী-শাবককে পরিমাণমত ঝিনুক ও শামুকচূর্ণ অথবা টাটকা হাড়ের গুঁড়া খাওয়াইতে হয়। উহাদের শরীরে চুনের ভাগ যেন কম না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার, কারণ চুন জাতীয় খাদ্যের অভাব হইলে অস্থি পুষ্টিলাভ করে না। প্রোটিন খাদ্য এবং মাছ, মাংস ও কীটপতঙ্গ প্রভৃতি উপযুক্ত পরিমাণে খাওয়াইতে হয়। এগুলি শারীরিক গঠন ও পালক বৃদ্ধির পক্ষে সহায়তা করে। ২।৩ মাসের শাবকের পক্ষে নিম্নলিখিত খাদ্য বেশ উপযোগী।

যবের বা গমের ভুসি	...	৩ ভাগ
ভুট্টা অল্প চূর্ণ	...	২ ভাগ
যব বা গম চূর্ণ	...	১ ভাগ

ছোলা অল্প চূর্ণ	...	১ ভাগ
বাজরা	...	১ ভাগ
মাংস, মাছ, অস্থিচূর্ণ, শম্বুক ইত্যাদি		১ ভাগ

উপরোক্ত খাদ্যের সহিত কিছু কাঠকয়লাচূর্ণ ও অল্প লবণ মিশাইয়া দিতে হয়।

মুরগীর আকার, গঠন, এবং অবস্থা ভেদে ও বয়স অনুসারে উহাদের খাদ্যের পরিবর্তন করিয়া দিতে হয়। ডিম্বের জন্য, মাংসের জন্য এবং প্রদর্শনীর জন্য পাখীর খাদ্যের ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকার। ডিম্বগঠনোপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য না খাইলে মুরগী উৎকৃষ্ট ডিম দেয় না, সুতরাং ডিম্বপ্রদানকারী মুরগীদের এরূপ খাদ্য দেওয়া উচিত যাহাতে উহাদের মাংসপেশী সবল ও দৃঢ় হয়, শরীর পুষ্ট হয় এবং ডিম্ব প্রদানে সহায়তা করে। ডিম্ব গঠনের জন্য সাধারণতঃ শ্বেতসার এবং শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য কার্বোহাইড্রেট ঘটিত খাদ্যের বিশেষ প্রয়োজন। যে সমস্ত মুরগী অধিক পরিশ্রম করে, তাহারা ভাল ডিম দেয়। প্রত্যেক মুরগীকে পূর্ণ এক মুঠা করিয়া ভিজা খাদ্য খাইতে দিতে হয়। ডিম্বদাত্রী মুরগীর খাদ্যের ব্যবস্থা নিম্নলিখিতরূপ করা যাইতে পারে।

যব বা গমের ভুসি	...	৪ ভাগ
যব বা গম চূর্ণ	...	১ ভাগ
ভূট্টা চূর্ণ	...	১ ভাগ
মাছ বা হাড় চূর্ণ ও মাংসের কিমা		১½ ভাগ

ডিম্ব প্রদায়িনী পাখীর পক্ষে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, উহাদের ডিমের খোসায় যথেষ্ট পরিমাণে সালফেট ও চূর্ণক্ষার থাকে, ইহার অভাবে ডিম নরম হয়। মুরগী যে ঝিনুক ও শামুক ভাঙ্গা এবং হাড়ের গুঁড়া ইত্যাদি খায় ইহার দ্বারা ঐ আবরণটি গঠনের সহায়তা করে। অনেক সময়ে দেখা যায় নরম ডিম পাড়িলেই উহারা নিজেরাই তাহা খাইয়া ফেলে। এজন্য ডিম্ব প্রদাত্রী মুরগীর যাহাতে চুন জাতীয় খাদ্যের অভাব না ঘটে তাহা দেখা দরকার; ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি কাঠের বাক্সে করিয়া খাঁচার মধ্যে অথবা চরিবার জমিতে রাখিয়া দিলে উহারা আবশ্যক অনুযায়ী ইচ্ছামত সেগুলি খাইয়া থাকে। যে সকল মুরগীকে চরিতে দেওয়া হয় তাহাদের দিনে দুইবার খাবার দিলেই চলে।

মুরগীর দেহ বা শরীরগঠনের জন্য প্রোটিন, চর্বি ও খনিজ জাতীয় পদার্থের আবশ্যক। শরীর ধারণের পক্ষে এগুলির বিশেষ প্রয়োজন। মুরগীর শরীরগঠনোপযোগী রক্ত, মাংস, মজ্জা এবং ডিমের শ্বেতভাগ, প্রভৃতি যাবতীয় অংশ এই প্রোটিন বা নাইট্রোজিনাস পদার্থ হইতে প্রস্তুত। মুরগীর শরীরের মধ্যে ইহা শতকরা ২১—২২ ভাগ বিদ্যমান। চর্বি জাতীয় পদার্থ শরীরের উত্তাপ উৎপন্ন ও বৃদ্ধি করে। প্রাণী মাত্রেরই শরীরে, মাংসে
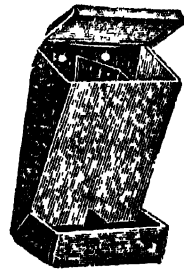
এবং ডিম্বের পীতাংশেও ইহা বিদ্যমান আছে। খাদ্যের অভাব ঘটিলে এই দেহস্থ চর্বিই কিছুকাল পর্যন্ত তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। মুরগীর দেহে ইহা ১৬—১৭ ভাগ বিদ্যমান। প্রাণীদেহে অস্থির মধ্যে খনিজ পদার্থ বিদ্যমান থাকে। হাড় পোড়াইলে ভস্মাকারে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। বাচ্চাদের শরীর গঠনের জন্য খাদ্যদ্রব্যে খনিজ পদার্থ থাকা আবশ্যক। মুরগীর দেহে সাধারণতঃ ইহা ৬।৭ ভাগ থাকে। এ ছাড়া প্রত্যেক জীবজন্তুর শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে জলীয় অংশ থাকা দরকার। মুরগীর শরীরে ৫৭।৫৮ ভাগ জলীয় পদার্থ বিদ্যমান থাকে।

এতদ্ব্যতীত ডিম্বপ্রদায়িনী মুরগীকে কচি দূর্বাঘাস, লেটুশ, পালমশাক, মূলাশাক, কপির পাতা এবং অন্যান্য শাকসব্জী খাইতে দিতে পারা যায়। ডিম্ব প্রদাত্রী মুরগীকে ডিম্ব প্রদানের জন্য অধিক উত্তেজক খাদ্য বা মশলা খাওয়ান উচিত নয়। বাজে জিনিষ খাওয়াইলে উহাদের গর্ভাশয় নষ্ট হইয়া যায়। ওভাম বা কারস্নুড নামক মশলা খাওয়াইয়া উপকার পাওয়া গিয়াছে। পরিমিতরূপে কড্‌লিভার অয়েল খাওয়াইলে উহাদের ডিম্বপ্রসবের শক্তি বৃদ্ধি পায় ও শীঘ্র ডিম দেয়।

মাংসের জন্য মুরগী পালন করিতে হইলে বা উহাকে মোটা বা মাংসল করিতে হইলে সিদ্ধভাত, সিদ্ধ গোলআলু, মটর, ভুট্টা, ছোলা, তিসি, ধান, যব, যই, মাছ, মাংস, প্রভৃতি খাদ্য খাইতে দিতে হয়। যে সকল মুরগীকে মোটা করিতে হইবে

তাহাদিগকে স্বতন্ত্র খাঁচায় বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে এবং দিনের মধ্যে উহাদের ক্ষুধা অনুযায়ী ৩।৪ বার খাইতে দিতে হইবে। মাংসল মুরগীর পক্ষে যবক্ষারজনিত প্রধান খাদ্য আবশ্যক। মাংসের জন্য যে সকল মুরগীকে পালন করা হইবে তাহাদিগকে নিম্নোক্ত খাদ্য দিতে পারা যায়।

ভাত		...	৩ ভাগ
ছোলা বা মটর সিদ্ধ		...	২ ভাগ
গোলআলু সিদ্ধ		...	১ ভাগ
যই ভিজান		...	১ ভাগ

বা

গমের ভুসি বা তুঁষ ভিজান		...	২ ভাগ
ছোলা	ঐ	...	২ ভাগ
ভুট্টা বা বরবটী	ঐ	...	২ ভাগ
তিসি	ঐ	...	½ ভাগ

উপরোক্ত খাদ্য একবার একটী, তারপর অন্যটী এইভাবে বদলাইয়া দিলে মুরগীরা বেশ আগ্রহ সহকারে খায়। উক্ত ভিজা খাদ্যের সহিত সের-পিছু ১ তোলা পরিমাণে লবণ মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। উপরোক্ত খাদ্য ব্যতীত মুরগীকে ধান, মটর, ছোলা, জোয়ার, প্রভৃতি শুষ্ক খাদ্য এবং বিবিধ শাকসব্জী খাওয়াইতে হয়। মাংসল মুরগীকে মাঠা, মাখন-তোলা দুধ বা ঘোল খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

প্রজননের মোরগ যাহাতে নীরোগ ও শক্তিমান হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। মোরগের স্বাস্থ্যের উপরেই শাবকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এজন্য উহাদের পুষ্টিকর খাদ্যের বিশেষ আবশ্যক। ইহাদিগকে নিম্নলিখিত মিশ্রখাদ্য খাওয়াইতে হয়।

তূষ, যব অথবা গমের ভুসি	...	৩ ভাগ
বাজরা	...	১ ভাগ
ভুট্টা বা বরবটি	...	১ ভাগ
মটর, ছোলা	...	১ ভাগ
মাছ, মাংসের কিমা অথবা অস্থিচূর্ণ	...	½ ভাগ

প্রজননের মোরগ যাহাতে স্বচ্ছন্দে থাকে ও ইচ্ছামত ছুটাছুটি বা লাফালাফি করিয়া মাঠে চরিয়া বেড়াইতে পারে এবং কচি কচি ঘাস, শাকসব্জী ও পোকামাকড় ইত্যাদি খাইতে পায় তাহার ব্যবস্থা করা দরকার।

ডিম্বপ্রদায়িনী মুরগী পালন করিলে কিরূপে অধিকসংখ্যক ডিম পাওয়া যাইবে ও মুরগীর স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে আমাদের কেবল সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। পাখীদের ডিম ছোট হইয়া যাইবার নানাবিধ কারণ দেখা যায় কিন্তু অধিকাংশ স্থলে পোল্‌ট্রির পালকের দোষই পরিলক্ষিত হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাখীর ডিম কখনও বড় হয় না, ইহারা ছোট ডিমই প্রসব করে। পাখীদের উপযুক্ত পরিমাণে জল দেওয়া না হইলে, উহাদের ডিমের আকার ছোট হয়; কারণ ডিমের

ভিতরে অর্ধেকেরও অধিক জলীয় অংশ থাকে। মুরগীদের আবদ্ধ রাখা অবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচা শাকসব্জী কুচান খাইতে দেওয়া উচিত। মুরগীদের আহারের মাত্রা অধিক হইলে এবং উহাদের শরীরে চর্বি জন্মিলে উহারা ক্ষুদ্রাকৃতি ডিম্ব প্রসব করে। উৎকৃষ্ট জাতীয় বড় সাইজের মুরগীদের ডিম হইতে বাচ্চা ফোটান দরকার। যে মুরগীরা বড় সাইজের মসৃণ এবং সুগঠনবিশিষ্ট ডিম পাড়ে তাহাদের চিনিয়া বা চিহ্নিত করিয়া রাখিতে হয় এবং ডিমগুলি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। কারণ ১০টী বড় সাইজের ডিম ২০টী ছোট সাইজের ডিমের তুলনায় সমান কার্যকরী। অনেক সময় দেখা যায় যে ইহারা বাওয়া ডিম পাড়িয়া থাকে। বাওয়া বা অনুর্বর ডিম হইতে শাবক জন্মে না। ঠিক লক্ষ্য রাখিলে ও যত্ন করিলে পাখীদের এই দোষ দূর করা যায়। দুর্বল, অপ্রাপ্ত বয়স্কের এবং অধিক বয়স্কের পাখীরা যে ডিম পাড়ে সেগুলি অনেক সময়ে বাওয়া বা অনুর্বর হয়। এজন্য সংজনন কার্যে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। অধিক উত্তেজক খাদ্য খাইতে দেওয়া, অধিক দিন একস্থানে অবরোধ করিয়া রাখা ইত্যাদি কারণেও ডিম বাওয়া হয়।

মাংসের জন্য মুরগী পালন করিতে হইলে যাহাতে উহারা শীঘ্র বর্ধিত, হৃষ্টপুষ্ট ও সতেজ হয় সে বিষয়ে যত্ন লইতে হয়। কিন্তু প্রদর্শনীর জন্য মুরগী পালন করিতে হইলে আকার, বর্ণ,

পালক, ঝুঁটি প্রভৃতি প্রত্যেকটি বিষয়েই খুব মনোযোগের সহিত লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পিতামাতার বর্ণের উপরে শাবকের বর্ণ এবং পিতামাতার গুণাগুণ শাবকেই বর্তায়। সাদা জাতীয় মুরগীর জোড় দিলে তাহাদের বাচ্চারা সাধারণতঃ সাদাই হইয়া থাকে। আহারের দ্বারা কোন মুরগীর রঙ পরিবর্তন করিতে পারা যায় না। মটর, যব, সূর্যমুখীর বীজ প্রভৃতি খাদ্য সাদা রঙকে গাঢ় বা উজ্জ্বল করিতে সাহায্য করে মাত্র। তুলাবীজ, তিসি, ভুট্টা, প্রভৃতি খাদ্য পীত বা কটা রঙের সাহায্যকারক। মুরগীকে কড্‌লিভার অয়েল খাওয়াইলে মুরগী তাজা ও বলিষ্ঠ হয় এবং উহার ঝুঁটি ও পালক বড় হয়। উপরোক্ত খাদ্য খুব উষ্ণবীর্য সুতরাং উহা পরিমাণ অনুযায়ী ও হিসাবমত খাওয়ান দরকার, অধিক খাওয়াইলে পেটের দোষ জন্মে। প্রদর্শনীর জন্য পালিত মুরগীর আহার নির্বাচন অনেকটা পালকের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে। মোট কথা, যেভাবে মুরগীকে প্রদর্শনীর উপযোগী করা হইবে তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থাও সেই অনুযায়ী হওয়া প্রয়োজন।

সুবিধার জন্য নিম্নে মুরগীর খাদ্যের বিবরণ ও গুণাগুণ লিখিত হইল।

মটর—সহজপ্রাপ্য পুষ্টিকর খাদ্য। এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মটরশুঁটি শুষ্ক বা কাঁচা অবস্থায়ও খাইতে দিতে পারা যায়, ইহাতে নাইট্রোজিনাস পদার্থ আছে। মটর সিদ্ধ

করিয়া মিশ্রিত খাদ্যের সহিত অথবা জলে ভিজাইয়া অঙ্কুর বাহির হইলে খাইতে দেওয়া চলে। ইহা রুচিকারক, পুষ্টিজনক এবং পিত্ত ও কফনাশক। মটর অধিক পরিমাণে খাওয়ান ঠিক নহে, কারণ হজম করিতে সময় লাগে এবং ইহাতে আমদোষ জন্মে।

ছোলা—বেশ বলকারক পুষ্টিকর খাদ্য। বাচ্চা মুরগীকে খাওয়ান ঠিক নয়। ছোলার ডাল সিদ্ধ করিয়া অথবা ছোলা ভিজাইয়া অঙ্কুর বাহির হইলে খাইতে দেওয়া ভাল। ছোলার ছাতুও মুরগীকে খাওয়ান চলে। ছোলা বেশী খাওয়াইলে মুরগী ভারী হইয়া যায়।

বরবটি—বেশ বলকারক ও পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে নাইট্রোজিনাসের ভাগ বেশী থাকে। বরবটির কলাই অথবা ডাল মুরগীকে খাওয়ান যাইতে পারে। ইহা রুচিকর, বলকারক, শুক্রবর্ধক ও চক্ষুরোগে উপকারী। কিন্তু গুরুপাক এবং অম্লপিত্ত বৃদ্ধি করে, এজন্য একসঙ্গে অধিক পরিমাণে খাওয়ান ঠিক নয়।

জোয়ার—পুষ্টিসাধক খাদ্য। মিশ্রখাদ্যের সহিত ইহা খাওয়ান চলে, তবে সব সময়ে সর্বত্র পাওয়া যায় না।

বাজরা—গুরুপাক ও গরম জিনিষ। অধিক খাওয়াইলে হজম হয় না, দাস্ত হইতে থাকে। মিশ্রখাদ্যের সহিত অল্প অল্প খাওয়ান চলে।

ধান—বেশ পুষ্টিকর ও বলবর্ধক খাদ্য। বাচ্চা মুরগীকে ধান খাওয়ান ঠিক নয়, গলায় আটকাইয়া যাইতে পারে।

পরিণত বয়স্কের শুষ্ক খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে। অধিক খাওয়াইলে মুরগী হজম করিতে পারে না, দাস্ত হইতে থাকে। এক প্রকার বেঁটে মসৃণ ধান আছে, তাহাই খাওয়ান উচিত।

চাউল—ইহাও পুষ্টিকর ও বলকারক খাদ্য। তবে কাঁচা চা'ল বেশী খাওয়াইলে মুরগীরা শীঘ্র মোটা হইয়া পড়ে এবং ডিম পাড়ার ক্ষমতা কমিয়া যায়। বাচ্চা ও বড় মুরগীকে কম ও বেশী পরিমাণে ভাত খাওয়ান যাইতে পারে।

কুঁড়া—যব ও গমের ভুসির ন্যায় ইহা সমধিক পুষ্টিকর ও উপকারী এবং এদেশে সহজপ্রাপ্য। মূল্যও খুব কম। টাট্‌কা কুঁড়া মুরগীকে খাওয়ান উচিত।

তিসি—পুষ্টিকর খাদ্য। খাওয়াইলে মুরগীর ডিম পাড়িবার শক্তি কমিয়া যায়, কিন্তু বেশ মোটা হয়। সাধারণতঃ প্রদর্শনীর জন্য পালিত মুরগীকে উহার বর্ণের উজ্জ্বলতা ও পালক বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য খাদ্যের সহিত খাওয়ান হইয়া থাকে। শীত অথবা বর্ষাকালে ইহা অল্প অল্প খাইতে দিতে পারা যায়।

সরিষা—বেশ পুষ্টিকারক, স্নিগ্ধ এবং অগ্নিবর্ধক খাদ্য। স্বতন্ত্র খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, মিশ্রখাদ্যের সহিত ব্যবহার করা চলে। সাধারণতঃ চা'ল, ডাল, বাজরা, ছোট মটর, যই, জোয়ার, প্রভৃতির সহিত ইহা খাওয়ান হয়।

তৈলবীজ—সূর্যমুখী বীজ ও তুলাবীজ বেশ পুষ্টিকর খাদ্য, কিন্তু অধিক খাওয়ান ঠিক নয়। বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিবার

জন্য ইহা খাওয়ান হইয়া থাকে। নারিকেল, তিসি, সরিষা ও চিনাবাদাম প্রভৃতির বীজের তৈলভাগ বাহির করিয়া লইলে যে খইলভাগ অবশিষ্ট থাকে, উহাও পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে অন্য শস্যাদির সহিত ব্যবহার করা চলে।

যই—সহজপাচ্য পুষ্টিকর খাদ্য, কিন্তু খোসার ভাগই অধিক, ভিতরে শাঁস অতি অল্প থাকে। মিশ্রিত খাদ্যের সহিত ইহা ব্যবহার করা চলে।

যব—ইহাও যইএর ন্যায় সমগুণবিশিষ্ট, সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য। খোসার ভাগ বেশী। আস্ত যব অপেক্ষা যবচূর্ণ মুরগীর উৎকৃষ্ট খাদ্য।

গম—মুরগীর প্রধান খাদ্য হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। ইহা বলকারক, পুষ্টিকর ও শুক্রবর্ধক। সব সময়েই ব্যবহার করা চলে। গমের আটা ও ভুসি উভয়ই খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। আটা অপেক্ষা ভুসি সহজপাচ্য ও সুলভ। বাচ্চা মুরগীকে গমের আটা খাওয়ান যুক্তিযুক্ত।

ভুট্টা—ইহাও মুরগীর প্রধান খাদ্যের মধ্যে অন্যতম। ভুট্টার ময়দা, ভুসি অথবা আস্ত দানা মুরগীর উৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহা বলকারক, পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক ও গুরুপাক। সকল সময়েই মুরগীকে ইহা খাওয়াইতে পারা যায়। বাচ্চা মুরগীকে ভুট্টার ময়দা খাওয়ান উচিত।

শাকসব্জী—কচিপাতা, মূলাশাক, পালমশাক, লেটুস, কচি

ও টাটকা ঘাস, শালগম, গাজর, বীট, ওলকপি, লীক, পেঁয়াজ, রসুন, প্রভৃতি মুরগীকে টুকরা টুকরা করিয়া কুচাইয়া দিলে অথবা ঝুলাইয়া রাখিলে ইহারা আগ্রহের সহিত খাইয়া থাকে। পেঁয়াজ বা রসুন উত্তেজক খাদ্য, এজন্য অধিক খাওয়ান ঠিক নয়। উক্ত শাকসব্জী কাঁচা অথবা অল্প সিদ্ধ করিয়া লবণ মিশাইয়া খাইতে দিতে পারা যায়। শাকসব্জী খাওয়াইলে ইহাদের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে। বিভিন্ন প্রকারের শাকসব্জীর মধ্যে অল্প ও বিস্তর ভাইটামিন অথবা খাদ্যপ্রাণ এবং নাইট্রোজিনাস ও শ্বেতসার জাতীয় পুষ্টিকর পদার্থ থাকে। ইহা মুরগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী।

মাছ, মাংস ও কীট-পতঙ্গ—ডিম্ব প্রসবিনী মুরগীর পক্ষে ইহা অত্যাবশ্যক খাদ্য। মুরগীরা সাধারণতঃ জমির উপরিস্থ গাছপালা হইতে নানাজাতীয় পতঙ্গ এবং মাটীর ভিতর হইতে কেঁচো ও অন্যান্য কীটাদি সংগ্রহ করিয়া খায়। এই সমস্ত কীটপতঙ্গের দ্বারাই মুরগীরা সাধারণতঃ আমিষ খাদ্যের অভাব পূরণ করিয়া লয়। যে সমস্ত মুরগীকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় তাহাদের আমিষ খাদ্যের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। আমিষ খাদ্যের অভাব ঘটিলে মুরগীর ডিম পাড়িবার শক্তি কমিয়া যায়। মুরগীকে পরিমাণ মত মাছ, মাংস আস্ত না দিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া সিদ্ধ করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি—মুরগীর অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য। মুরগীরা সাধারণতঃ ইহার দ্বারাই মাংসের অভাব পূরণ করিয়া থাকে। ইহার উপরকার শক্ত অংশে চুন জাতীয় পদার্থ বিদ্যমান। ইহা মুরগীর ডিমের বহিরাবরণ বা খোসার গঠন-কার্যে বিশেষ সাহায্য করে এবং পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি করায়।

হাড় ও লবণ—খনিজ পদার্থের অভাব মিটাইবার জন্য মুরগীকে খাওয়াইতে হয়। বাচ্চা মুরগীকে টাট্‌কা হাড় চূর্ণ করিয়া খাওয়াইলে উহাদের শরীরগঠনে বিশেষ সহায়তা করে। মুরগীকে মিশ্রিতখাদ্যের সহিত কিছু পরিমাণে লবণ খাওয়ান দরকার। ইহা পরিপাক কার্যে সহায়তা করে ও স্বাস্থ্য ভাল রাখে।

রাবিস, কাঠকয়লা ইত্যাদি—মুরগীরা পুরাতন পাকা-বাটীর ভগ্নাবশেষ, চুন, সুরকীমিশ্রিত রাবিস, কাঠকয়লা প্রভৃতি ইচ্ছামত সংগ্রহ করিয়া খাইয়া থাকে। এগুলি যদিও খাদ্যের মধ্যে গণ্য করা হয় না তথাপি ইহা মুরগীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় খাদ্য। ইহা মুরগীর হজম শক্তি বৃদ্ধি করায়, এজন্য মুরগীর স্বাস্থ্য রক্ষার্থে ইহার বিশেষ প্রয়োজন। মুরগীর ঘরের মধ্যে এক কোণে অথবা চরিবার জমিতে ইহা জড় করিয়া রাখিয়া দিলে মুরগীরা ইচ্ছামত খাইতে পারে। বাচ্চা মুরগীর খাবারের সহিত অল্প হরিদ্রা চূর্ণ মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। মাংসল মুরগীর পক্ষে মাঠা, মাখন-তোলা দুধ বা ঘোল বিশেষ উপকারী। সকল মুরগীকেই কম ও

বেশী পরিমাণে ঘোল খাওয়াইলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, পেটের গোলমাল হয় না। মোট কথা, উহাদের স্বাস্থ্য যাহাতে ভাল থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া নিয়মিত সময়ে পুষ্টিকর, টাট্‌কা ও পরিষ্কার খাদ্য খাইতে দেওয়া আবশ্যক। আহার্যপাত্র ও পানপাত্র সর্বদা পরিষ্কার রাখা কর্তব্য, যেন কোনরূপ অপরিষ্কার বা ময়লা না থাকে।

খাদ্যবিচার

সকল সময়ে মুরগীকে একই প্রকারের খাদ্য দেওয়া উচিত নয়। আবহাওয়ার পরিবর্তনে ও ঋতুপর্যায়ে ইহাদের খাদ্যেরও পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা দরকার। বর্ষাকালে সাধারণতঃ মুরগীরা কুরীজ করে বা পালক ত্যাগ করে। এ সময়ে উহাদের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার ; দুপুরে একবার ইহাদের খাবার দিতে হয়। অধিক প্রোটিনঘটিত বা চর্বিযুক্ত খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত হয়। খাদ্য যত স্বাভাবিক হয় ততই ভাল। শীতের সময়ে শরীরের উত্তাপবৃদ্ধির জন্য মাছ, মাংস প্রভৃতি চর্বিযুক্ত এবং অধিক পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা দরকার। গ্রীষ্মকালে সাধারণতঃ উত্তাপ বেশী থাকে, এজন্য এ সময়ে চর্বিযুক্ত খাদ্য দিলে পেটের গোলমাল হইতে পারে। সুতরাং গ্রীষ্মকালে সাদাসিধা খাদ্যের ব্যবস্থা করা ভাল। শরীর ঠাণ্ডা রাখিবার জন্য এ সময়ে মধ্যে মধ্যে ঘোল খাইতে দেওয়া উচিত। অতঃপর কতিপয় খাদ্যদ্রব্যের নাম দেওয়া

হইল। উহাতে মুরগীর শরীরগঠনোপযোগী উপাদান শতকরা কত ভাগ বিদ্যমান তাহার একটি হিসাবও প্রদত্ত হইল।

খাদ্যের নাম	শ্বেত-সারাংশ	চর্বির ভাগ	ধাতব দ্রব্যাংশ	জলীয় অংশ
মটর	৫১·১	১·২	১৬·১০	১৪·০
ছোলা	৫৮·০	৪·২	৩·৬	১১·৫
বরবটি	৫৭·৫	১·৫	২·৫	১৩·০
জোয়ার	৫৭·৪	৪·১	১২·৮	১৪·০
বাজরা	৬৮·০	৪·০	৪·৬	১২·৫
ধান	৬৪·৪৭	১·৮৮	১৪·৪৮	১২·৭৩
চাউল	৭৯·২৫	০·৯৪	০·৯৭	১২·৪৬
তিসি	২৬·১	৪৩·১৬	৮·৬১	৬·৬২
যই	৫৯·৭	৫·০	১২·৫	১৯·০
যব	৬৯·৮	·৮	৫·০	১·৮
গম	·৬৭	১·২	১·৬	৪·০
ভুট্টা	৬৯·২	৪·৪	৩·৫	১৩·০
আলু	২১·০	০·১৬	১·০	৭৪·০
শাক	০·৫	০	২·৪	৯২·৪
মাছ (টাট্‌কা)	০	০·২৩	০·৯৫	৭৬·৩৩
মাংস	০	৩৭·১০	২·৫০	১৫·৪০
হাড় (কাঁচা)	০	২৬·১	২৪·০	২৯·৭

মুরগীর রোগ ও তাহার প্রতিকার

জীবজগতে সকল প্রাণীকেই প্রায় অল্পাধিক রোগ ভোগ করিতে হয়। প্রকৃতির অনুকূলাচরণ করিলে রোগ কম হয়, আবার প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিলে, অর্থাৎ অনিয়ম, অত্যাচারে রোগ বেশী হয়। সেজন্য রোগ হইলে তাহা আরোগ্য করা অপেক্ষা যাহাতে রোগ না হয় সেইভাবে প্রকৃতির অধীনে থাকিয়া চলা একান্ত কর্তব্য। প্রাকৃতিক আবহাওয়া অথবা ঋতু পরিবর্তনের সময়ে একটু সাবধানে চলিতে হয়। এ সময়ে সামান্য অনিয়মেও রোগাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। গ্রীষ্মের সময়ে এক ঘরে গাদাগাদি করিয়া না রাখা, প্রখর রৌদ্রে চলাফেরা করিতে না দেওয়া, বর্ষার সময়ে বৃষ্টিতে ভিজিতে না দেওয়া, ঠাণ্ডা লাগাইতে না দেওয়া, স্যাঁতসেঁতে ঘরে না রাখা, শীতের সময়ে শরীরের উত্তাপ রক্ষার জন্য দেহ গরমে রাখা একান্ত প্রয়োজন। বাসগৃহ ও বিচারণ-স্থান পরিষ্কার রাখা এবং কার্বলিক এ্যাসিড ও ফিনাইল দ্বারা মধ্যে মধ্যে ঘর ধৌত করা এবং জীবাণু-নাশক ঔষধ ছিটান ভাল। পানীয় জলের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং জল দূষিত হইলে পারম্যাঙ্গানেট অফ পটাস, ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করা ও এইরূপ ভাবে সাবধানতার সহিত নিয়ম পালন করিয়া চলিলে রোগের সম্ভাবনা কম থাকে। নির্দোষ রোগ-শূন্য বলিষ্ঠ পাখীর দ্বারা বাচ্চা উৎপাদন, ঝাঁকের মধ্যে দুর্বল পাখীর স্থান না দেওয়া, আলো ও বাতাসযুক্ত শুষ্ক ঘরে বাসের

ব্যবস্থা, ঘর অপরিষ্কার করিতে না দেওয়া, ঘরের মধ্যে থুথু ফেলিতে না দেওয়া, হঠাৎ অপরিচিত কেহ আসিলে তাহাকে ঘরে প্রবেশ করিতে না দেওয়া, কোন নূতন পাখীকে প্রথমে পরীক্ষা না করিয়া অন্যান্য পাখীর মধ্যে স্থান দেওয়া এবং পাখীর আহার, যত্ন এবং পরিচর্যার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে অনেক সময়ে সুফল লাভের আশা করা যায়। সাধারণতঃ উপরোক্ত নিয়মগুলির ব্যতিক্রম ঘটিলেই রোগাক্রমণের সম্ভাবনা থাকে। সকালে কোন পাখী ঝাঁকের অন্য সমস্ত পাখীর সহিত ঘর হইতে বাহির না হইলে, লেজ নীচু করিয়া ও ঘাড় গুঁজিয়া থাকিলে, চক্ষু ঘোলা হইলে, এক চক্ষু বুজিয়া থাকিলে কিংবা ঝিমাইতে থাকিলেই রোগের লক্ষণ জানিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য স্থানে লইয়া গিয়া তাহার চিকিৎসা করা দরকার। কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, রাণীক্ষেত, ব্ল্যাকহেড প্রভৃতি এমন কতকগুলি সংক্রামক রোগ আছে যাহা একবার কোনরূপে মুরগীর ঝাঁকের মধ্যে সংক্রামিত হইলে ঝাঁকের সমস্ত মুরগীর প্রাণ বিপদাপন্ন হয় এমন কি মারা যায়। মুরগীদের মধ্যে সময়ে সময়ে এমন রোগও দেখা যায় যে, বাহিরে কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এজন্য রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করিতে বিলম্ব ঘটায় মারা পড়ে, সুতরাং মুরগী পালককে সর্বসময়ে খুব সাবধান হইয়া চলিতে হয়।

অধিক সংখ্যক মুরগী পুষিলে অথবা হাঁস, পেরু, গিনি-ফাউল প্রভৃতি অন্যান্য পাখী লইয়া পোল্ট্রী ফার্ম সংস্থাপন

করিলে, সর্বসময়ে সুফল লাভের জন্য পীড়িত বা অসুস্থ পাখীদের নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র ঘর বা হাসপাতাল নির্মাণ করা প্রয়োজন। এই ঘর মুরগীর বা অন্য পাখীর থাকিবার স্থান হইতে একটু দূরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিচরণের জমি ও মুরগীদের বাসগৃহের অপর দিকে এক পাশে হইলে ভাল হয়। এই ঘর পরিষ্কার, শুষ্ক ও
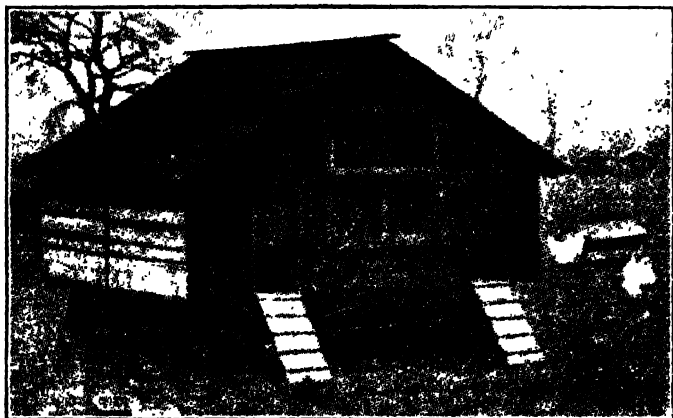
উঁচু জমিতে হওয়া দরকার। ঘরের মধ্যে যেন যথেষ্ট পরিমাণে আলো ও বাতাস চলাচলের পথ থাকে। (উপরোক্ত চিত্রে দ্রষ্টব্য) জানালা দরজা যেন ইচ্ছামত বন্ধ করিতে ও খুলিতে পারা যায়। ঘরের সম্মুখস্থ খানিকটা স্থান লইয়া ভাল করিয়া ঘিরিয়া দেওয়া আবশ্যক, যেন এই সীমানার মধ্যে অন্য কোন সুস্থ পাখী প্রবেশ করিতে না পারে।

সাধারণতঃ উহাদের জন্য যে সমস্ত ঔষধের প্রয়োজন সেগুলি সর্বদা ঘরে প্রস্তুত রাখা দরকার। নিম্নে ঔষধগুলির নাম ও গুণাগুণ দেওয়া হইল।

ক্যাষ্টর অয়েল (Castor oil)—জোলাপের কার্যে ব্যবহৃত হয়। বড় মুরগীকে চায়ের চামচের এক চামচ খালি পেটে এবং বাচ্চাকে সিকি চামচ পরিমাণে খাওয়াইতে হয়।

তুঁতে (Copper Sulphate)—ঠাণ্ডা লাগিলে, বসন্ত ও ক্রিমিরোগে ব্যবহৃত হয়। ক্রিমিরোগে ১ঃ ৫০০০ ভাগ জলের সহিত ব্যবহার্য।

ক্লোরোডাইন (Chlorodine)—উদরাময় রোগে ব্যবহৃত হয়।

কুইনাইন (Quinine)—জ্বর হইলে খাওয়ান হয়। বয়স অনুসারে অর্ধ গ্রেণ হইতে ১ গ্রেণ পর্যন্ত খাওয়ান হইয়া থাকে।

কার্বলিক এ্যাসিড (Carbolic Acid)—সংক্রামক রোগের প্রতিষেধক।

কার্বলেটেড ভেসলিন (Carbolated Vaseline)—ক্ষত রোগে বা আহত স্থানে ব্যবহৃত হয়।

কর্পূর (Camphor), বিস্‌মাথ (Bismuth) ও খড়িগুঁড়া (Chalk powder)—নালি ঘায়ে ব্যবহৃত হয়। ঠাণ্ডা লাগিলে বা সর্দি হইলেও কর্পূর ব্যবহার করা হয়।

টিঞ্চার অফ রুবার্ব (Tincture of Rhubarb)—উৎকৃষ্ট শক্তি-বর্ধক টনিক।

আইওডিন লিনিমেণ্ট (Iodine Liniment)—মচ্‌কান স্থানে এবং ক্ষতাদিতে ব্যবহৃত হয়।

আইওডিন ক্রিষ্টাল (Iodine Crystal)—চর্ম সংক্রান্ত রোগে ব্যবহৃত হয়।

এপসাম সল্ট (Epsum Salt)—জোলাপের কাজ করে। গরম জলে চায়ের চামচের অর্ধ চামচ মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়।

আইজল (Izol)—সংক্রামক রোগ-বিনাশক।

এক্রিফ্লেভাইন (Acriflavine)—আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে লাগাইতে হয়। অধিক দিন স্থায়ী বেদনাযুক্ত স্থানেও সমধিক কার্যকরী। আইওডিনের অপেক্ষা ইহার গুণ দীর্ঘকাল স্থায়ী।

বরিক পাউডার (Boric Powder)—চক্ষুরোগে এবং কোন ক্ষত স্থান ধুইবার কালে গরম জলের সহিত ব্যবহৃত হয়।

গ্লিসারিণ (Glycerine)—মুখের বা গলার ঘায়ে ব্যবহৃত হয়।

গ্লবার সল্ট (Glauber Salt)—এপসাম সল্টের ন্যায় কাজ করে। সাধারণতঃ পাখীদের কুরীজ করিবার সময়ে বা পালক ত্যাগ করিবার সময়ে এবং অত্যন্ত মোটা মুরগীকে কৃশ করিতে হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

হাইড্রোজেন পারাক্সাইড (Hydrozen Peroxide)—ক্ষতস্থান ধুইবার বা পরিষ্কার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (Potassium Permanganate)—সংক্রামক রোগের সময়ে জল দূষিত হইলে খাইবার জলে প্রয়োগ করা হয়। ইহা সকল সময়ে ব্যবহার করিলে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না।

গন্ধক (Sulphur)—রক্ত পরিষ্কার করে। গন্ধকের ধূম দুর্গন্ধ বা খারাপ গ্যাস নষ্ট করে।

সোয়ামিন ট্যাবলেট (Soamin Tablet)—কাসযুক্ত জ্বরে ব্যবহার্য।

টার্পিন (Terpentine)—বাতরোগে ও খিল ধরিয়া গেলে ব্যবহৃত হয়।

এতদ্ব্যতীত বোরিক তুলা (Boric Cotton), রেশমী সুতা (Silk Thread), পশু চিকিৎসার জন্য জ্বর নিরূপণ যন্ত্র (Veterinary Thermometer), অস্ত্র চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সূচ, ছুরি, কাঁচি (Surgical Needle, Knife and Scissors), ইন্‌জেকসনের জন্য সিরিঞ্জ (Hypodermic Syringe), ঔষধ মাপ করিবার জন্য গ্লাস (Measuring Glass), প্রভৃতি রাখিয়া দেওয়া আবশ্যক।

দ্রষ্টব্য—আমরা যথাযথ লক্ষণানুযায়ী নিম্নতর তরলত্বের হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করিয়াও অনেক সময়ে সুফল পাইয়াছি।

রক্তাল্পতা (Anaemia)

সাধারণতঃ উপযুক্ত খাদ্যাদির অভাবে, আলো ও বাতাস-হীন সঙ্কীর্ণ ঘরে আবদ্ধ থাকিলে এবং ক্রমান্বয়ে রোগ ভোগ করিতে থাকিলে উহা হইতে এনিমিয়া হইয়া থাকে। এনিমিয়া বা রক্তশূন্যতা রোগ হইলে উহাদের মুখ ও মাথার ঝুঁটীর বর্ণ কাল বা ফেকাসে হইয়া যায়, পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়, স্ফূর্তি থাকে না, ঝিমাইতে থাকে। এই রোগ হইলে উহাদের রক্ত-বর্ধক ঔষধ দিতে হয় এবং বলকারক পথ্য ও সুখাদ্যের ব্যবস্থা করা দরকার। মাছমাংস উপযুক্ত পরিমাণে খাইতে দিতে হইবে এবং নরম খাদ্যের সহিত কড্‌লিভার অয়েল অল্প পরিমাণে মিশাইয়া দিতে হইবে।

মৃগীরোগ (Apoplexy)

এই রোগাক্রান্ত হইলে পাখীর ঘাড় মোচড়ান দেখা যায়, অর্থাৎ ঘাড় তুলিয়া সোজা করিয়া রাখিতে পারে না। ঘাড় বাঁকিয়া মাটির দিকে নত হইয়া ঝুলিয়া পড়ে বলিয়া ইহাকে Limbur neck বা ঘাড় বাঁকা রোগও বলা হইয়া থাকে। এই রোগাক্রান্ত পাখীকে দল হইতে পৃথক রাখা উচিত এবং আহার কম করিয়া দেওয়া দরকার। সাধারণতঃ এই রোগে মুরগীরা খাইতে পারে না। দুগ্ধ বা তরল খাদ্য আস্তে আস্তে সাবধানে খাওয়াইতে হয়। ব্রোমাইড অফ পটাসিয়াম ২ ড্রাম,

১ পাঁইট পরিষ্কার পানীয় জলের সহিত মিশাইয়া পান করিতে দিলে উপকার হয়।

ফোড়া (Abscesses)

পাখীর শরীরের রক্ত খারাপ হইয়া গেলে, গায়ে কোনরূপ আঘাত লাগিলে, উঁচু নীচু জমিতে অধিক দৌড়াদৌড়ি বা লাফালাফি করিলে, উহাদের গাত্রের স্থানে স্থানে উঁচু ডেলার মত ফুলাফুলা দেখা যায়। প্রথম অবস্থায় আইওডিন দিলে উহা সারিয়া যায়, নতুবা উহা ফোড়ার আকার ধারণ করে ও পুঁজ জন্মে। ফুটন্ত গরম জলে বোরিক তুলার দ্বারা কম্প্রেস্ (Compress) দিলে ৩।৪ দিনের মধ্যে ফোড়া ফাটিয়া যায়। ফোড়া হইতে পুঁজ বাহির করিয়া হাইড্রোজেন পারাক্সাইড দিয়া ক্ষত ধুইয়া মুছিয়া কার্বলেটেড্ ভেসলিন লাগাইয়া দিতে হয়। বোরিক কম্প্রেসের দ্বারা না সারিলে অথবা পুঁজ বসিয়া গেলে অস্ত্রোপচার আবশ্যক হয়। এই রোগ শরীরের ভিতরের দিকে হইলে চিকিৎসা করা কষ্টকর। পায়ে হইলে বাম্বেলফুট (Bumble foot) এর ন্যায় চিকিৎসা করা দরকার।

ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis)

এই রোগগ্রস্ত পাখীর স্ফূর্তি থাকে না, নিঝুমভাবে থাকে, আহারে ইচ্ছা থাকে না, কাশিলে সাঁই সাঁই শব্দ হয়, কাশিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, জ্বর হইয়া থাকে। এইরূপ লক্ষণ দেখা যাইলে

মুরগীকে শুষ্ক গরম স্থানে রাখা দরকার, যেন কোনরূপে ঠাণ্ডা না লাগে। বুকে আইওডেক্স মালিশ করা দরকার। ইপিকাকুয়ান্‌হা (Ipecacuanha wine)-এর ৮ ফোঁটা চায়ের চামচের এক চামচ গ্লিসারিণের সহিত মিশাইয়া দিনে তিনবার খাওয়ান যাইতে পারে। টিনচার একোনাইট (Tincture Aconite)-এর এক ফোঁটা করিয়া ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর গরম জলের সহিত খাওয়ান চলে।

ব্ল্যাকহেড (Black head)

সাধারণতঃ মুর্গীর অপেক্ষা টার্কীর (পেরু) এই রোগ বড় বেশী হয়। ইহা ভীষণ সংক্রামক রোগ। এই রোগ হইলে পাখীর ক্ষুধা থাকে না, দিন দিন শুকাইয়া যাইতে থাকে, হরিদ্রাভ সবুজ বর্ণের পাতলা মলত্যাগ করে, মাথার ঝুঁটি নীলাভ কালবর্ণে পরিণত হয় এবং ৮।১০ দিনের মধ্যেই মারা পড়ে। এই রোগ হইলে কিছুতেই দলের অন্য পাখীর সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত নহে। রোগী পাখীকে অপর পাখীর সহিত একত্রে বিচরণ করিতে দেওয়া এবং ঘরের মধ্যে থাকিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

ময়লা বা দূষিত জল পান করিলে, অস্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিলে, পচা অখাদ্য বা অধিক পরিমাণে নূতন শস্য খাইলে এই রোগ জন্মে। এক প্রকারের অতি ক্ষুদ্র জীবাণু পাখীর পেটের অন্ত্র ও যকৃতের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া দ্রুত বর্ধিত ও

বিস্তৃত হয় এবং যকৃৎ ও অন্ত্র খারাপ করিয়া ফেলে। এই রোগ চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করা সহজ নহে, সুতরাং রোগগ্রস্ত পাখীকে মারিয়া পুড়াইয়া ফেলাই যুক্তিসঙ্গত এবং যাহাতে অন্য পাখীর মধ্যে এই রোগের বিস্তার লাভ না করে সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার।

বাম্বেল ফুট (Bumble foot)

শক্ত বা পার্বত্য উঁচুনীচু জমিতে লাফালাফি করিলে, পায়ে কাঁচভাঙ্গা, কাঁটা ইত্যাদি ফুটিলে বা আঘাত লাগিলে এই রোগ হইয়া থাকে। ইহা ফোড়াজাতীয় রোগ, পায়ের তলা হইতে উপরের পর্দা পর্যন্ত ফুলিয়া উঠে, পাখী হাঁটিতে পারে না, খোঁড়াইতে থাকে। প্রথম অবস্থায় পায়ের তলায় আইওডিন লাগাইয়া দিলে সারিয়া যায়, নতুবা উহা কাটিবার আবশ্যক হয়। প্রথমে পায়ের তলা গরম জলে বেশ করিয়া ধুইয়া শুষ্ক নেকড়া বা তুলার দ্বারা মুছিয়া ফেলিতে হইবে। পরে ঢেরা কাটার মত, ধারাল ছুরির দ্বারা কাটিয়া ভিতরের সমস্ত পুঁজ বাহির করিয়া ফেলিয়া হাইড্রোজেন পারাক্সাইড দিয়া ধুইয়া পায়ের ক্ষতগর্ভে ক্রিষ্টাল আইওডিন ঢালিয়া দিয়া অল্প তুলা লিনিমেণ্ট আইওডিনে ভিজাইয়া ক্ষতমুখের উপরে রাখিয়া তাহার উপর খানিকটা তুলা দিয়া পরিষ্কার নেকড়ার দ্বারা উত্তমরূপে ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিতে হইবে। পাখী যেন উহা খুলিতে না পারে এবং অসমতল বা শক্ত জমিতে ছুটাছুটি না করে।

সর্দি (Cold)

হঠাৎ কোনরূপে ঠাণ্ডা লাগিলে ইহারা সাধারণতঃ সর্দিতে আক্রান্ত হয়। প্রধানতঃ বর্ষা ও শীতকালে সর্দি হইলে ইহারা হাঁচিতে থাকে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চায়, চক্ষু দিয়া জল পড়িতে থাকে এবং সময়ে সময়ে চক্ষু জুড়িয়া যায় ও জ্বরে কষ্ট পায়।

চিকিৎসা—এই রোগ মারাত্মক নহে বলিয়া প্রতিপালকেরা ইহার দিকে বিশেষ নজর দেন না। কিন্তু এই সর্দি হইতে নানারকম কঠিন রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। এই রোগ হইয়াছে জানিতে পারিলেই পাখীদের পাণীয় জলে পটাশ পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা উচিত। রোগাক্রান্ত পাখীর মুখ ও নাক আইজল ইত্যাদি মিশ্রিত জলে ডুবাইয়া দিলে ভাল হয়। মুখের ভিতর কফ হইয়াছে বুঝিলে লবণ মিশ্রিত জলে তুলা ভিজাইয়া তদ্বারা মুখ পরিষ্কার করিতে হইবে। নাকের ভিতর পটাশ দানা দিলেও সর্দি কমিয়া যায়।

সিকি গ্রেণ কুইনাইন সামান্য চিনির বা মিছরির জলে মিশাইয়া খাওয়াইলে উপশম হয়।

খেঁচুনি (Cramp)

সাধারণতঃ বাচ্চা অবস্থায় এক প্রকার অঙ্গগ্রহ বা খেঁচুনি রোগ জন্মে। অত্যন্ত দুর্বল হইলে ও ডিম্ব প্রসবকালে পাখীদের

সময়ে সময়ে এই রোগ হইতে দেখা যায়। সাধারণতঃ ভিজা বা স্যাঁতসেঁতে স্থানে থাকিলে বাচ্চাদের এই প্রকারের খেঁচুনি হয় বা খিল ধরিয়া থাকে। ৮।১০টী বাচ্চা পাখীকে চায়ের চমচের এক চামচ কড্‌লিভার অয়েল দিনে দুইবার করিয়া খাওয়ান দরকার।

বড় মুরগীদের এরূপ হইলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে চাহে ও সময়ে সময়ে খোঁড়াইয়া হাঁটে। উহাদের পায়ে দুই বেলা এলিম্যান্‌স এম্‌ব্রোকেসান (Elliman's Embrocation) নামক মালিশ ব্যবহার করিলে উপশম হয়। পায়ে নুনের পুঁটুলির সেক দেওয়া যাইতে পারে।

কেঙ্কার (Canker)

ইহা ডিপথিরিয়া জাতীয় ছোঁয়াচে রোগ। পাখীর জিহ্বায় ও মুখের মধ্যে এক প্রকারের ঘা হয়। ধাড়ী অপেক্ষা বাচ্চাদের এই রোগ বেশী হয়। পূর্ব হইতে সাবধান না হইলে মুখ ঘায়ে ভরিয়া যায় এবং দলের অন্য পাখীরও এই রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে। এই রোগগ্রস্ত পাখীরা কিছুই খাইতে চাহে না। কোন পাখীর এই রোগ হইয়াছে জানিতে পারিবামাত্র তাহাকে পৃথক করিয়া রাখিতে হইবে এবং পানীয় জলে সামান্য পরিমাণে পারম্যাঙ্গানেট অব পটাস মিশাইয়া দিতে হইবে। মুখের ঘা বোরিক এ্যাসিড অথবা হাইড্রোজেন পারাক্সাইড দিয়া ধুইয়া ঘায়ে বোরিক এ্যাসিড্ পাউডার অথবা গ্লিসারিণ লাগাইয়া

দিতে হয়। এই রোগ সাধারণতঃ ঋতু পরিবর্তনের সময় অর্থাৎ শীতের পর বসন্তের আগমনের সময় এই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

ক্লোসাইটিস (Cloacitis)

সাধারণতঃ মাদী পাখীদের মলদ্বারের মুখে ঘা হয় এবং উহা পচিয়া এই ব্যাধির সৃষ্টি। এই রোগগ্রস্ত পাখীর বিষ্ঠা হইতে ও জোড়ের নর পাখীর দ্বারা এই পীড়া অন্য মাদী পাখীতে সংক্রামিত হয়। পারম্যাঙ্গানেট অফ পটাস ও হাইড্রোজেন পারাক্সাইড দিয়া ক্ষতস্থান ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া কার্বলেটেড ভেসলিন অথবা আয়ডোফর্ম পাউডার লাগাইয়া দিতে হয়।

যকৃৎ ঘটিত পীড়া (Congestion of Liver)

এই রোগ হইলে পাখীর চিরুণী বা ঝুঁটির বর্ণ পরিবর্তিত হয়, পাখী হরিদ্রাভ মলত্যাগ করে ও উহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, চোখ বুজিয়া থাকিতে চায়, ঝুঁটি ক্রমশঃ নীলাভ হইতে থাকে, চঞ্চল ও অস্থির-ভাব আসে। রোগগ্রস্ত পাখীর আহারের বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। অধিক পুষ্টিকর, চর্বিযুক্ত বা কোন উত্তেজক খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নয়। পানীয় জলে এপসাম্ সল্ট ব্যবহার করা দরকার।

মস্তিষ্ক সংক্রান্ত পীড়া (Congestion of Brain)

মাথায় আঘাত লাগিলে অথবা দুপুরের প্রখর রৌদ্রে ঘুরিয়া বেড়াইলে উহারা মাথা ঘুরিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ে।

এজন্য উহাদের বিচরণের জমির মধ্যে মধ্যে আম, জাম, লেবু ইত্যাদি ফলের গাছ লাগাইলে উহা হইতে একটা আয়ও হইবে এবং পাখীরা রৌদ্রের সময় গাছের ছায়ায় আসিয়া বিশ্রাম করিতে পারিবে। গ্রীষ্মকালে জমির মধ্যে মধ্যে চালা বাঁধিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কোন পাখীকে ঘুরিয়া পড়িতে দেখিলে এইরূপ ছায়াযুক্ত শীতল স্থানে অথবা কোন নির্জন অন্ধকার ঘরে আনিয়া মাথায় আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা জলের সহিত ঝাপ্‌টা দিতে হইবে। গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে একদিন জলের সহিত এপসম্ সল্ট খাওয়াইলে উপকার হয়। এক ছটাক জলে সিকি চামচ এপসাম্ সল্ট মিশাইয়া দিতে হয়।

কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation)

বাচ্চাদের মধ্যেই অধিক দৃষ্ট হয়। ক্যাষ্টর অয়েল এবং অল্প পরিমাণে কাঁচা মাংস খাইতে দিলে নিবারিত হয়।

পান বসন্ত (Chicken Pox)

ইহা অতি ভীষণ সংক্রামক রোগ। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে ইহার প্রকোপ দেখা যায়। পার্শ্ববর্তী গ্রামে বসন্ত হইলেও অন্য পাখীদের দ্বারা অথবা বাতাসে ধূলার সহিত উহার বীজাণু উড়িয়া আসিতে পারে। মশা ও চিমড়ে মাছির দ্বারাও এই রোগ বিস্তার হয়। সময়ে সময়ে পাখীরা মারামারি করিয়া ঠোকরাইয়া যে ঘা হয়, তাহা হইতেও এই রোগ হইতে পারে।

এজন্য খুব সাবধানে থাকিতে হয়। ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্থানে পাখীদের এই রোগ হইতে দেখা যায়। আক্রান্ত পাখী-গুলিকে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন। স্থানান্তরিত করিবার পূর্বে Carbolised vaseline-এর দ্বারা অথবা সাবান-জলের দ্বারা মামড়িগুলি তুলিয়া ফেলা প্রয়োজন ও তথায় Iodine লাগাইয়া দিতে হয়। বড় পাখী অপেক্ষা বাচ্চাদের পক্ষে ইহা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। পাখীর মুখ, মাথা, ঝুঁটি প্রভৃতির সমস্ত অংশে ধূসর বা হরিদ্রাভ ছোট ছোট গুটি জন্মে এবং ব্যবস্থা না করিলে দ্রুত অন্য পাখীতে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। বসন্ত রোগ দেখা দিলে সর্বপ্রথমে আহার ও পানীয় জলের উপর লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পানীয় জলে পারম্যাঙ্গানেট অফ পটাস মিশাইয়া দিতে হইবে। এ সময় কোন উত্তেজক দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ। আহার্য দ্রব্যের সহিত সামান্য গন্ধকের গুঁড়া ব্যবহার করিতে পারা যায়। পীড়িত পাখীদের ঘোল খাওয়াইলে বেশ উপকার হয়। ৪ আউন্স কপার সালফেট ১ পাউণ্ড গরম জলে গুলিয়া ও দশ সের জলে অর্ধ আউন্স সালফিউরিক এ্যাসিড দিয়া মাটির পাত্রে (ধাতু পাত্রে মিশান নিষেধ) একত্রে মিশাইয়া রোগগ্রস্ত পাখীকে খাইতে দেওয়া উচিত। তুঁতের জলে গুটিগুলি ধুইয়া আইওডিন বা কার্বলেটেড্ ভেসলিন লাগাইয়া দিলে উপকার পাওয়া যায়। কোন পাখী এই রোগে মারা গেলে তাহার ঘর ও অন্যান্য জিনিষ-

পত্র কার্বলিক এ্যাসিড বা ফিনাইল দ্বারা ধুইয়া ফেলিতে হইবে। Pox vaccine ব্যবহার করা যাইতে পারে। Imperial Veterinary Research Instituteএ পাওয়া যায়। এই ঔষধ মাত্র যেগুলি অনাক্রান্ত পাখী তাহাদিগকেই দিতে হয়। টিকা দিবার পরে ১৪ দিন পর্যন্ত পাখীগুলিকে সাবধানে রাখা প্রয়োজন।

বোরিক কম্প্রেস দিয়া তৎপরে বোরিক মলম দিলেও ভাল হয়। ইহা অতিশয় মারাত্মক রোগ না হইলেও অবহেলা করা উচিত নয়; কারণ রীতিমত যত্ন ও ঔষধ না দিলে চক্ষু খারাপ হইতে পারে। এই রোগে বাচ্চা পাখীদের মুখে ঘা হইলে খাইতে না পারায় অধিকাংশ মরিয়া যায়।

কলেরা (Cholera)

ইহা অতি ভয়াবহ সংক্রামক রোগ। পাখী হল্‌দে জলের ন্যায় ফেনাযুক্ত মলত্যাগ করে, কখনও কখনও হলদে মলের সহিত সবুজবর্ণ মিশান থাকে। শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, পিপাসা বর্ধিত হয়, শরীরের তাপ বৃদ্ধি পায়, ঝিমাইতে থাকে ও চলিতে গেলে টলিয়া পড়ে। অখাদ্য জিনিষ ভক্ষণ করিলে, পচা বা দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য খাইলে, বাতাস বা ধুলার সহিত এই রোগের বীজাণু কোনরূপে শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে এই রোগে আক্রান্ত হয় ও এইভাবে অন্যান্য পাখীর

শরীরে সংক্রামিত হইয়া পড়ে। অন্য পাখীতে যাহাতে এই রোগ সংক্রামিত হইতে না পারে এজন্য কোন পাখীর এরূপ রোগের লক্ষণ দেখিলেই তাহাকে তৎক্ষণাৎ অন্য স্থানে সরাইয়া ফেলিতে হইবে। এই রোগে পাখী প্রায় বাঁচে না, ৩।৪ দিনের মধ্যেই মারা যায়। সুবিধা থাকিলে রোগাক্রান্ত পাখীকে ৪।৫ ফোঁটা ক্লোরোডাইন ১ ছটাক পানীয় জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইতে হয়। দিনের মধ্যে ৫।৬ বার অথবা ২-২॥০ ঘণ্টা অন্তর এই ঔষধ খাওয়াইতে হয়। তা ছাড়া এই রোগে আক্রান্ত পাখীকে ১ আউন্স অলিভ অয়েল, ১ ড্রাম ক্রিওজট একত্র মিশাইয়া দিনে ৪।৫ ফোঁটা করিয়া জলের সহিত খাওয়াইলেও সুফল পাওয়া যায়। রোগগ্রস্ত পাখীকে চিকিৎসা করার অপেক্ষা বিনষ্ট করিয়া ঘরের অন্যান্য পাখীকে নিরাপদ করা ভাল। এই সময়ে সর্বদা পানীয় জলে পটাস পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করিলে ও প্রতি একশত সুস্থ পাখীকে ১ পাউণ্ড এপসাম সল্ট খাওয়াইলে এই রোগে আক্রান্ত হইবার ভয় থাকে না। এই রোগের বীজাণু নানাভাবে সুস্থ মুরগীর দেহে প্রবিষ্ট হইয়া বিস্তৃত হইতে পারে, এজন্য বিশেষ সাবধানে থাকা দরকার। এই রোগে মৃত পাখীকে তৎক্ষণাৎ পোড়াইয়া ফেলিতে হয় এবং ঘরের মধ্যে সংক্রামক বীজাণু-নাশক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়। আহারের পাত্রাদি কার্বলিক এ্যাসিডের জলে না ধুইয়া অন্য মুরগীকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়।

চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য লাভ করিলেও সহসা উহাকে অন্য পাখীর সহিত মিশিতে দেওয়া উচিত নয়। এই রোগে সিরাম ও ভ্যাক্সিন্ ব্যবহার করা যাইতে পারে। প্রতি মাত্রার মূল্য যথাক্রমে ৶০ ও ৷১০।

ডিপথিরিয়া (Diptheria)

এই রোগে পাখীর গলায় ঘা হয়, জ্বর ও পেটের অসুখ করে। ঠোঁটে, গলায়, জিহ্বার নীচে ও চোখে একপ্রকারের হল্‌দে রঙের পর্দা পড়ে। এইরূপ লক্ষণ দেখিবামাত্র মুরগীকে দল হইতে সরাইয়া ফেলা দরকার। ইহা অতি ছোঁয়াচে রোগ, সুতরাং পূর্ব হইতে সাবধান না হইলে অন্যান্য মুরগীদের মধ্যে সংক্রামিত হইতে পারে। ক্ষত স্থানে হাইড্রোজেন পারাক্সাইড দিয়া ধুইয়া আইওডিন লাগাইয়া দিতে হয়। মৃত পাখীকে অবিলম্বে পোড়াইয়া ফেলা উচিত এবং সেই ঘর বীজাণুনাশক ঔষধের দ্বারা ভাল করিয়া ধুইয়া দেওয়া দরকার।

শোথ (Dropsy)

এই রোগে আক্রান্ত হইলে পাখীর তলপেট ঝুলিয়া পড়ে। সাধারণতঃ বৃদ্ধ বা বয়স্ক পাখীদের এই রোগ হইতে দেখা যায়। পাখীর তলপেট ঝোলা দেখিলেই এই রোগ হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া উচিত নহে। অধিক ডিম দিবার কারণেও

পাখীর পেটের তলদেশ ঝোলা ঝোলা দেখায়। এই রোগ তত মারাত্মক নহে। পাখীর আহারের সম্বন্ধে একটু লক্ষ্য রাখিতে হয় এবং পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া কর্তব্য। পানীয় জলে মধ্যে মধ্যে সামান্য পরিমাণে এপসাম্ সল্ট অথবা সালফেট্ অফ আয়রণ মিশাইয়া দিতে হয়।

আমাশয় (Dysentery)

অপরিষ্কার, ভিজা বা স্যাঁতসেঁতে স্থানে থাকা, দূষিত বা পচা খাদ্য আহার করা, অপরিষ্কার ময়লা জল পান করা, ভুক্ত খাদ্যদ্রব্য হজম না হওয়া ইত্যাদি নানা কারণে এই রোগ জন্মিয়া থাকে। বাচ্চা পাখীদের সময়ে সময়ে আমের সহিত রক্তও বাহির হইয়া থাকে। এই রোগে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবহারে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

অলিভ অয়েল (Olive oil)	১ আউন্স
ইউক্যালিপটাস অয়েল (Eucalyptus oil)	১ ড্রাম
ক্রিয়সোট (Medicinal Creosote)	১ ড্রাম

উপরোক্ত ঔষধগুলি একত্রে মিশাইয়া বয়স্ক পাখীদের চায়ের চামচের এক চামচ এবং বাচ্চাদের অর্ধ চামচ পরিমাণে প্রতি দশটী পাখীর খাদ্যের সহিত মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।

পেটের অসুখ (Diarrhoea)

সাধারণতঃ ঋতু পরিবর্তনের সময়ে, আহারের গোলমালে, অতিরিক্ত আহার করিলে, অখাদ্য খাইলে, ভুক্তদ্রব্য হজম করিতে না পারিলে, এক ঘরের মধ্যে অধিকসংখ্যক পাখী ঠাসাঠাসি করিয়া রাখিলে, পেট গরমে এই রোগ হইতে পারে। সাধারণ পেটের অসুখে পাখীকে ঘোল খাওয়াইলে উপকার হয়। এ সময়ে উহাদের আহারের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। ১ ড্রাম মেডিসিনাল ক্রিয়সোট ও তিন আউন্স অলিভ অয়েল একত্রে মিশাইয়া মিশ্রিতখাদ্যের সহিত খাইতে দিলে উপশম হয়। তা দিবার সময় মুরগীরা কখনও কখনও পেটের অসুখে ভুগিয়া থাকে। উহারা পাতলা, সবুজ বা হরিদ্রাবর্ণের দুর্গন্ধযুক্ত মলত্যাগ করে। এরূপ অবস্থায় ৫।৬ ফোঁটা ক্লোরোডাইন অর্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া পাখীকে দিনে ২।৩ বার খাওয়াইতে হয়।

কখনও মুরগীরা পাতলা চুনের ন্যায় সাদা আটার মত মলত্যাগ করে। এইরূপ পেটের অসুখে পাখীরা বড় কষ্ট পায়। ক্ষুধা কমিয়া যায়, দুর্বল হইয়া পড়ে, নিঝুম হইয়া থাকে। কক্-সিডিয়ান বাকটিরিয়া নামক বীজাণু হইতেই এই রোগের সুত্রপাত হয়। একবার হইলে ইহা সহজে ছাড়িতে চাহে না। রোগগ্রস্ত পাখীকে অন্য সুস্থ পাখীর সহিত রাখা উচিত নয়।

এইরোগে নিম্নলিখিত ঔষধগুলির ব্যবহারে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

আইওডিন (Iodine)—½ আউন্স, পটাসিয়াম আইওডাইড (Potassium Iodide)—½ আউন্স ও ডিষ্টিল্ড ওয়াটার (Distilled Water)—২ পাউণ্ড।

উপরোক্ত ঔষধগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া উহার অর্ধ পাউণ্ড /১ সের কাঁচা দুধের সহিত মাটীর পাত্রে জ্বাল দিতে হইবে, উহা বুদ্বুদ আকারে ফুটিলেই নামাইয়া লইতে হইবে। প্রতি গ্যালন বা /৫ সের পানীয় জলের সহিত ১ পাউণ্ড পরিমাণে উক্ত মিশ্রণ মিশাইয়া পাখীদের খাওয়াইতে হইবে।

চক্ষুরোগ (Eye Disease)

সাধারণতঃ ঠাণ্ডা লাগায় মুরগীদের মধ্যে চক্ষুরোগ দেখা দেয় ও ইহাতে বড় কষ্ট পায়। বড় পাখীর অপেক্ষা বাচ্চারা ইহাতে অধিক ভুগিয়া থাকে। পাখীর চোখে পিঁচুটী জমে ও চক্ষু দিয়া জল পড়িতে থাকে। সত্বর চিকিৎসা ও ব্যবস্থা না করিলে চক্ষু জুড়িয়া যায় ও চোখে ঘা হয়। কোন মুরগীর এরূপ চক্ষুরোগ হইলে গরম জলে বোরিক পাউডার অথবা হাইড্রোজেন পারাক্সাইড দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। একভাগ ভেসলিন ও সিকিভাগ আইওডাফর্মের গুঁড়া একত্রে মিশাইয়া চোখে লাগাইলে উপকার হয়। আধ পোয়া

জলে এক তোলা মৌরী ভিজাইয়া তাহাতে দুই গ্রেণ ফট্‌কিরি গুলিয়া চক্ষুতে সেই জল দিলেও রোগ সারে।

অন্ত্র প্রদাহ (Enteritis)

এই রোগে পাখীর মলের বর্ণ হলুদ ও সবুজ হয় এবং পাতলা মলের সহিত রক্ত বাহির হয়। পাখীর মাথার চিরুণী (ঝুঁটি) ফ্যাঁকাশে হয় ও পরে কালচে হইয়া যায় এবং পাখী অস্থির হইয়া পড়ে। সাধারণতঃ অখাদ্য বা বিষাক্ত খাদ্য খাইলে, দুর্গন্ধময় ভিজা স্যাঁতসেঁতে স্থানে থাকিলে এই রোগ জন্মে। এই রোগ-গ্রস্ত পাখীর মলের মধ্যস্থ বীজাণু অন্য পাখীর দেহে কোনরূপে প্রবিষ্ট হইলে তাহারও রোগ জন্মে সুতরাং ইহা সংক্রামক রোগের মধ্যে গণ্য। এজন্য রোগগ্রস্ত পাখীকে অন্য স্থানে সরাইয়া ফেলিতে হইবে এবং ঐ স্থানে সংক্রামক বীজাণুনাশক ঔষধ ছিটাইতে হইবে। ঐ পাখীর আহারের পাত্রাদি কার্বলিক এ্যাসিডের জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়। জলে পারম্যাঙ্গানেট অফ পটাস ব্যবহার করা কর্তব্য।

পীড়িত মুরগীকে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি খাওয়াইলে উপকার হইবে।

৮ আউন্স খদির চূর্ণ
২ ,, ক্যালসিয়াম ফেনল সালফোনেট চূর্ণ
২ ,, সোডিয়াম্ ফেনল সালফোনেট চূর্ণ
৪ ,, জিঙ্ক সালফেট চূর্ণ

প্রতি এক গ্যালন পানীয় জলে এক চা-চামচ পূর্ণ উপরোক্ত ঔষধ গুলিয়া এক সপ্তাহ পর্যন্ত পান করিতে দিতে হয়। আক্রান্ত পাখীকে ফেঁসো বা আঁশযুক্ত খাবার, যেমন ভুসি, আলফালফা (লুসার্ণ) প্রভৃতি দিতে নাই। এক চামচ অলিভ অয়েল এক ছটাক জলের সহিত মিশাইয়া খাওয়াইলেও উপকার হইবে; ইহাতে তাহার পেট পরিষ্কার হইয়া যাইবে। পাখী অল্প সুস্থ হইলে ঘোল খাইতে দিতে পারা যায়।

হাই তোলা (Gape)

ইহা অতি আশঙ্কাজনক সংক্রামক পীড়া। এই রোগাক্রান্ত হইলে মুরগীর স্ফূর্তি থাকে না, আহারে তেমন রুচি থাকে না, ঘন ঘন হাই তুলিতে থাকে। সাধারণতঃ বাচ্চা মুরগীদের এই রোগ অধিক হইতে দেখা যায়। রোগাক্রান্ত ছোট পাখীদের আস্তে আস্তে ধরিয়া উহাদের ঠোঁট ফাঁক করিয়া পালকের অগ্রভাগ গলনালীর মধ্যে আস্তে আস্তে প্রবেশ করাইয়া ও অল্প নাড়িয়া লবণ খাওয়াইয়া দিলে উহার নলির মধ্যস্থ লাল বীজাণু নষ্ট হয়। পাখীর খাইবার পাত্রাদি বিশেষ পরিষ্কার রাখা দরকার এবং উহাদের পানীয় জলে পটাস্ পারম্যাঙ্গানেট মিশাইয়া দিতে হয়। চুনে এই রোগের বীজাণু নষ্ট হয়, এজন্য এই রোগগ্রস্ত পাখীকে যেখানে রাখা হইবে তথায় চুন ছড়াইয়া দিলে উপকার হয়। রোগাক্রান্ত পাখীকে কোন ছিদ্রযুক্ত কাঠের বাক্সে পুরিয়া কোন নল দিয়া তামাকের

ধোঁয়া ছিদ্রপথে বাক্সের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে উপকার হয়।

রাণীক্ষেত (Ranikhet)

ইহা একপ্রকারের মস্তিষ্ক রোগ, এদেশে নূতন। সাধারণতঃ বসন্তকালে ও গরমের সময়ে ইহার অধিক প্রকোপ দেখা যায়। এই রোগের কোন বাংলা নামকরণ হয় নাই। যুক্তপ্রদেশের রাণীক্ষেত নামক স্থানে প্রথমে এই রোগ হইতে দেখা যায়, সেজন্য উক্ত স্থানের নাম অনুসারে ইহার রাণীক্ষেত নামকরণ হইয়াছে। ইংলণ্ডে ইহাকে নিউ ক্যাসল (New castle) রোগ বলে এবং কোন কোন স্থানে সিডোপেষ্ট (pseudopest) বলিয়া থাকে।

ইহা অতি ভীষণ সংক্রামক ব্যাধি, সুতরাং খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক। এই রোগে পাখী প্রথমে খাইতে চায় না, ক্ষুধা নষ্ট হয়, ঝিমাইতে থাকে, হজম শক্তি কমিয়া যায়, পাতলা মলত্যাগ করে, মলের রং সাদা, সবুজ, কখনও বা মিশ্রিত বর্ণের মল ত্যাগ করিতে দেখা যায়, পচা দুর্গন্ধ মল বাহির হয়, পাখীর গলার থলি ফুলা ফুলা দেখায়। নাক দিয়া এক প্রকারের দুর্গন্ধযুক্ত আটাল শক্ত পদার্থ বাহির হয়। পাখী অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, গলায় ঘড় ঘড় শব্দ হয়, শ্বাসপ্রশ্বাস ফেলিতে কষ্ট বোধ করে এবং ৩।৪ দিনের মধ্যেই

মারা পড়ে। কোন কোন স্থানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পাখীকে মরিতে দেখা গিয়াছে।

এই রোগের কোন ঔষধ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং এই রোগ যাহাতে সংক্রামিত হইতে না পারে এজন্য বিশেষ সাবধান হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এই রোগ দেখা দিলে উহাদের পানীয় জলে সর্বদা পটাস পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা দরকার। এরূপ পরিমাণে উহা জলের সহিত মিশান দরকার যেন জল অল্প লালচে হয়। উহা পরিমাণে অধিক হইলে অনিষ্টকর। পাখীদের খাদ্যের সহিত কর্পূরচূর্ণ ব্যবহার করিলে উপকার হয়। ৫০টী পাখীর খাদ্যের সহিত এক আউন্স কর্পূর মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। সর্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের ন্যায় এক প্রকারের ক্ষুদ্র বীজাণুর দ্বারা এই রোগ বিস্তার লাভ করে, সুতরাং রুগ্ন পাখীর মলমূত্র যেন অন্য পাখীতে ঘাঁটিতে না পায়। সংক্রামক রোগ দেখা দিলে যে নিয়মে চলা হয় এই রোগেও সেই নিয়মে চলা উচিত। রোগগ্রস্ত পাখীর উপর মমতা না করিয়া তাহাকে অবিলম্বে পোড়াইয়া বা পুঁতিয়া ফেলা উচিত। রোগগ্রস্ত পাখীদিগকে শুশ্রূষা করিতে যাওয়ার অপেক্ষা উহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়া অন্য পাখীকে নিরাপদ করা ভাল। এই রোগ হইতে কোনরূপে আরোগ্যলাভ করিলেও পাখীদের দুর্বলতা সারিতে অনেক

সময় লাগে এবং উহারা কিছুদিন পর্যন্ত ডিম পাড়িতে অক্ষম থাকে। নিম্নলিখিত ঔষধগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া পাখীর বয়স অনুসারে সিকি ড্রাম হইতে অর্ধ ড্রাম পর্যন্ত প্রতি মাত্রায় এবং রোগ বর্ধিত হইলে দিনে দুইবার অথবা তিনবার পর্যন্ত খাওয়াইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে।

পটাসিয়াম আইয়োডাইড (Potassium Iodide)	২½ গ্রেণ
আইওডাম (Iodam)	২½ গ্রেণ
পরিস্রুত জল (Distilled Water)	⅛ পাউণ্ড

যদিও এই রোগের বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ কোন কার্যকরী ঔষধ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু পালকবর্গের সমবেত চেষ্টায় এই রোগ ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইতে পারে। খুব কড়াকড়িভাবে কোয়ারেণ্টাইন (Quarantine)-এর ব্যবস্থা এবং যাহাতে রোগ-বীজাণু ছড়াইতে না পারে সেজন্য নূতন আমদানী পাখীগুলিকে দুই সপ্তাহ সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য ঝাঁক হইতে পৃথক রাখিতে হইবে। তাহার পরে যে সমস্ত পাখী খাঁচায় আনিতে হয় সেগুলিকেও দূরে দূরে সরাইয়া রাখা প্রয়োজন, কারণ পাখীরা পীড়িত না হইলেও সর্বপ্রথমে এই ভাবেই নাকি বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে এই রোগ আমদানী হইয়াছে। কাক এবং অন্যান্য পাখীদিগকে যথা হাঁস, পায়রা, কাকাতুয়া প্রভৃতিকেও দূরে রাখা প্রয়োজন। কাকগুলিকে তাড়াইবার জন্য নিকটবর্তী সমস্ত গাছ কাটিয়া ফেলা এবং

প্রয়োজন হইলে কিছু কিছু কাক গুলি করিয়া মারিয়া ফেলাও প্রয়োজন হইতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া এই উপায়ে সে দেশের এই পীড়া দমন করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই রোগের টিকা আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আবিষ্কারক একজন ভারতীয় কিন্তু আজও সাধারণের ব্যবহারের জন্য পাওয়া যায় নাই।

যখন মুরগীর ঝাঁকে এই পীড়া দেখা যায় তখন কবিরাজী মতের নিম্নলিখিত ঔষধ প্রয়োগে উহাদের কতকটা আরোগ্যলাভ হইতে পারে। চাল্‌তাপাতা বাটিয়া জলে গুলিয়া পাখীর ঝাঁককে সেই জল খাওয়াইতে হয়। সপ্তাহে ১ বার ১ মাত্রা মোট ৩ সপ্তাহে তিন মাত্রা খাওয়াইতে হয়। ইহার বেশী খাওয়াইবার দরকার হয় না।

বাত (Rheumatism)

মুরগীরা সময়ে সময়ে বাতরোগে আক্রান্ত হয়। বাতরোগ-গ্রস্ত হইলে উহারা চলিতে পারে না। এ সময়ে উহাদের একটু সাবধানে রাখিয়া শুশ্রূষা করিতে হয় এবং আহারের সুবন্দোবস্ত করিতে হয়। বাতযুক্ত স্থানে টার্পিন তেল মালিস করিলে উপকার হয়।

রুপ (Roup)

সাধারণতঃ পাখী দুর্বল হইলে এবং ঠাণ্ডা লাগিলে এই রোগ হয়। অত্যধিক ঠাণ্ডা পড়িলে অথবা শীতকালে ইহাদের খুব সাবধানে রাখিতে হয়। ইহা অতি ছোঁয়াচে রোগ।

পাখীর নাকের ও মুখের ভিতরে ঘা হয়, চক্ষু ফোলে এবং নাকের মধ্য হইতে এক প্রকারের দুর্গন্ধ বাহির হয়। ঝাঁকের মধ্যে এই রোগের বিস্তার ঘটিলে আরোগ্য করা বড় শক্ত, সুতরাং রোগাক্রান্ত পাখীকে, সুবিধা থাকিলে দূরে কোন গরম শুষ্ক বায়ু চলাচল স্থানে সরাইয়া অবিলম্বে উহার চিকিৎসা করিতে হইবে। প্রথমাবস্থায় পাখীর মস্তক উষ্ণ জলে ধুইয়া দিয়া হালকা খাদ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হয়। সিদ্ধ আলু ও ভুট্টা কিছু পিপুলের গুঁড়ার সহিত মিশাইয়া খাইতে দিতে পারা যায়। মৃত পাখীকে পোড়াইয়া বা পুতিয়া ফেলাই শ্রেয়ঃ। পানীয় জলে পারম্যাঙ্গানেট অফ পটাশ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিতে হয়। ইহার চিকিৎসাবিধি ক্যান্সারের (Cancer) মত।

পায়ের আঁশরোগ (Scaley Leg)

সময়ে সময়ে মুরগীদের পায়ের সমস্ত অংশে মাছের আঁশের মত এক প্রকারের সাদা আঁশযুক্ত রোগ দেখা যায়। প্রথম হইতে প্রতিকার না করিলে এই রোগ বাড়িয়া যায় ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এক প্রকারের অতি ক্ষুদ্র জীবাণু ইহার মধ্যে বাস করে। ইহা সংক্রামক ব্যাধি। বালুকাময় অথবা শুষ্ক আবহাওয়াযুক্ত স্থানে মুরগীদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। বয়স্ক দেশী মুরগীরা বেশীর ভাগ এই রোগে কষ্ট পায়। রোগ-গ্রস্ত পাখীর পায়ের আঁশ সাবানের জলে উত্তমরূপে ধুইয়া

পরিষ্কার করিয়া কেরোসিন তৈল তুলার তুলিতে করিয়া লাগাইয়া দিতে হয়। দুই ভাগ মসীনার তেলের সহিত এক ভাগ প্যারাফিন্ তৈল মিশাইয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত লাগান উচিত। ৫।৬ দিন নিয়মিতভাবে দুই তিন বার করিয়া লাগাইলে রোগ সারিয়া যায়।

যক্ষ্মা (Tuberculosis)

ইহা বংশগত ও অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। যে কোন পাখীর এই রোগ থাকিলে তাহার বাচ্চাদের মধ্যেও যথাসময়ে এই রোগ প্রকাশ পায়। রোগাক্রান্ত পাখীর মলমূত্র হইতেও এই রোগের বিস্তৃতি ঘটে। এই রোগে পাখী অত্যন্ত হালকা হইয়া যায়। চিকিৎসার দ্বারা পাখীর এই রোগ আরোগ্য করা সহজ নয়। এই রোগাক্রান্ত পাখী যেন কোনমতে ঝাঁকের বা সমষ্টির মধ্যে স্থান না পায়। রোগগ্রস্ত পাখীকে মারিয়া পুড়াইয়া ফেলাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। পাখীর ঘর ও চতুর্দিক বীজাণুনাশক ঔষধ দ্বারা ধুইয়া দেওয়া উচিত।

কণ্ঠ ও শ্বাসনালী প্রদাহ (Laryngo Tracheitis)

রোগের কারণ এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম ছুঁৎধরা বা স্পর্শক্রম বিষ। এই বিষের লক্ষণ পক্ষীদেহে প্রবেশের দুই হইতে ২১ দিনের মধ্যে পরিস্ফুট হয়। পক্ষীর শারীরিক শক্তির অনুপাতে কম বা বেশী সময়ে বিষের তীব্রতা ও এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

হঠাৎ পাখীর শ্বাসকষ্ট হয় ও কাশিতে আরম্ভ করে। গলা ও মাথা সোজা সম্মুখদিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে চোখ বুজিয়া হাঁ করিয়া খুব ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় ধরিয়া শ্বাসগ্রহণ করে। প্রতিবার শ্বাস লওয়া শেষ হইলেই গলা ও মাথা স্বাভাবিক স্থানে ফিরিয়া আসে ও শ্বাস ফেলে। গলার মধ্যে ঘড় ঘড় বা শাঁই শাঁই শব্দ করে ও পাখী সময়ে সময়ে গলার শ্বাসনালীর মধ্য হইতে কিছু বাহির করিয়া ফেলিবার জন্য খুব জোরে মাথা ঝাড়ে। মাঝে মাঝে উহাদের শ্বাসনালী হইতে রক্ত ও রক্তমিশ্রিত কফ বাহির হইতে দেখা যায়। কোন কোন রুগ্ন পাখীর মাথার চিরুণী (ঝুঁটি) নীলাভ বর্ণে পরিবর্তিত হয়, চোখ দিয়া জল পড়ে ও নাক দিয়া সর্দি ঝরে। এই রোগ হইলে পাখী বাঁচে না। বাঁচিলেও তাহারা এই রোগ অন্য পাখীতে বহন করে। সেজন্য যতই মূল্যবান পাখী হোক না কেন, মায়া-মমতা না করিয়া মারিয়া পোড়াইয়া ফেলা অন্য সমস্ত ঝাঁকের পক্ষে নিরাপদ।

টাইফয়েড (Typhoid)

এই রোগে পাখীর পিপাসা বর্ধিত হয়, জ্বর ও উত্তাপ বাড়ে, ক্ষুধা থাকে না, দুর্বল হয়, ডানা ঝুলিয়া পড়ে, ঘাড় গুঁজিয়া থাকে, ঝিমাইতে থাকে, মাথার চিরুণী ও ঝুঁটির বর্ণ ফিকে হইয়া যায়, সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণের দুর্গন্ধ মলত্যাগ করে। টাইফয়েড রোগগ্রস্ত পাখীর রক্তহীনতা বা এনিমিয়া

হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। রুগ্ন পাখীর মল হইতে অন্য পাখীতে এই রোগ সঞ্চারিত হইতে পারে, এজন্য ভাল পাখীকে সাবধানে রাখিতে হয়। পানীয় জলে পারম্যাঙ্গানেট ব্যবহার করা দরকার। এই রোগে পাখী ১৪।১৫ দিনের মধ্যে মারা যায়। ঘর দোর বীজাণুনাশক দ্রব্যের দ্বারা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। কোনরূপে আরোগ্য লাভ করিলেও কোন না কোন অঙ্গহানি হইয়া থাকে।

পক্ষাঘাত (Paralysis)

মুরগীর ঝাঁকে কখন কখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত মুরগী দেখা যায়। এই রোগের কারণ ও নিদানতত্ত্ব আজও অজ্ঞাত। অনেকে অনুমান করেন যে পিতামাতার বীজদোষে এই রোগ জন্মায়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, শিশু অবস্থায় ছোঁয়াচ লাগিয়াও এই রোগ হইতে পারে। সেজন্য পীড়াগ্রস্ত পাখীকে ঝাঁক হইতে বিদায় করা কর্তব্য। এই রোগের কতিপয় লক্ষণ নিম্নে দেওয়া হইল। যথা—সাধারণতঃ পক্ষাঘাতে, খঞ্জত্ব, ডানা ঝুলিয়া পড়া, ঘাড় ও মাথা বাঁকা, বাহ্যিক অবস্থা ঢিলা, অন্ধত্ব, গাল-ফুলা, খাবি খাওয়া ও পেটের অসুখ হয়।

কৃমি (Worm)

মুরগীর পেটের মধ্যে কৃমি জন্মিয়া থাকে, ইহাতে পাখীরা বড় কষ্ট পায়। ইহা আভ্যন্তরীণ রোগ, বাহিরে বিশেষ

কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না, এজন্য সহসা এই রোগ ধরাও যায় না। সাধারণতঃ পেটে কৃমি হইলে পাখীদের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় এবং অপরিষ্কার খাদ্য খায়, চঞ্চল হয়, রোগা হইয়া যায় এবং কখনও বা মলের সহিত কৃমি পড়িতে দেখা যায়। তখন সাবধানে ইহার চিকিৎসা করা দরকার।

ময়লা খাইলে মল পরিষ্কার না হইলে মুরগীর পেটের মধ্যে চেপ্টা ও গোলাকৃতি কৃমি জন্মিয়া থাকে। এজন্য মধ্যে মধ্যে মুরগীকে ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়ান উচিত। ইহাতে মুরগীর পেট পরিষ্কার হইয়া যায়। অর্ধসের আন্দাজ মতিহারী তামাক-পাতা /৫ সের জলে ৩।৪ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া এক পাউণ্ড ক্যাষ্টর অয়েলের সহিত মিশাইয়া ১০০ পাখীকে ২।৩ মাস অন্তর একবার করিয়া খালিপেটে খাওয়াইলে মলের সহিত গোলাকার কৃমি বাহির হইয়া আসে। তামাকপাতায় নিকোটাইন্ সালফেট (Nicotine Sulphate) আছে, ইহা কৃমির পক্ষে উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। অন্যথা মুরগীকে সমস্ত দিন কিছু খাইতে না দিয়া রাত্রে এক চামচ এপসাম সল্ট দিয়া পরদিন প্রাতে টার্পিন তেল ও অলিভ অয়েল সমপরিমাণে অর্ধ চামচ করিয়া প্রতি পাখীকে খাওয়াইতে হয়। ইহাতে মুরগীর মলের সহিত চ্যাপ্টাজাতীয় কৃমি বাহির হইয়া আসে। ২।১ মাস অন্তর মুরগীকে মধ্যে মধ্যে জোলাপ খাওয়াইলে উহার পেট পরিষ্কার হইয়া যায়।

ইহা ব্যতীত অল্প বয়স্ক মুরগীর গলার ভিতরাংশে লাল-বর্ণের ছোট এক প্রকারের কৃমি কীট জন্মিয়া থাকে, ইহাকে 'গেপ' ওয়ার্ম বলে। এই কীট মলের সহিত বা অন্য প্রকারে বাহির হইয়া ঘাসের ডগায় ডিম পাড়িয়া থাকে। পাখীরা সেই ঘাস খাইলেই এই ডিম উহাদের পেটের মধ্যে প্রবেশ করে ও তথায় ডিম ফুটিয়া বাচ্চা হয়। এইভাবে উহারা নিজেদের বংশ বৃদ্ধি করে। সিকি পাউণ্ড অলিভ অয়েল ও ১ ড্রাম ক্রিওসোট একত্রে মিশাইয়া চায়ের চামচের এক চামচ পরিমাণে অল্পবয়স্ক পাখীকে খাওয়ান উচিত। অন্য কোন পাখী যেন উহাদের মলমূত্র স্পর্শ না করে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে, অপরিষ্কার স্থানে রাখিলে, অপরিষ্কার খাদ্য খাওয়াইলে মুরগীর যেমন আভ্যন্তরীণ নানা-বিধ দৈহিক রোগ হয় সেইরূপ শরীরের বহিরাংশেও নানা-প্রকারের পোকার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। গায়ে পোকা হইলে ক্ষুধা কমিয়া যায়, হজম শক্তি নষ্ট হয় ও দুর্বল হইয়া পড়ে এবং এজন্য উহারা স্থির হইয়া তায়ে বসিতে পারে না। এইরূপ মুরগীকে তায়ে বসিতে দিলে নিয়মিত তা দেওয়ার বিঘ্ন ঘটে এবং ডিম খারাপ হইয়া যায়। মুরগীর গায়ের পোকা বাচ্চাপালন কালে তাহাদের শরীরেও আশ্রয় লয় এবং এইরূপে উহা অন্যান্য পাখীর শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সকল কীট বা পোকা পাখীর গায়ের পালকের

মধ্যে আত্মগোপন করিয়া উহাদের শরীরের রক্ত শোষণ করে। ফলে পাখী অস্থির ও চঞ্চল হয় এবং ক্রমে দুর্বল হইয়া পড়ে। এজন্য কোন নূতন মুরগীকে ঘরে স্থান দিবার পূর্বে ভাল ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং যাহাতে পোকা না ধরে তাহারও ব্যবস্থা করা দরকার। মুরগীর ঘরের মধ্যে কোন স্থানে ফাঁক বা ফাটা থাকিলে এই সমস্ত পোকারা উহার মধ্যে আশ্রয় লইয়া বংশ বিস্তার করিতে পারে। এজন্য ঘরের দরজা, জানালা, বেড়া প্রভৃতি সমস্ত জিনিসে পুরু করিয়া আলকাতরা লাগাইয়া ফাঁক বন্ধ করিয়া দেওয়া দরকার। মধ্যে মধ্যে বসিবার দাঁড়গুলিতে ক্রিওসোট লেপন করা কিংবা সপ্তাহে দুই তিনবার ফিনাইল দ্বারা ঘর ধুইয়া দিলে উপকার হয়। মুরগীর গায়ে সাধারণতঃ চারি প্রকারের পোকা বাস করে। নিম্নে উহাদের নাম ও বিবরণ প্রদত্ত হইল; যথা—(১) ডাঁশ (Mites), (২) উকুন (Lice), (৩) চিমড়ামাছি (Fleas) ও (৪) আঁটুলি (Tick)।

ডাঁশ (Mites)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অষ্টপদযুক্ত এক প্রকারের পোকা। প্রায় ইংরাজী ফুলষ্টপের অপেক্ষা বড় নহে। সময়ে সময়ে রৌদ্র কিরণে তাহাদিগকে পাখীর সারাদেহের উপর বিস্তীর্ণ দেখা যায় ও মনে হয় যেন পাখীর গায়ে কেহ লঙ্কার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়াছে।

সাধারণতঃ পোকাগুলি পালকের গোড়ায় বসবাস করে। কোন কোন জাতীয় পোকা আবার প্রকৃতপক্ষে চামড়ার মধ্যে খোঁদল করিয়া থাকে কিংবা চামড়ার নীচে মাংস পর্যন্ত পৌঁছায়। তাহাদের দৌরাত্ম্যে পাখীগুলি ছটফট করিয়া বেড়ায় ও চুলকাইতে থাকে। রাত্রে তাহারা বাসা ছাড়িয়া লাফাইয়া ছুটাছুটি করে। ডিম কম পাড়ে, দুর্বল হয়, এমন কি অশান্তি ও অনিদ্রাজনিত কষ্টে মরিয়া যায়। বাচ্চাগুলি বড় হইতে পারে না। বাসার Sanitary অবস্থা ভাল না হইলে এই পোকার আক্রমণ বেশী দেখা যায় এবং বহু পাখী মারাও যায়।

(ক) The Scaly leg mites—ইহা ছাড়া Scaly leg রোগ হয়। কেহ কেহ বলেন এই জাতীয় mites পাখীর পায়ের পালকযুক্ত স্থানে খোঁদল কাটিয়া বাসা করে ও তাহার দরুণ খুব অল্প পরিমাণে খড়ের বর্ণের রস তথা হইতে নির্গত হয়। ঐ রস জমিয়া শল্কের আকার ধারণ করে। খুব বেগে আক্রমিত হইলে পায়ের গাঁট ফুলিতে দেখা যায় এবং পাখী খোঁড়াইতে থাকে। চুলকান অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পায়।

(খ) The Depluming mite—এই পোকাগুলি পাখীর পৃষ্ঠদেশে, ঘাড়ে, গলায় ও মাথাতে বাসা বাঁধে। অতিশয় আক্রমিত হইলে মরামাস বেশী জন্মে, পালক ভাঙ্গিয়া যায় এবং চামড়া কর্কশ হয়।

উকুন (Lice)

উকুন নানা জাতীয় আছে। Body lice ও Shaft lice-ই মুরগীর শরীরের পালকের মধ্যে সমধিক দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত wing ও pluff উকুনের আক্রমণেও মুরগীরা কষ্ট পাইয়া থাকে।

চিমড়ামাছি (Fleas)

ইহাদের দংশন অতীব যন্ত্রণাপ্রদ। ইহারা হুলদ্বারাও রক্ত শোষণ করিয়া লইতে পারে। ইহাদের আক্রমণে পাখীরা অস্থির হইয়া পড়ে। এক প্রকারের চিমড়ামাছি একত্রে অনেকগুলি পক্ষীদের চক্ষুর চারিধারে, কানের ও গলার লতিতে এবং পায়ে বসিয়া কামড়াইয়া ঘা করিয়া ফেলে।

আঁটুলি (Tick)

ইহা মুরগীর এবং সমগ্র পোল্ট্রী ফার্মের সর্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী পোকা। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম—'Argas Persicus'। ইহা অতি মারাত্মক পোকা, দেখিতে অনেকটা ছারপোকার মত। ইহারা দিনের বেলায় অন্যস্থানে লুকাইয়া থাকে এবং রাত্রির সমাগমে মুরগীর ও পক্ষীশালার অন্যান্য পাখীদের দেহে আশ্রয় লইয়া রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। এই ছারপোকাজাতীয় আঁটুলিপোকা ৫।৭ মাস কাল না খাইলেও

মরে না। গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে ইহারা দ্রুত বংশ বৃদ্ধি করে। স্ত্রী-আঁটুলি এককালে ৪০০।৫০০ ডিম পাড়ে।

আঁটুলি পোকার কামড় অতি সাংঘাতিক। ইহারা কামড়াইলে পাখীর শরীরে এক প্রকারের বিষাক্ত রসের সঞ্চার হয়। এই পোকার কামড়ে পাখীর জ্বর হয় এবং এই জ্বর অতি মারাত্মক রোগের ন্যায় অন্য পাখীকে আক্রমণ করিতে পারে। এই পোকার কামড়ে যে জ্বর হয় তাহার নাম টীক জ্বর (Tick fever)। এই জ্বর হইলে পাখীকে অনেক সময়ে বাঁচান শক্ত হইয়া পড়ে। সব সময়ে পাখীর ঘর পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। এক পাইন্ট কেরোসিন তৈলের সহিত গন্ধক মিশাইয়া শিরিঞ্জের দ্বারা মুরগীর দেহে ছিটাইলে সুফল পাওয়া যায়। কিটিংস পাউডার, সোডিয়াম ফ্লোরাইড (Sodium Floride) উকুনের পক্ষে উৎকৃষ্ট ঔষধ। ১—১½ আউন্স সোডিয়াম ফ্লোরাইড এক গ্যালন জলে গুলিয়া আক্রান্ত পাখীকে স্নান করাইয়া দিলেও উপকার হয়। রাত্রিতে পাখীরা বসিবার আধ ঘণ্টা পূর্বে, ঘর ও বসিবার দাঁড়গুলিতে নিকোটাইন সাল্‌ফেট্‌ মাখাইয়া দিলে উপকার হয়। মুরগীর বা পক্ষীশালার অন্যান্য পক্ষীর টীক জ্বর (Tick fever) হইলে সোয়ামিন ইনজেকসান্‌ (Soamin Injection) অতিশয় ফলপ্রদ। পরপৃষ্ঠায় লিখিত ঔষধগুলি ব্যবহার করিলেও উপকার হয়।

চিমড়েমাছি বা ডাঁশ পোকায় কামড়াইলে

নেপথলিন	...	১ আউন্স
মেথিলেটেড স্পিরিট	...	১ আউন্স
কেরোসিন তৈল	...	৭ আউন্স

ইহা একত্রে মিশাইয়া বড় বাচ্চাদের প্রয়োগ করা চলে।

কেরোসিন তৈল	...	২ আউন্স
ফিনাইল	...	১ ড্রাম
নারিকেল তৈল	...	৭ আউন্স

অথবা

টার্পিন তৈল	...	১ আউন্স
ইউক্যালিপটাস অয়েল	...	১ আউন্স
কর্পূর	...	½ আউন্স
নারিকেল তৈল	...	৭ আউন্স

একত্রে উত্তমরূপে মিশাইয়া নরম তুলি দিয়া উহা লাগাইতে পারা যায়।

গলায় আটকান (Crop Binding)

অনাহারে বা অধিকক্ষণ রৌদ্রে ঘোরাঘুরি করিবার পর কোন শুষ্ক খাদ্য খাইলে, লম্বা শুকনা ঘাস খাইলে, খাদ্যের সহিত পালক খাইলে, কিম্বা গলার নলিতে কিছু আটকাইয়া যাইলে, অথবা প্যারালিসিস্ হইলে, এইরূপ ঘটিতে পারে।

এই অবস্থায় পাখীকে অন্য কিছু খাইতে না দিয়া এক ছটাক জলে এক চামচ এপসাম্ সল্ট গুলিয়া পাখীকে খাওয়াইয়া উহার মুখ নীচের দিকে করিয়া গলায় যে স্থানে শস্য আটকাইয়াছে সেই স্থানে হাত দিয়া আস্তে আস্তে উহা বাহির করিবার চেষ্টা করা দরকার। এ সময়ে বমি হইয়া গেলে উহা সহজেই বাহির হইয়া আসে। অন্যথা কোন রবারের নল পাখীর গালের মধ্যে ঢুকাইয়া পটাস পার-ম্যাঙ্গানেট জলে গুলিয়া গলায় ঢালিয়া দিতে হয় এবং বাহিরে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে হয়। ইহাতে হয় ঐ আটকান দ্রব্য নীচে নামিয়া যাইবে, নতুবা বমি হইয়া যাইবে। যদি এবংবিধ চিকিৎসা সত্ত্বেও আরোগ্যলাভ না করে, তাহা হইলে অস্ত্রোপচার আবশ্যক। কাটিবার পূর্বে উহাকে চা-চামচের এক চামচ অলিভ অয়েল খাওয়াইয়া দিতে হয়। ইহা জোলাপের কাজ করে।

ডিম আটকান (Egg Bound)

মুরগীদের সর্বপ্রথমে ডিম পাড়িবার সময়ে অথবা পাখী অত্যধিক মোটা হইয়া গেলে, জরায়ুতে কোনরূপ গোলমাল হইলে এবং ডিম বড় হইলে প্রায় এরূপ ঘটে। পাখী যন্ত্রণায় ঘন ঘন বাসায় ছুটিয়া যায়, কোঁথ পাড়ে কিন্তু প্রসব করে না। এরূপ হইলে পাখীকে গরম শুষ্ক স্থানে আনিয়া রাখা দরকার।

পাখী সবল থাকিলে স্বাভাবিকভাবে প্রসব করিতে দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। প্রসব করাইতে জোর প্রকাশ করা উচিত নয়। ৩।৪ ঘণ্টা যদি এইরূপে ব্যথা খাইয়াও প্রসব না করিতে পারে, তাহা হইলে অলিভ অয়েল খাওয়াইতে হইবে এবং প্রসবের দ্বার গরম জলে তুলার দ্বারা ধুইয়া কার্বলেটেড ভেসলিন আঙ্গুলে করিয়া প্রসবদ্বারের মধ্যে আস্তে আস্তে লাগাইয়া দিতে হয়। ইহাতেও প্রসব না করিলে অন্য একজনকে আলগাভাবে অথচ পাখী ছুটিয়া না যায় এরূপভাবে ধরিতে দিয়া নিজের বাম হস্ত পাখীর পিঠের উপর এবং ডান হাতটি পাখীর তলপেটে রাখিয়া আস্তে আস্তে সাবধানে ডিমটিকে প্রসবদ্বারের দিকে আলগাভাবে ঠেলিয়া দিতে হইবে, ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রসব হইয়া যাইতে পারে। প্রসব হইবার পর পাখীকে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত। পরে খাইতে দিতে হয়।

ভগ্ন বা আহত হওয়া (Fracture)

অসমতল স্থানে লাফালাফি করিলে কিংবা মুরগীকে তাড়া দিলে, কেহ আঘাত করিলে হাড় মচকাইয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। পা ভাঙ্গিয়া গেলে টানিয়া প্লাষ্টার অফ পেরিস বা শক্ত কাষ্ঠদ্বারা জোরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিতে হইবে। অল্প-বয়স্ক পাখী হইলে ১৮।২০ দিনে ভগ্ন স্থান সারে। মচকাইয়া

গেলে চুন ও হলুদ সমপরিমাণে একত্রে মিশাইয়া গরম করিয়া আহত স্থানে লাগাইতে হয়। ফুলিয়া উঠিলে অথবা কাটিয়া রক্ত বাহির হইলে আইওডিন লাগাইতে পারা যায়।

খোলাহীন ডিম (Shelless Egg)

পাখীর পেটের মধ্যে জরায়ুতে কোনরূপে আঘাত লাগিলে অথবা খোলা (আবরণ) প্রস্তুত হইবার উপাদান না পাইলে উহারা খোলাহীন পাতলা ডিম প্রসব করে। এরূপ হইলে পাখীকে খোলা প্রস্তুতের উপাদানবিশিষ্ট খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত। চুন জাতীয় খাদ্যের দ্বারা ডিম্বের বহিরাবরণ বা খোলা তৈয়ারী হয়। শুধু যে খাদ্যের মধ্যে চুন প্রস্তুতকারক দ্রব্যের অভাব ঘটিলে খোলা জন্মায় না তাহা নহে। অতিরিক্ত উত্তেজক আহার ও গরম-মসলাসংযুক্ত খাদ্যের জন্যও ঐরূপ খোলাহীন ডিম হয়। কোন কোন মুরগী অক্ষমতার হেতু, স্নায়বিক দৌর্বল্যতার জন্য খোলাহীন ডিম পাড়ে এবং যে সকল পাখীকে অল্প জায়গায় ঠাসাঠাসি করিয়া রাখা হয় ও ঘরের গঠনের দোষে যেখানে প্রচুর পরিমাণে আল্ট্রা ভায়লেট রশ্মি পায় না সেরূপ ক্ষেত্রেও খোলাহীন ডিম পাড়িতে দেখা যায়। সুতরাং পাখীকে উপযুক্ত পরিমাণে শামুক, ঝিনুক, গুগ্‌লী, ইত্যাদি খাইতে দিতে হয় এবং 'মেসের' (খাবারের) সহিত কড্‌লিভার তৈল মিশাইয়া দিলে এই রোগ সারিয়া

যায়। তরল আহার কমাইয়া শস্য খাইতে দিতে হইবে। পরে ক্রমে ক্রমে পূর্বের ন্যায় খাদ্য দিতে পারা যায়।

অস্বাভাবিক ডিম

রক্তযুক্ত ডিম—কোন বাচ্চা মুরগী যখন সর্বপ্রথম ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে, সে সময়ে তাহার গর্ভকোষে কুসুম জন্মাইবার জন্য প্রচুর রক্ত জন্মিতে থাকে। কুসুম বাহির হইবার সময় কুসুমথলি ছিঁড়িয়া বা ফাটিয়া গেলে রক্তের আধিক্যহেতু কুসুমথলিতে ২।৪ কণা রক্ত ঢুকিয়া পড়িলে ডিম রক্তমাখা দাগযুক্ত হয়। আর যদি অণ্ডনালীর মধ্যে রক্তের দাগ থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে রজোডিম্বনালী ছিন্ন হইয়াছে।

ইহার প্রতিকারের বিষয়ে আজও কিছু আবিষ্কার হয় নাই। ডিম্ব প্রসবের মরসুমে উত্তেজক খাদ্য প্রদান বন্ধ রাখা ভাল।

কুসুমহীন ডিম—চলতি কথায় একে মোরগের ডিম কহে। সম্ভবতঃ তিনটি কারণে এই প্রকারের ডিম হয়। (১) অসুস্থতা নিবন্ধন (২) রজোডিম্বনালীতে অতি ক্ষুদ্র বাহিরের কোন বস্তু ঢুকিয়া গেলেও এই প্রকারের হয় (৩) ডিম্বকোষ হইতে কুসুম যথাসময়ে নির্গত না হইলে ও শুধু অণ্ডলালা ডিমের মধ্যে আকার প্রাপ্ত হওয়াতেও এই প্রকারের হয়। এ সমস্তই অনুমিত, প্রকৃত কারণ কিছুই নির্ধারিত হয় নাই।

দুই কুসুমযুক্ত ডিম—ইহা প্রায়ই কুসুমহীন ডিমের ন্যায় হয়। ইহার কারণ প্রায় একই সময়ে দুইটি ডিম্বাণু ডিম্বকোষ হইতে নির্গত হইলে এই প্রকারের হয়। এই প্রকারের ডিম হইতে দুইটি বাচ্চা হইতে দেখা যায়। একটি পুষ্ট হয় অন্যটি একটু কম-জোর হয়।

নানা কথা

অনেক সময়ে কোন কোন মুরগীর অনুর্বর ডিমই বেশী হয়। সেক্ষেত্রে খাদ্যের গুঁড়া, মাছ বা মাংসের সহিত দুগ্ধ দিলে তাহাদের ডিম উর্বর হয়।

জোড়ার নরের বয়স ২ বৎসরের হইলে তাহার পদদ্বয়ের পিছনের উপরের দিকে যে দুইটি নখ আছে তাহা কাটিয়া বাদ দিলেও মুরগীর ডিম উর্বর হয়। এই প্রকারের নখ অপসারিত করা বিশেষ কঠিন, অস্ত্রোপচারের কার্য নহে।

ডিমে বসিবার ইচ্ছা নষ্ট করিতে হইলে মুরগীকে ডেরার মধ্যে বাসা না দিয়া ছাড়িয়া রাখিতে হয় এবং প্রচুর খাদ্য দিতে হয়। ইহাতে ৫।৬ দিনের মধ্যেই তাহার ডিমে তা দিবার আসক্তি নষ্ট হইয়া পুনরায় ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে।

শক্তিবর্ধক ঔষধ (পোল্ট্রী টনিক)

বর্ষা এবং শীতকালে নিম্নলিখিত ঔষধগুলি পাখীদের খাওয়াইতে হয়। গ্রীষ্মকালে ইহা খাওয়ান উচিত নয়।

(বর্ষা ও শীতকালের জন্য)

কাঠকয়লা	...	...	/৫ সের
বীট লবণ	...	...	/॥০ সের
তিসি	...	...	/৫ সের
গাঁজাবীজ	...	...	/১ সের
লঙ্কা কায়েমী বা স্থায়ী		...	/॥০ সের
হলুদ	...	...	/২ সের
কর্পূর	...	...	/।০ পোয়া
চিরেতা	...	...	/॥০ সের
আদা	...	...	/১ সের
হীরাকস	...	...	/।০ পোয়া
গন্ধক	...	...	/১ সের

প্রত্যেক দ্রব্যটি স্বতন্ত্রভাবে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সবগুলি ভালভাবে মিশাইয়া লইতে হয়। প্রতিদিন প্রাতে এই মিশ্রিত গুঁড়া খাদ্যের সহিত মিশাইয়া অথবা বটিকাকারে খাওয়াইতে হয়। মাত্রা প্রত্যেক পাখীর জন্য চায়ের চামচের সিকি চামচ। ইহা এক সপ্তাহ খাওয়াইয়া পরে এক সপ্তাহ বিশ্রাম দিতে হয়।

নিম্নলিখিত ঔষধগুলি গ্রীষ্মকালে খাওয়াইতে হয়

কাঠকয়লা	...	/৫ সের
বীটলবণ	...	/।০ পোয়া
কর্পূর	...	/।০ পোয়া
চিরেতা	...	/।০ পোয়া
হীরাকস	...	/৶০ পোয়া
গন্ধক	..	/॥০ সের
ঝোলা বা চিটাগুড়	...	/৩ সের

ইহাও স্বতন্ত্রভাবে চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। ইহা প্রাতঃকালে চা-চামচের অর্ধ চামচ প্রত্যেক পাখীকে খাওয়াইতে পারা যায়। এই গুঁড়া এক সপ্তাহ প্রতিদিন খাওয়াইয়া ২।৩ সপ্তাহ বিশ্রাম দিয়া পরে এইভাবে পুনরায় খাওয়াইতে পারা যায়।

টনিক মিকশ্চার

ক্ষীণ, রুগ্ন এবং দুর্বল পদবিশিষ্ট পাখীদের জন্য ইহার ব্যবস্থা করিতে পারা যায়।

১২৮

সালফেট অফ আয়রণ	...	১৬ গ্রেণ
ষ্ট্রীকনাইন (Strychnine)	...	½ গ্রেণ
ফস্ফেট অফ লাইম	...	৮০ গ্রেণ
সালফেট অফ কুইনাইন	...	৮ গ্রেণ
টিঞ্চার অফ জেনসিয়ান (Tincture of Gentian)	...	২ গ্রেণ

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একত্রে মিশাইলে যে পরিমাণে হইবে তাহা একটী পাখীর ৩২ দিন চলিবে। প্রত্যহ এক মাত্রা পরিমাণে পাখীকে খাওয়াইতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হাঁস (Ducks)

পালন এবং রক্ষণ-প্রণালী—অন্যান্য গৃহপালিত পক্ষীর অপেক্ষা হাঁস পালন সহজ। ইহারা খুব কষ্ট সহিষ্ণু এবং উহাদের পালন বেশ আয়কর; এজন্য হাঁসের বেশ আদর আছে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের বাজার সমূহে হাঁসের যথেষ্ট চাহিদা আছে। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি নির্বিশেষে প্রায় অনেকেই হাঁস অথবা হাঁসের ডিম খাইয়া থাকেন। হিন্দুর মধ্যে এমন অনেককে দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা মুরগীর ডিম আহার করেন না, কিন্তু হাঁস অথবা হাঁসের ডিম আহার করিয়া থাকেন। একারণ অনেক উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও হাঁস পালন করিতে দেখা যায়। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে দু-পাঁচটী হাঁস প্রায় প্রত্যেক ঘরে আছে কিন্তু তাহাদের উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয় না। উপযুক্ত যত্ন ও পরিচর্যার অভাবে এদেশীয় হাঁসগুলি নিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হইতেছে, ইহাদের ডিম্ব প্রসবের ক্ষমতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, আকার ক্ষুদ্র হইয়া যাইতেছে, জীবনীশক্তি কমিয়া যাইতেছে এবং রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছে।

এদেশীয় গ্রাম্য হাঁসগুলি অযত্নে বর্ধিত হয় বলিয়া আকারে ছোট এবং মূল্যে সস্তা। উপযুক্ত যত্ন লইলে হাঁসের আকার যেমন বৃদ্ধি করা যায়, ডিমও তেমন বড় ও অধিক সংখ্যক পাওয়া যায়। হাঁস পালনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার কিছুরই অভাব এখানে দেখা যায় না।

এদেশে উহারা চরিয়া বেড়াইবার যথেষ্ট জায়গা পায়। এখানে জলাশয়ের অভাব নাই এবং উহাদের খাদ্য দ্রব্য উক্ত জলাশয়েই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে, এজন্য এখানে হাঁস পালন বা উহার চাষ বেশ লাভজনক হইতে পারে। খাল, বিল বা স্রোতস্বতী হাঁস চরিবার পক্ষে সর্বোৎকৃষ্ট। পুষ্করিণী অথবা দীঘিতেও ইহারা স্বচ্ছন্দে ইচ্ছামত বিচরণ করে, তবে পুষ্করিণী এমন হওয়া চাই যাহাতে বারমাস জল থাকে। পুকুর না থাকিলেও ইহার পালনে বিশেষ কোন কষ্ট নাই। একটি আবশ্যক অনুযায়ী বড় চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে জল ভরিয়া হাঁস ছাড়িয়া দিলে চলে, তবে উহাতে এরূপ জল থাকা চাই যাহাতে হাঁস ডুব দিতে পারে। উক্ত জল দিনে দুইবার বদলাইয়া দিতে হয়।

হাঁস-পালনে কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়। হাঁসগুলি মুরগীর অপেক্ষা বেশী নোংরা করে এজন্য উহাদের থাকিবার স্থান যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে সে বিষয়ে যত্ন লইতে হয়। উহাদের খাদ্য সম্বন্ধেও নজর রাখিতে হয় এবং পরিচর্যার উপরও

প্রতিপালকের নিজের সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। হাঁস সংখ্যায় কম ও বেশী হিসাবে উহাদের জায়গার পরিসরও সেইরূপ করা আবশ্যক এবং জাতি বিভাগ হিসাবে সবগুলিকে এক সঙ্গে না রাখিয়া পরস্পর স্বতন্ত্র স্থানে রাখা দরকার। ঘরের মধ্যে হাঁস ও মুরগী এক সঙ্গে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়।

ব্যবসায়ের জন্য যেমন ভাল হাঁস, তেমনই ডিম্ব পাইতে হইলেও উৎকৃষ্ট জাতীয় হাঁস পালন করা আবশ্যক। উৎকৃষ্ট জাতীয় হাঁস পালন করিলে তাহাদের শাবকাদিও অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে। অন্য উৎকৃষ্ট জাতির সংযোগে দেশীয় পাতি হাঁসের বংশোন্নতি সাধন দ্বারা নূতন উন্নত অন্ত্যজ জাতির সৃষ্টি করিলে বেশ লাভজনক হয়।

গৃহ নির্মাণ—হাঁসের ঘরের জন্য বিশেষ যত্নের ও অর্থব্যয়ের আবশ্যক হয় না। হাঁসের ঘর খুব মোটামুটী রকমের হইলেই চলে। মোট কথা ঘর যাহাতে শুকনা হয়, মেঝে উঁচু হয়, জল বৃষ্টি ভিতরে প্রবেশ না করে, বায়ু চলাচলের পথ থাকে এইরূপ হইলেই চলে। হাঁসের থাকিবার ঘর উঁচু জমিতে এবং পুষ্করিণী, বিল বা স্রোতস্বতীর তীরে, অথবা যথাসম্ভব উহার সন্নিকটে হইলেই ভাল হয়।

মানুষের আবাসগৃহ হইতে একটু দূরে ইহার ঘর নির্মাণ করা শ্রেয়ঃ, কারণ ইহারা যেখানে থাকে সেস্থানে বড় অপরিষ্কার করে এবং রাত্রিকালে হাঁসের—বিশেষতঃ

রাজহাঁসের কলরবে মানুষের শান্তি ভঙ্গ হইয়া থাকে। হাঁসের ঘর পাকা, মেটে অথবা কাঠের নির্মাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু মেঝেটা পাকা হওয়াই ভাল। ৫০টী হাঁসের জন্য ১৪ হাত লম্বা ৮ হাত প্রস্থ এবং ৫।৬ হাত উচ্চ একখানি ঘরই যথেষ্ট। হাঁস অধিকসংখ্যক হইলে সেই অনুপাতে ঘরের আয়তন বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। হাঁসগুলি রাত্রিকালেই ঘর বেশী অপরিষ্কার করে, এজন্য ঘরের মেঝেতে বালি ছড়াইয়া উপরে খড় বা ঘাস পাতিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঘরটীতে যাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আলো বা বাতাস পায় তাহার সুবন্দোবস্ত করা উচিত। ঘরের মুখ দক্ষিণ দুয়ারী ও দরজা প্রশস্ত করা আবশ্যক। ঘরের উত্তর পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে দেওয়ালের দ্বারা সম্পূর্ণ আবৃত রাখিতে হইবে কিন্তু পাশের ও পশ্চাতের দেওয়ালে আলো ও বাতাস খেলিবার জন্য জানালা রাখা দরকার। জানালা মোটা তারের জাল দিয়া আবৃত করিয়া দিতে হইবে। ঘরের মেঝের সম্মুখভাগ ঈষৎ ঢালু করিলে ভাল হয়।

হাঁসের ঘরের সংলগ্ন সম্মুখস্থ খানিকটা জায়গা দুই ইঞ্চি ফাঁকের লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া এবং উপরিভাগ ছাইয়া দিতে হইবে। এই ঘেরা স্থানটিও একটু ঢালু ভাবে প্রস্তুত করিয়া মেঝের উপরে একটু পুরু করিয়া বালি ছড়াইয়া দিতে হইবে। সকাল বেলা এই ঘেরা স্থানটাতে হাঁস বাহির করা

এবং খাওয়ান হইবে। অনেক হাঁসের বেলা ৯টা পর্যন্ত ডিম পাড়ার অভ্যাস আছে, এজন্য বেলা ১০টা পর্যন্ত এই স্থানে আটকাইয়া রাখিয়া পরে উহাদের ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। আহারের পাত্র প্রতিদিন ভাল করিয়া ধুইয়া পরিষ্কার রাখিতে হইবে। ঘরে যাহাতে ময়লা জমিতে না পায় তাহা দেখা এবং ঘরের মেঝের উপরিস্থিত খড়গুলি রৌদ্রে শুকাইয়া যথাস্থানে স্থাপন করা দরকার। মাসে অন্ততঃ একবার ঘর ফিনাইল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। মোট কথা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিলে কোন জীবই সুস্থ থাকে না ও ভালভাবে বর্ধিত হইতে পারে না, সুতরাং যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন ভাবে উহাদের যত্ন ও পরিচর্যা করা একান্ত আবশ্যক।

বিচরণ ভূমি—অনেকের এরূপ ধারণা যে, হাঁসের জন্য সাঁতার দিয়া খেলিয়া বেড়াইবার মত বড় গভীর জলাশয় আবশ্যক, কিন্তু উহা ভুল। বরং যে সব হাঁসকে মাংসল করিতে হইবে এবং শীঘ্র বর্ধিত করিতে হইবে, তাহাদের যদি বেড়াই-বার জন্য ঘাসপূর্ণ যথেষ্ট স্থান থাকে, তাহা হইলে সেগুলিকে পানীয় জল ব্যতীত অন্য জল দেখিতে দেওয়া উচিত নয়। যে সব হাঁসের ডিম্ব উৎপাদনের শক্তি কম তাহাদের জলে নামিতে দেওয়া যাইতে পারে। এদেশের রাণার হাঁস জলে নামিয়া স্নান করিতে চায় এবং ইহারা ঘাসযুক্ত স্থানেও বেড়াইতে ভালবাসে। হাঁসের ঘরের সম্মুখে উহাদের বিচরণের জন্য একটি

তৃণভূমি থাকা দরকার এবং উহা লোহার জাল দিয়া ঘিরিয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। বিচরণের জমির মধ্যে একটি পুষ্করিণী থাকিলে মন্দ হয় না, অভাবে আবশ্যক মত একটি চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে। চৌবাচ্চার মধ্যে গেঁড়ি, শামুক, গুগলী, প্রভৃতি ছাড়িয়া রাখা দরকার। পুষ্করিণীতে এগুলি স্বভাবতঃ পাওয়া যায়। হাঁসের জন্য বাঁধান চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিলে তাহার জল বদলাইয়া দিবার আবশ্যক হয় এবং এই পরিত্যক্ত ঘোলা জল গাছের পক্ষে সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মধ্যাহ্নের প্রখর রৌদ্রের উত্তাপ ইহারা সহ্য করিতে পারে না, এজন্য উহাদের বিচরণের জমিতে বিশ্রাম লাভের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া দরকার। আম, লিচু প্রভৃতি আয়কর ফলের গাছ জমির মধ্যে মধ্যে বসাইলে উভয়বিধ উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে।

জাতি-বিভাগ

আকৃতি ছোটবড় হিসাবে অনেক বিভিন্ন প্রকারের হাঁস দেখিতে পাওয়া যায়। এমন অনেক হাঁস আছে যাহারা দেখিতে অতি সুন্দর কিন্তু সখের দেখার সৌন্দর্য ব্যতীত অন্য

কোন কাজে লাগে না। হাঁস-পালন দ্বারা লাভবান হইতে হইলে অথবা ব্যবসায়ের জন্য হাঁস পুষিতে হইলে নিম্নোক্ত কয়েক জাতীয় হাঁস পালন করা যাইতে পারে। মাংসের জন্য আইল্‌সবেরী, রুয়েন, পিকিন, মাস্কোভী এবং ডিমের জন্য রাণার, খাকি ক্যাম্বেল, অর্পিংটন, ম্যাকপাই, প্রভৃতি হাঁস পালন লাভজনক।

আইল্‌সবেরী (Aylesbury)—ইংলণ্ডের আইল্‌সবেরী নামক স্থানের নাম অনুযায়ী ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই জাতীয় হাঁস এদেশে পালন লাভজনক। ইহার আকার বড়, বর্ণ ধবধবে সাদা, চক্ষু কাল, পা কমলালেবুর বর্ণ বা ফিকে হলদে, ঠোঁটের বর্ণ লালাভ কিন্তু রৌদ্রে প্রতিভাত হইলে হরিদ্রাবর্ণ ধারণ করে। উহার পালক ঘন সন্নিবদ্ধ। মাংসের জন্য এই হাঁস খুব ভাল। আইল্‌সবেরী হাঁস দেশী হাঁসের সহিত মিশ্রিত করিলে বেশ ভাল পাখী হয় এবং ভালরূপ আহারের, যত্নের ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করিতে পারিলে চার পাঁচ মাসের মধ্যেই /৩ সের /৩৷৹ সের ওজনের হয়। এই জাতীয় খাঁটী পাখী (হাঁস) ওজনে খুব ভারী হয়। এক একটি নর হাঁস ওজনে প্রায় /৬ সের এবং মাদী হাঁস প্রায় /৪ সের হয়। খুব বড় ও ভারী হাঁস ডিম দেওয়ার পক্ষে ভাল নয়। খুব মোটা হাঁসের ডিমে বাচ্চা ফুটিতে চাহে না। বাচ্চা দুই মাসের হইলেই উহাদিগকে মোটা হইবার জন্য

সিদ্ধভাত, সিদ্ধ আলু ও ছোলা মিশ্রিত খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত। তিন মাসের মধ্যেই উহারা বিক্রয়োপযোগী হইয়া থাকে।

রুয়েন (Rouen)—ইংলণ্ডে এই জাতীয় হাঁস খুব বেশী পালন করা হয়। ইহারা আকারে বেশ বড় এবং দেখিতেও সুশ্রী কিন্তু পূর্ণাবয়ব হইতে অনেক সময় লাগে অর্থাৎ উহারা খুব আস্তে আস্তে বর্ধিত হয়। এই হাঁসের মাথা ও লেজের দিক চক্‌চকে সবুজ, গলায় একটি সাদা সরু বেড় আছে, বক্ষঃস্থল ফিকে লালবর্ণের, পা কমলালেবুর বর্ণের এবং ঠোঁট হরিদ্রাভ, নিম্ন অংশ ধূসর বর্ণের, গলা নীল, মধ্যে মধ্যে সাদা রেখা আছে। মদ্দা হাঁসের বর্ণ ও মাদীর বর্ণ কিন্তু এক রকমের নয়। আইল্‌সবেরী হাঁসের ন্যায় ইহার মাংস সুস্বাদু না হইলেও অন্যান্য জাতির অপেক্ষা সুস্বাদু। রুয়েন ও আইল্‌সবেরী হাঁস প্রায় একই রকম বড় ও ভারী হয়। ইহাকে সময়ে সময়ে আইল্‌সবেরী ও পিকিনএর সহিত জোড় দেওয়া হয়।

পিকিন (Pekin)—ইহার গাত্র দুধের সরের বর্ণের মত সাদা, ঠোঁট এবং পা হল্‌দে বর্ণের, কিন্তু আইল্‌সবেরীর ন্যায় নহে, একটু বিভিন্ন প্রকারের। পালকগুলি ঘন সন্নিবদ্ধ নহে, কোচিনের মুরগীর মত পাতলা। ইহার দেহের গঠন সম্পূর্ণ হইতে একটু সময় লাগে। চলিবার সময় ইহারা একটু

উঁচু ও সোজা ভাবে চলে। মাংসের পক্ষে তত সুবিধার না হইলেও ইহারা অনেক ডিম দেয় এবং বাচ্চা বৃদ্ধির পক্ষে বেশ লাভজনক। উপযুক্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে এক একটি নর প্রায় /৪ সের এবং মাদী সাড়ে তিন সের ওজনের হয়। আইল্‌সবেরী হাঁস অপেক্ষা ইহারা অধিক শক্তিশালী এবং নির্ভীক।

কায়ুগা (Kayuga)—আমেরিকায় এই জাতির জন্ম বলিয়া বিদিত। কাহারও মতে রুয়েন বা আইল্‌সবেরী ও দেশী কাল হাঁসের সংমিশ্রণে এই জাতির উদ্ভব। ইহা আকারে আইল্‌সবেরীর ন্যায় বড় হয়। পাখী দেখিতে মোটের উপর মন্দ নয়। ঠোঁট চওড়া এবং চ্যাপ্টা, মাথা দীর্ঘ এবং ডানার সমস্ত অংশে কালচে সবুজ-বর্ণযুক্ত। উহার মাংসও ভাল এবং ডিমও দেয় বেশ। বাচ্চা দ্রুত বর্ধিত হয় এজন্য এই জাতি বেশ লাভজনক। কয়েকটি বাছাই করা ভাল পাখী বাচ্চা দিবার জন্য রাখিয়া বাকীগুলি একটু বড় হইলে বাজারে চালান দেওয়া অথবা মাংসের জন্য পালন করা চলে। ইংলণ্ডে এই পাখী অধিক দৃষ্ট হইলেও এদেশে ইহা বড় একটা দেখা যায় না।

মাস্কোভী (Muscovy)—মাস্কোভী নাম বলিয়া উহা যে রাশিয়ার মস্কোভী নামক স্থান হইতে আসিয়াছে তাহা নহে। মাস্ক বা কস্তুরীর মত গন্ধ বলিয়া ইহার এরূপ

নামকরণ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। দক্ষিণ আমেরিকায়
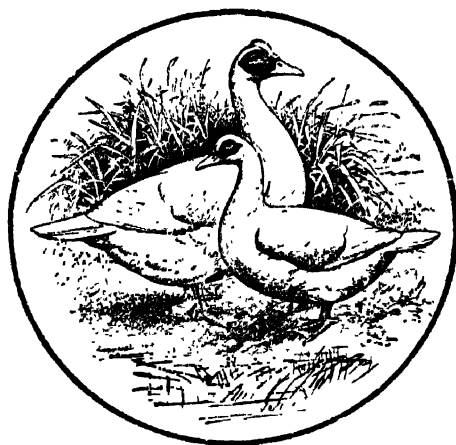
ইহার জন্ম বলিয়া ধরা হয়। এদেশে অনেক স্থানে এই জাতীয় হাঁস-পালন প্রচলন আছে। পাখীগুলি আকারে বেশ বড়, মাংস মন্দ নয়, এবং ইহারা ডিমও দেয় বেশ। অন্য জাতির অপেক্ষা ইহারা নির্ভীক, সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু, এজন্য ইহাদের পালনে তাদৃশ যত্নের আবশ্যক হয় না, সহজে পালন করা চলে। ইহারা আবদ্ধের মধ্যে থাকিতে চায় না। এই জাতির মদ্দাগুলি ওজনে /৫ সের এবং মাদীগুলি /৩ সের পর্যন্ত হইতে দেখা যায়। ইহারা নানাবর্ণের দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ধবধবে সাদাগুলিই দেখিতে ভাল। এই পাখী গুলি প্রায় একটু ঝগড়াটে হয়, এজন্য অন্য পাখীর

সহিত একত্রে না রাখিয়া ইহাদের স্বতন্ত্র ভাবে রাখা ভাল।

রাণার (Runner)—ইহা এদেশীয় ডিম্বদাত্রী উৎকৃষ্ট জাতির অন্তর্গত হাঁস। ইহারা অত্যন্ত সন্তরণ পটু, চালাক ও চটপটে। জলে ইহারা খুব দ্রুত চলিতে পারে। এই জাতীয় পাখীর পালক ঘন সন্নিবিষ্ট। আইল্‌সবেরী ও পিকিনের অপেক্ষা ইহারা আকারে ছোট হইলেও ঘাড়ের উপর দিক অধিক লম্বা; দেখিতে পেঙ্গুইন পাখীর ন্যায়। দেখিলে বেশ সাহসী বলিয়া মনে হয়। ময়লাটে সাদা, ধবধবে সাদা, কটা ও ধূসর প্রভৃতি নানাবর্ণের রাণার হাঁস দেখা যায়। হাঁসের মধ্যে ইহারা সর্বাপেক্ষা অধিক ডিম দেয়। বৎসরে ২৫০টি পর্যন্ত ডিম্ব দিতে দেখা যায়। সমগ্র জগতের রেকর্ড অনুসারে একটি ভারতীয় রাণার হাঁস ৩৬৫ দিনে ৩৫৭টি ডিম্ব দিয়াছে বলিয়া জানা যায়। ইহার মাংসও সুস্বাদু এবং উৎকৃষ্ট, তবে ইহারা বেশী মোটা হয় না। এই জাতি বেশ কষ্টসহিষ্ণু এবং সহজে পালন করা চলে। ডিমের জন্য রাণার হাঁস-পালন বিশেষ লাভজনক। অন্য বড় ভাল হাঁসের ডিম্ব প্রদায়িনী শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় উৎকৃষ্ট জাতীয় রাণার নর সংজননের কার্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভয় পাইলে ও স্থানচ্যুত হইলে ইহাদের ডিম্ব প্রসবশক্তি অনেক সময়ে কমিয়া যায়। ইহাদিগকে হাঁসেদের মধ্যে "লেগহর্ণ" বলা চলে। মুরগীদের

মধ্যে লেগহর্ণ জাতীয় মুরগী অধিক ডিম্ব প্রদান করিয়া থাকে।

দেশী তিলে হাঁস—দেশী রাণারের পরই এই জাতি উত্তম। ইহাদিগকে বৎসরে ১৬০টির উপর ডিম দিতে দেখা যায়। ডিমের আকারও বেশ বড়। এই পাখীগুলি রাণারের অপেক্ষা ওজনে ভারী। ইহার মাংসও বেশ সুস্বাদু। ডিম ও মাংসের জন্য এই হাঁস পালন করা যাইতে পারে। ইহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও ডিমে তা দিতে খুব পটু। ইহাদের নরের বর্ণ অন্যপ্রকার।

অর্পিংটন (Orpington)—ইংলণ্ডের অর্পিংটন নামক স্থানের নাম অনুসারে ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। আইল্‌সবেরী, ভারতীয় রাণার, কায়ুগা, রুয়েন, পিকিন, প্রভৃতি জাতির সংমিশ্রণে এই জাতির উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। হল্‌দে, নীল, সাদা প্রভৃতি বর্ণের অর্পিংটন হাঁস দৃষ্ট হয়। এই জাতি বেশ কষ্টসহিষ্ণু দ্রুত-বর্ধনশীল এবং অত্যন্ত চট্‌পটে। ইহারা দেখিতে বেশ সুন্দর। ইহাদের সহজে পালন করা চলে। আকারে আইল্‌সবেরীর বা পিকিনের ন্যায় হইলেও ডিম্ব প্রসবের শক্তি উহাদের অপেক্ষা ঢের বেশী। সেজন্য ইহাদিগকে ডিম ও মাংস উভয় উদ্দেশ্যে পালন করা চলে।

খাকি ক্যাম্বেল (Khaki Campbell)—এই জাতীয় হাঁস দেখিতে বেশ সুশ্রী। ওজন /২ সের হইতে /২॥০ সের পর্যন্ত

হয়। গায়ের বর্ণ খাকী। ডিম পাড়িবার পক্ষে ইহারা খুব বেশী উপযোগী। ইহাদের মাংসও উৎকৃষ্ট। মিসেস্ ক্যাম্বেল বন্য হাঁসের সংমিশ্রণে এই জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। বন্য-সঙ্কর জাতি বলিয়া ইহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু।

সংজনন ও সংমিশ্রণ

দুর্বল, রুগ্ন বা পীড়াগ্রস্থ কোন পাখী সংজনন কার্যে নিযুক্ত করা উচিত নয়। পাখী উপযুক্ত বর্ধিত না হইলে তাহার জোড় দেওয়া সঙ্গত নয়। অপরিণত বয়স্ক পাখীর জোড় দিলে তাহার শাবক দুর্বল ও অল্পায়ু হয় এবং সহজেই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট পাখী পাইতে হইলে স্বাস্থ্যবান, নিখুঁত, সুলক্ষণ এবং ভাল বর্ণযুক্ত পাখী জনন কার্যে প্রয়োগ করা বিধেয়। সংজননের জন্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর নর পরিবর্তন করা আবশ্যক। পাতি হাঁসগুলি ৭।৮ মাস বয়স হইতেই ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু এক বৎসর বয়স্কের না হইলে উর্বর ডিম পাওয়া যায় না। দেড় বৎসরের নর ও এক বৎসরের মাদীর সংযোগে বেশ ভাল ও উর্বর (Fertile) ডিম পাওয়া যায়। ভাল জাতীয় মাদীকে ৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত জোড় খাওয়াইতে পারা

যায়। ডিম ওজনে এক ছটাকের কম, বিকৃত অথবা খোসা খারাপ-বিশিষ্ট ডিমের বাচ্চা কখনও উৎকৃষ্ট হয় না।

জাতি হিসাবে দুইটি হইতে চারিটি মাদীর জন্য একটি নর রাখা যাইতে পারে। একটি নর পিছু অধিক সংখ্যক মাদী দিলে তাহাদের ডিমে সন্তান প্রসবকারী ক্ষমতা কমিয়া যায় অর্থাৎ বাঁজা ডিম জন্মে। এক ঘরে বিভিন্ন জাতীয় পাখী ছাড়িয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ প্রত্যেক জাতির মধ্যে বর্ণ, গুণ, স্বভাব, প্রভৃতি প্রকার ভেদে কিছু না কিছু বৈষম্য আছেই, ইহাতে কোন ভাল জাতীয় পাখীর গুণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। স্বতন্ত্র জাতীয় নর ও মাদীর সংমিশ্রণে পাখী মিশ্রবর্ণের হয়। মাস্কোভী জাতীয় হাঁস অত্যন্ত কলহপটু এবং চঞ্চল। এক ঘরের মধ্যে অন্যান্য হাঁসের সহিত এই জাতি স্থান পাইলে অন্য পাখীকে ঠোকরাইয়া থাকে এবং তাহাদের শান্তিভঙ্গ করিয়া বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

জোড় দিবার উপযোগী নির্বাচিত পাখীগুলিকে ঘরের মধ্যে বিভিন্ন নির্দিষ্ট কামরাতে রাখা উচিত। নির্বাচিত নর ও মাদী জোড় বাঁধিয়া একত্রে রাখিয়া দিলে তাহারা অল্প সময়ের মধ্যেই সদ্ভাব করিয়া লয় এবং সংসার পাতিয়া থাকে। ইহারা শান্তি-প্রিয়, এজন্য ধীর ভাবে ও যত্ন সহকারে ইহাদের পরিচর্যা করা দরকার। ইহাদের খুব দ্রুত অনুধাবন করা এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া দৌড় করান উচিত নহে, ইহাতে ভয় পাইতে পারে এবং

দ্রুত দৌড়ানর ফলে হয়ত ইহারা শরীরাভ্যন্তরে কোনরূপ গুরুতর আঘাত পাইতে পারে অথবা দম আটকাইয়া মারা যাওয়াও অসম্ভব নয়। শরীরাভ্যন্তরের আঘাত গুরুতর হইলে সেগুলি জোড় দিবার পক্ষে অনুপযোগী হইয়া পড়ে এবং মাদী পাখী হইলে উহাদের ডিম্ব প্রসবিনী শক্তি নষ্ট হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কোন হাঁসকে ধরিবার আবশ্যক হইলে তাহাকে ধীর ভাবে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে তাড়াইয়া লইয়া গিয়া ধরা উচিত।

হাঁস নির্বাচনের সময়ে কয়েকটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিলে বিশেষ সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। এক শত বাচ্চার মধ্যে ভাল ভাল দেখিয়া পঞ্চাশটি বাচ্চা বাছিয়া রাখিয়া বাকীগুলি একটু বড় হইলেই বাজারে চালান দেওয়া শ্রেয়ঃ। বাকী পঞ্চাশটীর মধ্যে উৎকৃষ্ট পাখী হিসাবে ডিমের জন্য, মাংসের জন্য, সংমিশ্রণের দ্বারা জন্মাইবার জন্য এবং প্রদর্শনীর (Exhibition) উপযোগী করিয়া পালন করা যাইতে পারে। হাঁসের মূল্য জাতিভেদে তাহাদের বর্ণের ও দোষগুণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। নিখুঁত ও সুন্দর গুণবিশিষ্ট পাখীর মূল্য বেশী, এজন্য নির্বাচনের, সংমিশ্রণের ও পৃথকীকরণের দ্বারা যাহাতে উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট ও সুলক্ষণযুক্ত নূতন অন্ত্যজ জাতির সৃষ্টির সাহায্যে দেশীয় নিকৃষ্ট জাতির উৎকর্ষ সাধন করা যাইতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা এবং যত্ন লওয়া বিশেষ আবশ্যক। পাখীর মধ্যে কোন খুঁত দেখিতে পাইলে তাহা নির্বাচিত উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মধ্য হইতে

যত্নপূর্বক বাদ দেওয়া উচিত। সেজন্য পালকের প্রত্যেক জাতির দোষ, গুণ, পার্থক্য ও গোত্রপরিচয় সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। নিম্নে কয়েকটি মিশ্রসংজনন ব্যবস্থা লিখিত হইল।

রুয়েন জাতির মাদীর সহিত আইল্‌সবেরী নরের জোড় দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদের বাচ্চা হইলে মিশ্রবর্ণযুক্ত হয়। এই মিশ্রজাতীয় পাখী খুব বড়, বলবান, ভারী ও মাংসল হয়, সুতরাং মাংসের জন্য ইহাদের পালন বেশ লাভজনক।

পিকিনের নর ও আইল্‌সবেরীর মাদী, পিকিনের নর ও রুয়েনের মাদী এবং আইল্‌সবেরীর নর ও পিকিনের মাদীর সংমিশ্রণে মিশ্রবর্ণযুক্ত বড় পাখীর জন্ম হইবে। ইহাদের ডিমও বেশ ভাল হইবে এবং মাংসও উৎকৃষ্ট হইবে।

মাস্কোভির নর এবং আইল্‌সবেরীর ও পিকিনের মাদীর সংমিশ্রণে বেশ বড় ও ভারী জাতীয় পাখীর জন্ম হইবে। এই পাখীর মাংস খাদ্য হিসাবে বেশ উত্তম হইবে।

পিকিনের নর এবং রাণারের মাদী অথবা সাধারণ মাদী পাতি হাঁসের সংমিশ্রণ দ্বারা দেশী হাঁসের উৎকর্ষ সাধন করা যাইবে। বিদেশী হাঁসের ডিম্ব প্রদায়িনী শক্তি বৃদ্ধির জন্য ভারতীয় রাণার পাখীর নরের সহিত জোড় দেওয়া যাইতে পারে।

ভারতীয় রাণার ও সাধারণ পাতি হাঁসের মধ্যে জোড় দিলে দেশী হাঁসের আকৃতি অপেক্ষাকৃত বড় হইবে এবং

অধিক ডিম দিতে সক্ষম হইবে। বিদেশী ভারী হাঁসের সহিত দেশী হাঁসের সংমিশ্রণের দ্বারা বেশ বড় ভারী ও মাংসল পাখী উৎপাদিত হইবে।

উৎকৃষ্ট জাতীয় নর ও মাদীর সংমিশ্রণে বাচ্চা উৎকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। একই পাখীর সন্তানদের মধ্যে বা ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্বন্ধযুক্ত পাখীর মধ্যে পরস্পর সংজননের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করা উচিত নয়। নিকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট নরের সহিত কোন মাদীর জোড় দেওয়া উচিত নয়। সঙ্কর জাতীয় নর পাখী কখনও সংজনন কার্যে প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত নয়। সর্বদা উৎকৃষ্ট ও আসল জাতি সংজননের জন্য নির্বাচন করা কর্তব্য। নিকৃষ্ট নর ও উৎকৃষ্ট মাদী হইলে তাহাদের সন্তান কখনও উৎকৃষ্ট হয় না। আসল জাতীয় উৎকৃষ্ট নর ও নিকৃষ্ট মাদীর সংযোগে সন্তান পিতার ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট ও মাতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। এজন্য উৎকৃষ্ট ও আসল জাতীয় নরের সহিত দেশী মাদী হাঁসের সংমিশ্রণের দ্বারা উহার উৎকর্ষ-সাধন করা যাইতে পারে। অবনতিপ্রাপ্ত বা নিকৃষ্ট জাতীয় মাদীর সহিত উৎকৃষ্ট আসল নর পাখীর প্রজনন ও পৃথকী-করণের দ্বারা ক্রমোৎপাদন করাইতে পারিলে শাবক সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হইয়া যায়।

রাণার ও ক্যাম্বেল হংসীর প্রত্যেক ছয়টির সহিত একটি উৎকৃষ্ট নর দেওয়া যায়। মধ্যমাকার জাতীয় যেমন অর্পিংটনের

প্রত্যেক নরের সহিত ৪।৫টি মাদী হাঁস দেওয়া যায়। কিন্তু আইল্‌সবেরী ও পিকিনের প্রত্যেক নরের সহিত ২।৩টির বেশী মাদী রাখা উচিত নহে। বংশ বৃদ্ধির জন্য যে সমস্ত হাঁস পালন করিতে হয় তাহাদিগকে অবাধে জলে নামিতে দেওয়া উচিত।

নর মাদী চিনিবার উপায়

নর ও মাদী হাঁসের মধ্যে একটু বিভিন্নতা আছে, যাহা লক্ষ্য করিলে উহাদের চিনিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, নরের বর্ণ গাঢ় এবং মাদীর রং অপেক্ষাকৃত ফিকে হইয়া থাকে। ইহাদের মলত্যাগ করিবার স্থানের দুই পার্শ্বে দুইটী হাড় একটু উচু থাকে, ইহাকে কাঁটা বলে। নরের এই দুইটী একটু শক্ত ও কাছা-কাছি, মাদীর কাঁটা নরম ও একটু ফাঁক ফাঁক থাকে। নরের লেজের পশ্চাদ্ভাগের পালকগুলি একটু কোঁকড়ান ধরণের হয়। মাস্কোভী জাতীয় হাঁসের পক্ষে কিন্তু এই লক্ষণ খাটে না। লেজের পালক ধরিয়া টানিলে মাদী হাঁস পূর্ণস্বরে ডাকে এবং ইহার ডাক স্পষ্ট শুনা যায় কিন্তু নরের ডাকের আওয়াজ ক্ষীণ, অস্পষ্ট এবং জড়ান।

ডিম ফুটান ও বাচ্চা তোলা

ভারতবর্ষে পাতিহাঁস সাধারণতঃ বর্ষার সময় হইতে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করিয়া প্রায় চৈত্র মাস পর্যন্ত ডিম্ব প্রদান করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু সময় ডিম বন্ধ রাখে। সব হাঁস আবার সমভাবে ডিম দেয় না; কেহ কেহ সম্বৎসরে ৬০।৭০টি মাত্র ডিম দেয়, কেহবা ১৩০টি হইতে ১৯০টি পর্যন্ত দিয়া থাকে। কিন্তু এই ভারতীয় রাণার হাঁসই অষ্ট্রেলিয়ায় ৩৬৫ দিনে ৩৫৭টি ডিম দিয়াছে এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে পাখীরা অধিক ডিম দেয় এবং আবহাওয়ার তারতম্যে এদেশের পাখীরা শতকরা ২৫ ভাগ ডিম কম দেয়। কারণ ডিমের মধ্যে জলীয় পদার্থের অংশ খুব বেশী, শীতপ্রধান দেশে উহা জমিয়া যায়, এদেশে উহা জমিতে পারে না।

হাঁসেরা ভোর বেলা ডিম পাড়িয়া থাকে, কোন কোন হাঁসের সকালে ডিম পাড়িবার অভ্যাস আছে। বেলা ১০টার মধ্যে যে কোন সময়ে উহারা ডিম পাড়িয়া থাকে। ইহাদের একটি বদ্ স্বভাব যে, ইহারা যেখানে সেখানে, কি জলে, কি ডাঙ্গায় ডিম পাড়িতে সঙ্কোচ বোধ করে না, সুতরাং ভালভাবে লক্ষ্য না রাখিলে অনেক ডিম নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা, এজন্য হাঁসকে সকালে না ছাড়িয়া বেলা

১০টা পর্যন্ত আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে। কোনরূপ অসুস্থতার কারণ ঘটিলে হাঁস নিয়মমত ডিম্ব প্রদানে বিরত থাকে। উহাদের বাসস্থান ঠিক পছন্দমত হইলে এবং পরিষ্কার শুষ্ক খড় বা ঘাস বিছাইয়া তাহার উপর উহাদের স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলে এবং উহারা যত্ন ও আরামে থাকিতে পাইলে প্রত্যহ ঠিক সেই স্থানে ডিম পাড়িয়া থাকে।

হাঁস ভাল তা দিতে এবং ডিম ফুটাইতে বা বাচ্চা পালন করিতে না পারিলে হাঁসের ডিম মুরগীর তায়ে দেওয়া যুক্তি-সঙ্গত। পৌনে এক হাত পরিধিবিশিষ্ট ও আধ হাত গভীর কোন পরিষ্কার গামলা অথবা চতুষ্কোণ কাঠের বাক্স তা দিবার জন্য ব্যবহার করা যাইতে পারে। গামলা বা বাক্সের মধ্যে ছাই চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর পরিষ্কার শুক্‌না খড় বা ঘাস পাতিয়া উহার মধ্যস্থল একটু চাপিয়া খোঁদল করিয়া বাসার মত করিয়া দিতে হয়। ইহার উপরে অল্প গন্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া দিলে পোকামাকড়ের উপদ্রব হয় না। পরে দেশী তিলেহাঁস বা কোন ভারী জাতীয় মুরগী তা দিবার জন্য ছাড়িয়া দিতে হয়; হাল্‌কা জাতীয় মুরগী তা দিতে পারে না। পাখীর আকার হিসাবে তা দিবার ডিমের সংখ্যা কম ও বেশী করা যাইতে পারে। গেম্‌ বা চট্টগ্রাম জাতীয় মুরগীর দ্বারা তা দিতে হইলে উহার ঘর ঘিরিয়া দেওয়া দরকার, কারণ ইহারা বড় কলহপ্রিয়। ঝগড়ার কারণ ঘটিলে তা দিবার বিশেষ ব্যাঘাত

ঘটে। তা দিবার জন্য আলো ও বাতাসযুক্ত নির্জন ঘর আবশ্যক। তা দিবার কার্যে নিযুক্ত পাখীর জন্য খাদ্য ও জল ঘরের মধ্যে রাখিয়া দেওয়া উচিত। দিনের মধ্যে দুইবার ১০।১৫ মিনিটের জন্য ইহাদের বাহিরে থাকিতে দেওয়া যাইতে পারে। প্রথমে তায়ে বসিবার ৪।৫ দিন পরে শীতকালে ৮।১০ মিনিট ও গ্রীষ্মকালে ১৫।২০ মিনিটের জন্য বাহিরে থাকিতে দিতে পারা যায়। হাঁসকে ডিমে তা দিতে দেওয়া হইলে ঘরের মধ্যে খড় বিছাইয়া অথবা চ্যাপ্টা ঝুড়ির মধ্যে খড় ছড়াইয়া ঘরের কোণে বাসা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। হাঁসের জন্য বাক্স বা গামলা না দিলেও চলে। হাঁসকে খাইতে দিবার জন্য চূর্ণশস্য ও পরিষ্কার জল উক্ত ঘরের মধ্যে প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে রাখিয়া দেওয়া উচিত।
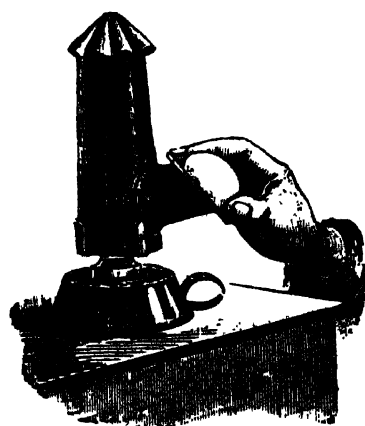
তা দিবার সময়ে ডিম পরীক্ষা করিতে হয়। তায়ে বসাইবার ৫।৬ দিন পরে একবার ও ১৪।১৫ দিন পরে পুনরায় আর একবার ডিম পরীক্ষা করিয়া দেখা দরকার। ইহার মধ্যে কোন ডিম ফাটিয়া অথবা পচিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ তাহা সরাইয়া ফেলা

কর্তব্য। তায়ে বসাইবার ৫।৬ দিন পরে ডিম উল্টাইয়া মোটা দিকটি উপরে ও সরু মুখ নীচের দিকে ঘুরাইয়া আলোকে ধরিলে ডিমের মধ্যস্থলে মটরের আকারের ক্ষুদ্র কাল জীবাণু পরিলক্ষিত হইবে। সাদা খোলাযুক্ত ডিম ৭ দিনের দিন পরীক্ষা করিলে চেনা যায়। কিন্তু লাল খোলাযুক্ত মুরগীর ডিম অন্ততঃ ৯ দিনের পূর্বে জানা যায় না যে ডিমে ভ্রূণ জীবিত কিংবা মৃত। ডিম তায়ে বসাইলে প্রথম দিন হইতেই রস শুষ্ক হইয়া ডিমের মোটা বা চেপ্টা দিকে বায়ুকোষ সৃষ্টি হয়। ইহা স্বভাবতঃই প্রথম দিন, সপ্তম দিন ও চতুর্দশ দিনে অনেকখানি শূন্য হয়। হাঁসের ডিম্বাবরণ মুরগীর অপেক্ষা সাদা ও স্বচ্ছ, এজন্য উহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। সতর্ক দৃষ্টির দ্বারা যদি ডিমের ভিতরের অংশ টাট্‌কা পাড়া ডিমের ন্যায় পরিষ্কার দৃষ্ট হয় তাহা হইলে সেই ডিমের বাচ্চা হইবে না এবং ডিমের মধ্যভাগে কাল্‌চে ভাবাপন্ন দৃষ্ট হইলে সেই ডিম ফুটিবে বুঝিতে হইবে।

১৫।১৬ দিন পরে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে ডিমের ভিতরের অংশ জমাট। সে সময় উহা খণ্ড আকারের দৃষ্ট হইলে ভিতরের অংশ পচিয়া গিয়াছে বুঝিতে হইবে। ডিম ফুটিবার ২।৩ দিন পূর্বে গরম জলে ফ্লানেল বা কাপড় ভিজাইয়া ডিম মুছিয়া দিলে অথবা উহার উপর অল্পক্ষণ চাপা দিয়া রাখিলে ভাল হয়, কারণ হাঁসের ডিম ফুটীবার পক্ষে শেষ

সপ্তাহে একটু বেশী আর্দ্রতার প্রয়োজন। হাঁস বা মুরগীর দ্বারা ডিম ফুটাইলে এরূপ করিবার আবশ্যক হয় না, ইনকিউ-বেটারে ডিম ফুটাইলে ক্বচিৎ আবশ্যক হইতে পারে।

অধিক সংখ্যক ডিম ফুটাইতে হইলে ইনকিউবেটারই উপযুক্ত। ইনকিউবেটারের আকার, গুণ ও আয়তন হিসাবে ৫০ হইতে হাজার পর্যন্ত ডিম ফুটান যায়। ইনকিউবেটার ঠিক সমতল স্থানে বসান দরকার; যেন কোন স্থানে উঁচু নীচু না থাকে। সমস্ত ডিমে যাহাতে সমান ভাবে উত্তাপ পায় তাহা দেখা আবশ্যক। ইনকিউবেটারের মধ্যে ডিম বসাইবার সময়ে ডিমের চ্যাপ্টা দিকটি সর্বদা উপরের দিকে রাখিতে হয়। টিনের ঘরে উত্তাপের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, এজন্য ইনকিউবেটার রাখিবার পক্ষে খোলা, মেটে অথবা কোঠা ঘরই উত্তম। আজকাল অনেক প্রকারের ইনকিউবেটার বাহির হইয়াছে। উহা সাধারণতঃ দুইপ্রকারের। একপ্রকারের যন্ত্র গরম জল হইতে উত্তাপ গ্রহণ করে, অন্যপ্রকারের যন্ত্রটি বায়ু-মণ্ডল হইতে তেলের বাত্তি, গ্যাস বা বৈদ্যুতিক আলোকের দ্বারা উত্তাপ গ্রহণ করে; এই উভয়বিধ যন্ত্রেই তাপ নির্দেশ করিবার জন্য তাপমান যন্ত্রের ব্যবস্থা আছে। প্রথম সপ্তাহে ডিম দিবার পর তাপমানযন্ত্রের উত্তাপ ১০২ ডিগ্রী রাখা যাইতে পারে; দ্বিতীয় সপ্তাহে ১০৩, তৃতীয় সপ্তাহে ১০৪ ও চতুর্থ সপ্তাহে ১০৫ ডিগ্রী রাখা দরকার। হাঁসের ডিম ফুটিতে ২৮ দিন সময় লাগে,

মুরগীর ডিম ২১ দিনে ফুটে। মাস্কোভী জাতীয় হাঁসের ডিম আরও বিলম্বে ফুটে; ইহাদের ডিম ফুটিতে প্রায় ৩১।৩২ দিন সময় লাগে। প্রতিবার ডিম ফুটাইয়া বাচ্চা বাহির করিয়া লইবার পর ইনকিউবেটারটী আইজল, ফিনাইলজল বা অন্য কোন সংক্রামক রোগনাশক ঔষধের দ্বারা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়। উষ্ণ বাতাসে অথবা অন্য কোন কারণে ডিমের খোলার নিম্নের পাতলা সাদা আবরণ বা পর্দা শক্ত হইয়া গেলে বাচ্চারা ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না। এরূপ ঘটিলে অর্থাৎ যদি দেখা যায় যে শাবক ডিম ফুটিয়া বাহির হইতে কষ্ট পাইতেছে তাহা হইলে আলোর নিকট লইয়া গিয়া চ্যাপ্টা দিকটি সাবধানে একটু প্রশস্ত করিয়া কাটিয়া বাচ্চার মুখটি খুঁজিয়া উপরিভাগে বাহির করিয়া রাখিতে হয়। কাটিবার সময় খুব সাবধান, যেন বাচ্চার কোনরূপ আঘাত না লাগে। কোন মৃত বাচ্চা শাবকদের নিকটে রাখা উচিত নয়। প্রত্যেক ইনকিউবেটার প্রস্তুতকারকই তাঁহাদের যন্ত্রের ব্যবহার প্রণালী লিখিয়া দেন। উক্ত ব্যবহার প্রণালী দেখিয়া কার্য করিলেই সফলকাম হওয়া যায়।

হাঁসের খাদ্য

ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হইবার পরেই ইহাদের কোন আহারের আবশ্যক করে না। ৩৬ হইতে ৪০ ঘণ্টাকাল বিশ্রামের পর বাচ্চাদের আহারের ব্যবস্থা করা দরকার। মুরগী, যদিও হাঁসের ডিম ফুটাইতে ও বাচ্চা পালন করিতে সক্ষম হইবে কিন্তু খাওয়াইতে পারিবে না, এজন্য বাচ্চাদের আহারের ব্যবস্থা মানুষের উপর নির্ভর করে। হাঁসের বাচ্চা জন্মিবার পরই খাইতে পারে না, এজন্য ইহাদের খাইতে শিখাইতে হয়। যবচূর্ণ বা যবের ছাতু, এরারুট বা চাউলের গুঁড়া একত্রে মিশাইয়া অল্প পাতলা করিয়া পালকের সাহায্যে আস্তে আস্তে প্রথমে ইহাদের খাওয়াইতে হয়। ইহাদের খাদ্যের সহিত অল্প হরিদ্রাচূর্ণ (হলুদের গুড়া) মিশাইয়া দিলে ভাল হয়। পালকে করিয়া খাবার তুলিয়া ইহাদের মুখের কাছে ধরিলে ক্রমে ক্রমে ইহারা খাইতে শিখে। প্রথম সপ্তাহে প্রায় দুই ঘণ্টা অন্তর ইহাদের জল ও খাদ্য খাওয়াইতে হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে যব, গম ও চাউলের গুঁড়া ৬।৭ বার খাইতে দিতে হয়। তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ সপ্তাহে ইহাদের ক্ষুধা অনুযায়ী, সমপরিমাণে যবচূর্ণ, গমের ভুসি, চাউলের গুঁড়া ও ভুট্টাচূর্ণ একত্রে ফুটাইয়া পাতলা করিয়া দিনে ৫।৬ বার খাইতে দিতে হয়। উক্ত খাদ্যের সহিত গেঁড়ি, গুগলি, মাছ বা মাংস অল্প মিশাইয়া দেওয়া উচিত। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের

আহারের মাত্রা বাড়াইয়া বারে কমাইতে হইবে। খাওয়া শেষ হইবার পর বাচ্চাদের নিকট কোন পরিত্যক্ত খাদ্যদ্রব্য রাখা উচিত নয়। সপ্তাহে একবার করিয়া খাদ্যের সহিত অল্প গন্ধকচূর্ণ মিশাইয়া দিতে হয়, ইহাতে পাখীর পালক গজাইবার পক্ষে সাহায্য করে। বাচ্চাদের কখনও বাসি বা পচা খাদ্য খাইতে দিতে নাই। হাঁসেরা যদি চরিবার জন্য পুষ্করিণী বা উপযুক্ত তৃণক্ষেত্র না পায় তাহা হইলে আমিষ খাদ্য মুরগীর অপেক্ষা ইহাদের অধিক আবশ্যক হয়। উপযুক্ত পরিমাণে জল খাইলে পাখীরা শীঘ্র বর্ধিত হইয়া থাকে। এজন্য বাচ্চাদের নিকট কোন অগভীর পাত্রে পরিষ্কার পানীয় জল রাখিয়া দেওয়া দরকার। পাত্রটী ২ ইঞ্চি গভীর হইলেই চলিবে। ইহাতে বাচ্চারা ঠোঁট ডুবাইয়া খাইবে এবং মাথা ধুইতে শিখিবে। পাত্রটি গভীর হইলে বাচ্চাদের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে। অধিক জলও ইহাদের মাখিতে দিতে নাই, কারণ ইহাদের শরীরের মধ্যে উত্তাপ আছে এবং বেশী জল মাখিলে সর্দি বা রোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা অধিক। এ সময় ইহাদের জলে ছাড়িয়া দিতে নাই। সূর্যের প্রখর কিরণও ইহারা সহ্য করিতে পারে না। আলো ও বাতাস খেলে এরূপ পরিষ্কার শুষ্ক স্থান ইহাদের থাকিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা উচিত। বাক্সের মধ্যে খড় বিছাইয়া তাহাতে রাখিলে ইহারা বেশ গরমে থাকে। বাচ্চাদের থাকিবার স্থান, খাঁদ্যদ্রব্য এবং আহারের পাত্রাদি যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত,

নতুবা পীড়িত হইবার সম্ভাবনা। সাধারণতঃ হাঁসকে নিম্নলিখিত খাদ্য দিতে পারা যায়।

চাউলের কুঁড়া	···৪ ভাগ
বা	
গমের ভুসি	···১ ভাগ
ছোলার গুঁড়া ···	···১ ভাগ
কুচান শাক সব্জী প্রভৃতি	··১ ভাগ
শামুক, গেঁড়ি, মাছ প্রভৃতি	···১ ভাগ

হাঁস ভিজা খাদ্য খাইতে ভালবাসে, এজন্য উহাদের যথা-সম্ভব ভিজা খাদ্য দেওয়া আবশ্যক। চোঙ্গের ন্যায় ঠোঁট দ্বারা উহারা চুষিয়া খায়, এজন্য কিছু গভীর পাত্রে উহাদের খাবার দেওয়া যাইতে পারে। ৭।৮ ইঞ্চি গভীর গামলা হইলেও চলে। ডিম্ব প্রসবকারী হাঁসের পক্ষে নিম্নলিখিত খাদ্য উপযোগী। প্রত্যেক হাঁসকে বেশ বড় এক মুঠা করিয়া খাদ্য দেওয়া উচিত।

কুঁড়া	···	···	২ ভাগ
গমের ভুসি	···	···	১ ভাগ
ছোলা	···	···	১ ভাগ
গেঁড়ি, শামুক, সুট্‌কী মাছ প্রভৃতি		···	১ ভাগ

উপরোক্ত মিশ্রিত খাদ্য গরম জলে কিছুক্ষণ ফুটাইয়া অল্প গরম থাকিতে পাতলা অবস্থায় খাইতে দেওয়া উচিত। বালি খাওয়াইলে উহাদের শরীর ভাল থাকে, এজন্য খাবারের সহিত অল্প সূক্ষ্ম চূর্ণ বালি মিশাইয়া দিতে পারা যায়। প্রতি /১ সের মিশ্রিত খাদ্যে ১ তোলা আন্দাজ লবণ মিশাইয়া দিলে ভাল হয়।

হাঁসকে আবদ্ধ রাখিয়া দিলে উহাদের তিনবার আহারের আবশ্যক হয়। হাঁসকে স্বাধীন ভাবে জলে বিচরণ করিতে দিলে একবার মাত্র সকালে খাইতে দিলে উহাদের পক্ষে যথেষ্ট হয়। ডিম দিবার সময়ে উহাদের যে পরিমাণে খাদ্যের আবশ্যক হয় অন্য সময়ে তাহার দরকার করে না। ডিম্বপ্রদানকারী হাঁসদের উপযুক্ত পরিমাণে গেঁড়ি, শামুক, গুগলি প্রভৃতি খাইতে দিতে হয়। ঘোলা বা অপরিষ্কার জল উহাদের খাইতে দেওয়া উচিত নয়, পানীয়জল পরিষ্কার ও নির্মল হওয়া আবশ্যক।

এতদ্ব্যতীত সবুজ খাদ্য হাঁসের পক্ষে বিশেষ উপকারী। হাঁস ছাড়া থাকিলে জমিস্থিত কচি কচি ঘাস খাইয়া থাকে। হাঁসকে সমুদয় তরি-তরকারীর খোসা ও লেটুস, পালমশাক, কপিপাতা, পেঁয়াজ, মূলাশাক, ঘাস, প্রভৃতি শাকসব্জী কুচাইয়া কাঁচা অথবা সিদ্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

মাংসল হাঁসের খাদ্য—মাংসের জন্য আইল্‌সবেরী ও রুয়েন হাঁস উৎকৃষ্ট। ঐ সমস্ত বিদেশী আসল জাতীয় হাঁসের সহিত দেশী হাঁসের সংমিশ্রণের দ্বারা বেশ ভাল ও বড় পাখী পাওয়া যায়। মাংসের জন্য পালিত পাখীকে কখনও জলে সাঁতরাইতে দেওয়া উচিত নয়। ইহাতে পাখীর আকার খর্ব হয় এবং মাংস শক্ত ও ছিবড়াযুক্ত হয়। ডিম্ব-প্রদানকারী হাঁস যতদূর চরিয়া বেড়ায় ইহাদের তত বেশী বেড়াইতে দেওয়াও উচিত নয়। সাধারণতঃ দেড় মাস দুই মাস বয়স হইতেই ইহাদিগকে মোটা হইবার জন্য ভাত ও সিদ্ধ ছোলা-মিশ্রিত খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত। হাঁসকে ঘরে আবদ্ধ রাখিয়া পুষ্টিকর খাদ্য দিলে ইহারা শীঘ্রই মোটা হইয়া পড়ে এবং শরীরে চর্বি জন্মে। এরূপ হাঁসের মাংস কোমল এবং সুস্বাদু। ফলতঃ যে সমস্ত হাঁস জলে সাঁতার দেয় বা দৌড়া-দৌড়ি করে তাহাদের শরীরে চর্বি জন্মিতে পারে না এবং শারীরিক পরিশ্রম করার জন্য উহাদের মাংসপেশী সবল ও দৃঢ় হয়। পাখী উপযুক্ত মোটা হইলেই খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা আবশ্যক, নতুবা অধিক দিন রাখিয়া দিলে উহারা হঠাৎ কোন রোগগ্রস্ত হইয়া মারা যাইতে পারে। মাংসল পাখীর স্নানের জন্য ঘরের মধ্যে একটি চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া অথবা বড় গামলায় করিয়া জল রাখিয়া দিতে হয়। মাংসের জন্য পালিত হাঁসের খাদ্য পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইল।

যব বা গমের ভুসি—১ ভাগ চাউলের কুঁড়া—৩ ভাগ ভিজা ছোলা—২ ভাগ	...	সকালে
খুদের জাউ বা ভাত—৩ ভাগ ভুসি ও কুঁড়া—১ ভাগ	...	সন্ধ্যায়

মধ্যাহ্নে উহাদের কাঁচা শাকসব্জী ও আনাজের খোসা ইত্যাদি দিতে পারা যায়। এতদ্ব্যতীত চিনা, কাঁওন, যই জোয়ার, বাজরা, প্রভৃতি যেস্থানে যাহা সহজ প্রাপ্য ও সুলভ তাহা হাঁসের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা চলে। এ দেশে চাউলের কুঁড়া সুলভ ও সহজ প্রাপ্য এজন্য উহাই প্রধানতঃ ব্যবহার করা হয়।

হাঁস যাহাতে দ্রুত বর্ধিত হয় সেজন্য বাচ্চা হাঁসকে প্রথম হইতে ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রত্যহ চারবার খাওয়াইতে হয় ও বাজারে পাঠাইবার উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ৫ বার খাওয়াইতে হয়।

রেশন—পূর্বোক্ত প্রকারে সমান ভাগে (ওজন) ভুট্টার গুঁড়া, গমের ভুসি ও কাঁচা ঘাস ও ২০% সয়াবীনের (Soya-bean) খৈলের দ্বারা এই খাদ্য প্রস্তুত করা যায়।

প্রদর্শনীর হাঁসের খাদ্য—ডিম্ব প্রদানকারী বা মাংসল হাঁসের অপেক্ষা প্রদর্শনীর হাঁসের প্রকার ভেদ অনেক বেশী।

আকারের বিশিষ্টতা, গঠন, সৌন্দর্য, ডিম্ব প্রদান ক্ষমতা, দ্রুতবর্ধন, প্রভৃতি এক একটী দিক দিয়া ইহারা প্রদর্শনীর উপযোগী হইয়া থাকে। প্রদর্শনীর উপযোগী করিয়া পালন করিতে হইলে সমধিক যত্ন ও পরিচর্যার আবশ্যক হয়। মাংসল বা ডিম্ব প্রদানকারী পাখীর চালচলন, বর্ণ, প্রভৃতির দোষ থাকিলে বিশেষ কিছু আসে যায় না, কিন্তু প্রদর্শনীর পাখীর নিখুঁত আকৃতি, গঠন ও বর্ণ ইহার প্রধান অঙ্গ। মান্দারিন, কেরোলিন প্রভৃতি পাখী সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ। কেবল সৌন্দর্যের জন্যই ইহারা প্রদর্শনীর উপযোগী। প্রদর্শনীর পাখীর খাদ্য সাধারণ পাখীর মত। ইহাদের অধিক মসলা মিশ্রিত বা অধিক মসলা ঘটিত খাদ্য খাইতে দেওয়া উচিত নয়। প্রদর্শনীর পাখী যাহাতে সুশ্রী, সবল ও কষ্টসহিষ্ণু হয় সে বিষয়ে সযত্ন দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করা আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত ইহাদের যত্নসহকারে শিক্ষা দিতে হয়।

রোগ ও তাহার প্রতিকার

মুরগীর ন্যায় হাঁসেরা তত অধিক রোগগ্রস্ত হয় না। সময়ে সময়ে হাঁসের পালের মধ্যে কোন রোগের হঠাৎ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। হাঁস কোন কঠিন রোগগ্রস্ত হইলে তাহাদের বাঁচান বড় শক্ত হইয়া পড়ে, এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহারা মারা পড়ে। সুতরাং ইহারা যাহাতে কোন প্রকার রোগাক্রান্ত না হয় সেজন্য পূর্ব হইতেই সাবধান হইয়া চলিতে হয়। সদা সর্বদা পরিচ্ছন্নতার উপর লক্ষ্য রাখিলে, খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় জলের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, রোগগ্রস্ত পাখী হইতে দূরে রাখিলে, ইহারা বড় একটা রোগে আক্রান্ত হয় না। যদি কোন পাখী রোগাক্রান্ত হয় তাহাকে অন্য স্থানে সরাইয়া তাহার চিকিৎসা করা আবশ্যক। উহারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত রোগে কষ্ট পায়।

যকৃৎঘটিত পীড়া—ইহা হাঁসদের সাধারণ পীড়ার মধ্যে গণ্য। এই রোগগ্রস্ত পাখীদের আহার পূর্বের ন্যায়ই থাকে, কিন্তু ক্রমশঃ রোগা ও দুর্বল হইয়া যায়। এই রোগ হইলে উহাদের যে কোন একটী পা খোঁড়া হইয়া যায় এবং প্রায় বাঁচে না।

অজীর্ণতা—এই রোগ হইলে হাঁসের চেহারার কিছুই পরিবর্তন ঘটে না, কিন্তু প্রায় খাইতে চাহে না। চা-চামচের

এক চামচ ইপসাম্ সল্ট জলের সহিত খাওয়ান উচিত অথবা ১ আউন্স অলিভ অয়েল, ১ ড্রাম ক্রিওসোট একত্রে মিশাইয়া প্রতি পাখীকে ৪ ফোঁটা করিয়া জলের সহিত খাইতে দেওয়া কর্তব্য।

ক্রাম্প (অঙ্গপীড়া)—এই রোগে চেহারা খারাপ হয় না, কিন্তু উহাদের হাঁটিতে বা নড়িতে চড়িতে কষ্ট বোধ হয়; চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, অথবা ঝিমায়। রুগ্ন পাখীকে দলের মধ্যে রাখা উচিত নয়, স্বতন্ত্র রাখা দরকার। কোন অপরিষ্কার বা ঠাণ্ডা জায়গায় রাখাও অনুচিত। ছায়াযুক্ত শুষ্ক জায়গায় একটু গরমে রাখা ভাল। শুইবার দোষে বা ঠাণ্ডা লাগিয়া হাঁসের এই রোগ হইতে পারে। প্রথমে পাখীর পায়ের সমস্ত অংশ ভালরূপে গরমজলে ধুইয়া কর্পূর অথবা টার্পিন তেল মালিস করা দরকার। বাচ্চা পাখী হইলে চায়ের চামচের এক চামচ কড্‌লিভার অয়েল ৮।১০টাকে দিনে দুই বার করিয়া খাওয়ান দরকার।

ক্ষয়রোগ—ইহা সংক্রামক ব্যাধি। কোন হাঁস এই রোগগ্রস্ত হইলে কখনও দলের মধ্যে স্থান দেওয়া উচিত নয়। এই রোগগ্রস্ত পাখী নরম খাদ্য খাইতে চায় না। ভুট্টা, মটর, ছোলা প্রভৃতি কঠিন খাদ্য খাইতে চায়। এই সময়ে উহাদের শরীরের তাপ স্বাভাবিক অপেক্ষা কমিয়া যায়, কাসিতে থাকে, ওজন হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এবং প্রায়ই বাঁচে না। এই রোগগ্রস্ত

পাখীর শুশ্রূষা বা চিকিৎসা করা অপেক্ষা উহাকে মারিয়া পুড়াইয়া ফেলিয়া অন্য পাখীকে নিরাপদ করা ভাল।

চক্ষুর জলপড়া ও ছানি—প্রায় ঠাণ্ডা লাগিয়া এইরূপ হইয়া থাকে। প্রথমে চোখ দিয়া জল পড়িতে থাকে, চোখের কোলে পিচুটি জমে, চোখ জুড়িয়া যায়, যত্ন না পাইলে বা প্রতিকার না করিলে উহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ক্রমশঃ তাহা হইতে চোখের গোলকের উপর আঁশের মত পাতলা শ্লেষ্মার আবরণ পড়িয়া যাইতে পারে। গরম জলে পারমাঙ্গানেট-অফ-পটাস মিশাইয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে পিচকারী করিয়া সেই জলে চক্ষু ধুইয়া দিতে হয়, কার্বলেটেড ভেসলিন চোখের কোণে লাগাইয়া দিতে হয়। পদ্মমধু চোখে দিলে উপকার হয়। এসময়ে উহাদের পরিষ্কার স্থানে রাখা দরকার।

পাখীর গর্ভাশয় অসংলগ্ন হইয়া পড়িলে সময়ে সময়ে বিকৃত আকৃতির ডিম জন্মে। এইরূপ হইলে ডিম দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য খাদ্য বদলাইয়া দিতে হইবে।

গরমের উপর ঠাণ্ডা লাগিয়া বা চোট লাগিয়া কোন অঙ্গে ব্যথা লাগিলে তাহা বাতে পরিণত হয়। কেরোসিন ও টার্পিন তৈল ১ তোলা পরিমাণে লইয়া সিকি তোলা আন্দাজ কর্পূরের সহিত মিশাইয়া দিনে দুইবার বেদনাযুক্ত স্থানে লাগাইলে উপশম হইবে।

কোন পাখীকে তাড়া করিলে ভয় পাইয়া অধিকক্ষণ

দৌড়াইলে উহাদের পায়ে বা কোমরে ব্যথা জন্মিতে পারে। পেটের মধ্যে কোন স্থানে আঘাত লাগিলে ডিম্ব প্রদানের ব্যাঘাত ঘটা সম্ভব।

পাখী অত্যধিক সংখ্যায় এক ঘরের মধ্যে গাদাগাদি করিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়। ইহাতে বায়ু দূষিত হইতে পারে এবং শ্বাসরোধ হইয়া মৃত্যু ঘটা আশ্চর্য নয়।

রাজহাঁস (Geese)

হংস জাতির মধ্যে ইহারাই সর্বাপেক্ষা বড় এবং ভারী। সেজন্য ইহারা হাঁসেদের রাজা বা রাজহাঁস বলিয়া অভিহিত হয়। চরিয়া বেড়াইবার জন্য একটু বিস্তীর্ণ খোলা পতিত জমি থাকিলে রাজহাঁস পালিবার অসুবিধা হয় না। ইহারা জলে ও স্থলে উভয় স্থানে চরিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। অন্য হাঁসের ন্যায় ইহাদেরও পায়ের তলায় পর্দা থাকে এজন্য ইহারা জলে বেশ ভাল সাঁতার দিতে পারে। যদিও ইহারা জলচর শ্রেণীভুক্ত তথাপি মুরগীর ন্যায় ইহারা স্থলেও চরিয়া বেড়ায়। ইহারা অল্প উড়িতে পারে। রাজহাঁস সাধারণতঃ নিরামিষাশী। ভাল দূর্বা ঘাস পাইলে ইহারা বেশ পরিষ্কাররূপে খাইয়া ফেলে এবং কোমল ঘাসযুক্ত মাঠে বিচরণ করিতে

ভালবাসে। কিন্তু জলাশয় বা পুষ্করিণী না পাইলে ইহারা স্ফূর্তিলাভ করে না। অন্য গৃহপালিত পক্ষীর অপেক্ষা ইহাদের কঠিন প্রাণ এবং প্রায়ই রোগগ্রস্ত হয় না। ইহারা অনেক-দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। বিলাতের কোন এক বিশিষ্ট পোল্ট্রী বিষয়ক পত্রিকা হইতে জানা যায় যে ইহারা ৫০।৫৫ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

জাতি বিভাগ

রাজহাঁসের মধ্যেও কয়েকটী বিভিন্ন জাতি দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে এমডেন, ক্যানেডিয়ান, আফ্রিকান ও টুলুস রাজহাঁস উৎকৃষ্ট বলিয়া খ্যাত। ভারতীয় বা চীনা রাজহাঁস ইহাদের সমতুল্য নয়। গ্যাম্বিয়ান ও সিবাস্তপুল রাজহাঁস শোভাবর্ধক বলিয়া খ্যাত।

টুলুস (Toulouse)—টুলুস জাতি হিসাবে বেশ বড় হয়। ইহাদের শরীরের আকার, গঠন ও পারিপাট্য এমডেন হইতে স্বতন্ত্র ধরণের। ইহাদের পা ক্ষুদ্র, চক্ষু ও পা কমলালেবুর বর্ণের, ঠোঁট সরু এবং পা বেঁটে। ইহাদের পশ্চাৎভাগ প্রশস্ত; এবং সম্মুখ বা বক্ষের নিম্নভাগ ভারী বলিয়া মাটির দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। গায়ের বর্ণ ধূসর, পালকের অগ্রভাগ বিচিত্র, ইহারা দ্রুত বর্ধিত হয় না এবং মোটা হইতে অনেক বিলম্ব হয়। টুলুস রাজহাঁসের আবার অনেক প্রকারের জাতি আছে।

ভারতীয় বন্য রাজহাঁসের সহযোগে ইহাদের জন্ম বলিয়া শুনা যায়। ফরাসী দেশে ইহারা অধিক পালিত হয়। রাজহাঁসের মধ্যে ইহারা ভাল ডিম দেয়, কিন্তু তা দিতে পারে না। এক একটি হাঁস বৎসরে ৩০।৩৫টী ডিম দেয়। এই জাতীয় হাঁস প্রদর্শনীর উপযোগী করিয়া পালন করিলে নরগুলি ১৪ সের এবং মাদীগুলি ১০ সের ওজনের হইয়া থাকে। ভারতীয় রাজহাঁসের ন্যায় ইহারা অধিক দূর গিয়া চরিতে চাহে না। ইহারা অনেক স্থানে goose নামে পরিচিত।

এমডেন (Embden)—ইহা জার্মাণ দেশীয় রাজহাঁস। ইহারা আকারে অন্য জাতির অপেক্ষা বড়। দ্রুত বর্ধিত এবং শীঘ্র মোটা হয় বলিয়া ইহারা বেশ উল্লেখযোগ্য। গায়ের বর্ণ সম্পূর্ণ সাদা, টুলুসের অপেক্ষা ইহাদের গায়ের পালক ঘন ও ঠাস। পা কমলালেবুবর্ণের, ঠোঁট পাটকিলে হরিদ্রাবর্ণযুক্ত এবং চক্ষু ঈষৎ নীলাভ। ইহারা ডিম কম দেয় কিন্তু ভাল তা দিতে পারে বলিয়া খ্যাতি আছে। প্রদর্শনীর উপযোগী মদ্দা হাঁসগুলি ওজনে ১৪ সের এবং মাদীগুলি ১০॥০ সের ওজনের হয় বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়। এমডেন জাতি ভাল ডিম ফুটাইতে পারে।

আফ্রিকান (African)—আমেরিকায় এই জাতীয় পাখী অধিক প্রিয়। ইহা সাদৃশ্যে অনেকটা ভারতীয় রাজহাঁসেরই মত, কিন্তু আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। ইহাদের ঘাড় বা গলা

টুলুস জাতির অপেক্ষা অধিক লম্বা এবং দেশী রাজহাঁসের ন্যায় ইহাদের নাকের উপর একটি গ্রন্থি বা গাঁইট আছে। ইহাদের গায়ের বর্ণ ধূসর, গলার ও পেটের নিম্নভাগ সাদা। ইহারা বেশ বড় ডিম দেয়।

ভারতীয় (Indian)—এদেশে যত্ন ও পরিচর্যার অভাবে ভারতীয় রাজহাঁসগুলি নিকৃষ্ট হইয়া যাইতেছে। ভালরূপ আহার দিলে ও যত্ন করিলে ইহারা আকারে বেশ বড় হয়। এমডেন্ ও টুলুসের অপেক্ষা ইহাদের পা এবং গলা লম্বা। ইহাদের নর ও মাদী প্রায়ই একত্রে থাকে। ইহারা ১২ হইতে ১৫টি ডিম দেয় এবং উভয়ে একে একে তা' দেয়। ইহারা তা দিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সাধারণতঃ দেখা যায় মাদীগুলি যত ডিমের উপর বসিতে পারে তাহার অপেক্ষা নরগুলি অধিক ডিমে বসিতে চাহে। ইহারা বেশ কষ্টসহিষ্ণু, পালনে অধিক যত্নের আবশ্যক হয় না। একটি বিস্তীর্ণ তৃণভূমি ও জলাশয় পাইলে ইহারা খুব স্ফূর্ত্তির সহিত চরিয়া বেড়ায়। সাধারণতঃ অন্য হাঁসের অপেক্ষা ইহারা খাদ্য অন্বেষণে একটু অধিক দূরে বিচরণ করে এবং অন্য জাতির অপেক্ষা বেশী গোলমাল বা শব্দ করে। ইহাদের বাচ্চা ফুটিতে ২৮ হইতে ৩০ দিন সময় লাগে।

চীনা (Chinese)—কাহারও মতে ভারতীয় ও চীনা রাজহাঁস একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মাথার লোমযুক্ত

স্থান হইতে ঠোঁট পর্যন্ত একখণ্ড লাল মাংস খণ্ড বা গাঁইট সংযুক্ত থাকে। ইহারা আকারে খুব বড় হয় না, কিন্তু বেশী ডিম ও ভাল তা দেয়। মদ্দাগুলি ৯।১০ সের এবং মাদীপাখী ৮ সের ওজনের হয়।

ক্যানেডিয়ান (Canadian)—ভারতীয় বন্য রাজহাঁসের সহিত ইহাদের কতকটা সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাদের চক্ষের নিকট হইতে সাদা চক্র গলদেশ বেষ্টন করিয়া থাকে, গলার অন্য অংশ কালচে; ইহারা ভাল ডিম দেয় না কিন্তু বেশ তা দেয়। পাখীগুলি বেশী বড় বা ভারী হয় না। মদ্দাগুলি ৭ সের ও মাদীগুলি ৬ সের ওজনের হয়।

সিবাস্তপুল (Sebastopol)—ইহারা রুশ দেশীয় রাজহংস। পাখীর বর্ণ সাদা। ইহারা আকারে বড় বা ওজনে ভারী নহে এবং ভাল ডিম ও তা দিতে পারে না। ইহারা দেখিতেই শোভাবর্ধক।

বাসস্থান

ইহাদের ঘর বা বাসের ব্যবস্থা হাঁসের ন্যায় পূর্বোল্লিখিত ভাবে করিতে হয়। তবে একটু দেখা দরকার, যেন ঘাড় নিচু করিয়া ইহাদের ঢুকিতে না হয়। পাতিহাঁস অপেক্ষা ইহারা আকারে বড়, এজন্য সাধারণতঃ উহাদের অপেক্ষা রাজহাঁসের একটু অধিক স্থানের আবশ্যক। ঘরের মধ্যে যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে আলো ও বাতাস খেলিতে পারে সে বিষয়ে যত্ন

লওয়া দরকার। অপরিষ্কার, ভিজা স্যাঁতসেঁতে স্থানে থাকিলে এবং উপযুক্ত পরিমাণে আলো ও বাতাসের অভাব হইলে কোন প্রাণীরই স্বাস্থ্য ভাল থাকিতে পারে না, এজন্য যথাসম্ভব উচ্চ, শুষ্ক এবং আলোবাতাসযুক্ত স্থানে ইহাদের বাসস্থান নির্মাণ করা আবশ্যক। ইহারাও পাতিহঁাসের ন্যায় ঘর বড় অপরিষ্কার করে, এজন্য ঘর পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। ঘরের মেঝের উপরে শুষ্ক খড় বা কোমল ঘাস বিস্তৃত করিয়া দেওয়া উচিত। বাটীস্থ কক্ষের পার্শ্ববর্তী বা সন্নিকটস্থ স্থানে ইহাদের বাসস্থান নির্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। ইহারা বড় গোলমাল করে, এজন্য রাত্রে নিদ্রা বা শান্তিভঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা। অল্প ও সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে ইহারা আটক থাকিতে চাহে না, সুতরাং ইহাদের জন্য পাতিহঁাসের ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের আবশ্যক নাই। ইহাদের চরিয়া বেড়াইবার জন্য বিস্তীর্ণ জমির আবশ্যক। যদিও রাজহাঁস বেশ সবল পাখী তথাপি ইহাদের পা তেমন শক্ত নয়, এজন্য ইহাদের পক্ষে বাঁধান মেঝে উপযুক্ত নয়, কারণ কোনরূপে পা পিছলাইয়া যাইলে বা সামান্য আঘাতে ইহাদের পা ভাঙ্গিয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী।

সংজনন ও সংমিশ্রণ

আকারে বড়, ভাল জাতীয়, সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট সুশ্রী ও নির্দোষ নর পাখী সংজননের কার্যে মনোনীত করা উচিত।

সংজননের জন্য নির্বাচিত নর-মাদী উভয়েরই রোগশূন্য হওয়া আবশ্যক, কারণ পিতামাতা স্বাস্থ্যবান না হইলে তাহাদের সন্তান রুগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। ভবিষ্যৎ সন্তানের স্বাস্থ্য বা গুণাগুণ তাহার পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ৮।৯ বৎসরের কম বয়স্ক পাখীকে গর্ভিণী হইতে দেওয়া উচিত নয়। উৎকৃষ্ট ও স্বাস্থ্যবান পাখী পাইতে হইলে প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর নর ও মাদী পরিবর্তন করা উচিত। প্রতি তিনটি, মাদীর জন্য একটী নর সংজননের কার্যে নিযুক্ত করা শ্রেয়ঃ। এমডেন ও টুলুস জাতীয় নর রাজহাঁসের সহিত ভারতীয় সাধারণ মাদী রাজহাঁসের সংমিশ্রণের দ্বারা ভাল ও বড় জাতীয় বাচ্চা পাওয়া যায়, ইহাতে দেশীয় রাজহাঁসের উৎকর্ষ সাধন হইতে পারে। সংজননের জন্য নির্বাচিত নর সর্বদা উৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক। উৎকৃষ্ট নর ও উৎকৃষ্ট মাদীর সংযোগে শাবক উত্তম হইয়া থাকে। উৎকৃষ্ট নর ও অপকৃষ্ট মাদীর সংযোগে শাবক পিতার ন্যায় উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট ও মাতা হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। নিকৃষ্ট নর ও উৎকৃষ্ট মাদীর শাবক উৎকৃষ্ট না হইয়া অপকর্ষ লাভ করে, ইহা সর্বদা পরিত্যজ্য।

ডিম ফোটান ও বাচ্চাতোলা

সাধারণতঃ অল্পবয়স্ক পাখী অধিকবয়স্ক পাখীর অপেক্ষা কিছু পূর্ব হইতে ডিম দেয়। ইহারা আশ্বিন-কার্ত্তিক মাস

হইতে ডিম দিতে আরম্ভ করে। ভালরূপ আহার, যত্ন ও পরিচর্যা পাইলে বৈশাখ মাস পর্যন্ত ডিম দিতে দেখা যায়। কোন কোন হাঁসের অধিক বেলায় ডিম দিবার অভ্যাস আছে, এজন্য বেলা ১০টা পর্যন্ত আটকাইয়া রাখিয়া পরে ইহাদের ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, নতুবা ইহারা যেখানে সেখানে ডিম পাড়িবে এবং ডিম পাওয়া যাইবে না। ১৫।১৬টি ডিম পাড়িবার পর পাখীদের সাধারণতঃ ডিমে বসিবার প্রবৃত্তি জাগে। এজন্য ডিম পাড়িবার পর উহা সরাইয়া লইলে পাখীরা ডিম পাড়া বন্ধ করে না। রাজহাঁসের ডিম মুরগীর তায়ে দিবার আবশ্যক হয় না। ভারতীয় দেশীয় রাজহাঁস বেশ ভাল তা দেয় ও বাচ্চা পালন করিতে পারে। মুরগীর দ্বারা তা দিতে হইলে ভারীজাতীয় মুরগী নির্বাচন করা আবশ্যক। হালকা জাতীয় যেমন—লেগহর্ণ, মাইনর্কা ইত্যাদি তা দিবার পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। সুবিধা থাকিলে ইনকিউবেটারে ডিম ফুটাইয়া মাদী রাজহাঁসের নিকট পালনের জন্য ছাড়িয়া দিতে হয়। ভারীজাতীয় মুরগী যদিও ভাল তা দেয় এবং বাচ্চা পালন করে, তথাপি বাচ্চা অবস্থায় যতদিন না নিজেরা খুঁটিয়া খাইতে শিখে ততদিন মানুষের সাহায্যের আবশ্যক হয়। তা দিবার স্থান ঘরের এক কোণে বা পাশদিকে নির্বাচন করা উচিত এবং শুষ্ক খড় বা ঘাস বেশ পুরু করিয়া সেইস্থানে বিছাইয়া দেওয়া উচিত। তা দিবার সময় ইহাদের আহারের

উপর লক্ষ্য রাখিতে হয়, কারণ পাখী যখন তা দেয় তখন প্রায়ই সে স্থান ত্যাগ করে না। এজন্য তা দিবার সময়ে নির্দিষ্ট স্থানের অনতিদূরে প্রতিদিন খাদ্য ও পরিষ্কার পানীয় জল রাখা উচিত। ইহাদের ডিম ফুটিতে ২৮ হইতে ৩০ দিন সময় লাগে।

আহার ও পরিচর্যা

বাচ্চা বাহির হইলে প্রায় ২৪ ঘণ্টাকাল নির্জন স্থানে তাহাদের বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত, পরে ধাত্রী বা পালিকা মাতার নিকট রাখিয়া দিতে হয়। উপযুক্ত বিশ্রামের পর উহাদের খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে হয়। প্রথম সপ্তাহে দিনে ৬।৭ বার যব, গম ও চাউলচূর্ণ তরল করিয়া গুলিয়া অল্প অল্প করিয়া খাওয়াইতে হয়। কচি কোমল দূর্বাঘাস কুচাইয়া দিলে উহারা খাইতে পারে। পানীয় জল সর্বদা পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বাচ্চাদিগকে ভিজা ও স্যাঁতসেঁতে এবং প্রখর রৌদ্রযুক্ত স্থানে রাখা কখনও উচিত নয়। আলো ও বাতাসযুক্ত পরিষ্কার স্থানে বিস্তৃত শুষ্ক খড়ের উপর উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। বড় হইবার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের খাদ্যের পরিমাণ বর্ধিত করিয়া দিতে হয়। এ সময়ে বাচ্চারা তাহাদের মা'র সহিত খুঁটিয়া খাইতে শিখে। একমাস বয়স্ক

শাবকেরা নিজে খুঁটিয়া খাইতে পারে এবং দুই মাস আড়াই মাসের বড় হইলে ইচ্ছামত বিচরণ করে।

পাখীদের সকালে ও বৈকালে খাইতে দেওয়া শ্রেয়ঃ। যে সমস্ত পাখী চরিয়া বেড়ায় তাহাদের দিনে একবার মাত্র খাইতে দিলেই যথেষ্ট। ছোলা, মটর, ভূট্টা, যব, গম, কুঁড়া, ধান, কাঁচা তরকারীর খোসা, শাকপাতা, ঘাস, প্রভৃতি খাদ্য উহাদের খাইতে দিতে পারা যায়। পাখীদের মোটা করিবার আবশ্যক হইলে উপরোক্ত শস্য সিদ্ধ করিয়া খাইতে দিতে পারা যায়, ইহাতে উহারা শীঘ্র মোটা হইয়া থাকে। রাত্রি-কালে ইহা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। ভাল সাদা গমই এ বিষয়ে বিশেষ কার্যকরী। দুগ্ধে যব সিদ্ধ করিয়া তিন তোলা খাওয়াইলে একই ফল হয়। উহাদিগকে সবুজ তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে দেওয়া ভাল। উহারা ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়া খাইতে ভালবাসে। যদি মনে হয় যে উহারা পরিমাণের মত খাদ্য পাইতেছে না তাহা হইলে উহাদিগকে চড়িবার জন্য ছাড়িয়া দিবার পূর্বে যই ও যবের সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া খাইতে দিতে পারা যায় এবং জলে ভিজাইয়া কলা বাহিরান কিছু ভাল যই সন্ধ্যাকালের আহারের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। এইভাবে আহার প্রদান ও যত্ন করিলে উহারা এক কি দেড় মাসের মধ্যেই বড় হইয়া উঠে। যেগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল, সেগুলি হৃষ্টপুষ্ট হইতে

২ মাস ২॥• মাসে সময় লাগে। মোটামুটী উহাদের মোটা হইবার নির্দিষ্ট সময় ৬ মাস। হাঁস বেশ বড় মোটাসোটা হইলেই বাজারে পাঠান লাভজনক। উহাদিগকে ঘরে রাখিয়া কোন লাভ নাই। যে কোন সময়েই উহারা আবার দুর্বল বা রোগা হইয়া পড়িতে পারে এবং একবার রোগা হইলে পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পাইতে যথেষ্ট সময় লাগে।

ইহাদের রোগ খুব কম হয় এবং সহজে ইহারা রোগগ্রস্ত হয় না, কিন্তু কোনরূপে একবার পীড়াগ্রস্ত হইলে বাঁচা শক্ত ব্যাপার। এজন্য ইহাদের যথাসম্ভব সাবধানে রাখা দরকার। নিজে দেখাশুনা করিলে এবং খোঁজ খবর লইলে আহার ও বাসের সুব্যবস্থা করিলে রোগাক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা কম থাকে। দ্বিতীয় কথা নিজে দেখাশুনা করিলে বা নজর রাখিলে পাখীরা যেরূপ যত্ন পায় ও ইহাদের মনে সন্তোষ জন্মে অন্যের দ্বারা তাহা আশা করা বৃথা। পীড়াগ্রস্ত রুগ্ন পাখীদের কখনও দলের মধ্যে রাখা উচিত নয়, সর্বদা দূরে রাখা কর্তব্য। এক ঘরের মধ্যে অধিক সংখ্যক পাখীকে গাদাগাদি করিয়া রাখা এবং পাখীর পাশ্চাদ্ধাবন করা বা তাড়া করা বিপজ্জনক। পাখীদের কোন রোগ হইয়াছে জানিতে পারিবামাত্র চিকিৎসা করা আবশ্যক। রোগের চিকিৎসা মুরগীর বা পাতিহাঁসের ন্যায় করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়

গিনিফাউল

ইহার প্রাকৃতিক জন্মস্থান আফ্রিকা বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রাচীনকালে ইহারা (Numidian hens) নামে পরিচিত ছিল। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম পেণ্টেডা (Pentada)।
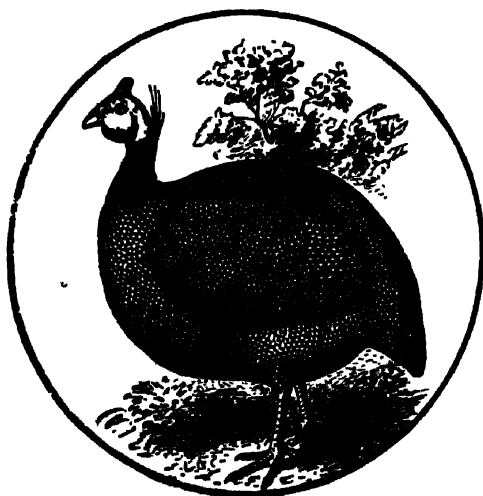
ইহারা অতি কষ্টসহিষ্ণু ও কঠিন প্রাণের জীব। পাখীগুলি দেখিতে সাধারণ মুরগীর ন্যায়। গিনিফাউল সাদা, কাল, গাঢ়নীল, ধূসর, প্রভৃতি নানাবর্ণের আছে। সম্পূর্ণ সাদা

রঙের পাখীই দেখিতে সুন্দর। এদেশে সাধারণতঃ যে গিনি-ফাউল দৃষ্ট হয় তাহার জন্মস্থান আফ্রিকা। এই পাখীর গায়ের বর্ণ ধূসর ও সর্বাঙ্গে সাদা ছিটযুক্ত। গিনিফাউল বনে বনে ঘুরিয়া পোকা মাকড় খাইতে ভালবাসে এবং ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। ইহাদের বিচরণ ভূমিতে শাকসব্জী গাছ লাগাইলে কিছু কিছু ফলন পাওয়া যায় এবং ইহারা গাছ হইতে পোকা-মাকড় ধরিয়া খাইতে পারে। হাঁসের ন্যায় ইহারা ঘর তত অপরিষ্কার করে না। ইহাদের একটু বিশেষত্ব এই যে, যেখানে ইহারা থাকে তাহার সীমানার মধ্যে কেহ আসিলে এক প্রকার অস্ফুট চীৎকারধ্বনি করিয়া গৃহস্বামী বা পালককে অপরিচিতের আগমন সংবাদ জানাইয়া দেয়।

গিনিফাউল সাধারণ মুরগীর ন্যায় ডিম দেয়। ইহার মাংস খাইতে খুব ভাল। তবে ইহাদের গায়ে মাংস বেশী থাকে না। সাধারণ গিনিফাউল ৩০-৪০টি ডিম দেয়, কিন্তু ইহাদের আরও অধিক ডিম দিতে শোনা যায়। ইহারা পেরুর মত লুকাইয়া ডিম পাড়িতে ভালবাসে। ডিম পাড়িবার জন্য ঘরের কোন নির্দিষ্ট স্থলে শুষ্ক খড় প্রভৃতি বিছাইয়া রাখা আবশ্যক। ডিম পাড়িবার সময় হইলে নর পাখীকে মাদীর কাছ হইতে পৃথক রাখা দরকার। ইহারা ভাল তা দিতে পারে না, এজন্য ইনকিউবেটারে বা মুরগীর তায়ে দিয়া ডিম ফোটাইতে হয়। ডিম ফুটিতে ২৬।২৭ দিন সময় লাগে। বাচ্চা ফুটিয়া

বাহির হইলে ২৪ হইতে ৩০ ঘণ্টাকাল বিশ্রামের পর শাবক-দিগকে খাওয়াইতে হয়। পাতিহাঁসের ন্যায় ইহাদের বাচ্চাদের একই খাদ্যের ব্যবস্থা করা যায়। একটু বড় হইলে অন্য পাখীর দেখাদেখি খুঁটিয়া খাইতে শিখে। পাতিহাঁসের ঘর যেরূপে নির্মাণ করা হয়, ইহাদের থাকিবার ঘরও সেইরূপে নির্মাণ করিতে হয়। ইহারা অল্প বা সীমাবদ্ধ স্থানে থাকিতে ভালবাসে না, এজন্য ইহাদের বিচরণ ভূমি প্রশস্ত হওয়া আবশ্যক। ফুল বা ফলের বাগানের মধ্যে ইহাদের ছাড়িয়া দিতে পারা যায়। ইহারা গাছের পোকামাকড় ও কীটপতঙ্গাদি খাইয়া গাছপালাকে তাহাদের শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করে।

দেড় বৎসর বয়সের গিনি-ফাউলের ডিম হইতে বাচ্চা তোলা উচিত। সাধারণতঃ দেড় বৎসরের নর ও এক বৎসরের মাদীর জোড় দেওয়া চলে। একটি নরের সহিত উহার স্বাস্থ্য ও আকার অনুসারে দুইটি হইতে চারিটি পর্যন্ত মাদী রাখিতে পারা যায়। একটি নরের সহিত অধিক সংখ্যক মাদী রাখিলে সুপুষ্ট বা উর্বর ডিম পাওয়া যায় না। ইহাদের ঘর সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। স্বাধীনভাবে চরিতে পাইলে ইহারা নিজেদের আহার প্রায় নিজেরাই জমি হইতে সংগ্রহ করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত ইহাদের ধান, চাল, ছোলা, ডাল, যব, গম, প্রভৃতি খাইতে দেওয়া চলে। গিনি-ফাউল সহজে পীড়িত হয় না কিন্তু পীড়িত হইলে ইহাদের বাঁচান বড় শক্ত।

রোগ হইলে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করা দরকার। রোগের চিকিৎসা মুরগীরই মত। এতদ্ভিন্ন মুরগী বা হাঁসের ন্যায় ইহাদের পালন বা পরিচর্যা করা আবশ্যক।

বহুরূপী, পেরু বা টার্কী

টার্কী নামকরণ হইয়াছে বলিয়া ইহাদের জন্মস্থান যে টার্কী (তুরস্ক) এমন নয়। ইহাদের জন্মস্থান উত্তর আমেরিকা
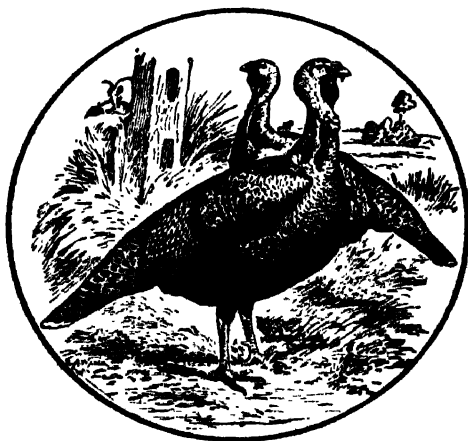
(North America)। আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে ইউরোপে এই পাখী সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।

ইহাদের দেখিতে অনেকটা শকুনি পাখীর মত। মাথার

উপরিভাগ হইতে গলার নীচে পর্যন্ত লম্বমান মাংসের থলি আছে। ইহারা দেহের বর্ণ ইচ্ছামত পরিবর্তন করিতে পারে বলিয়া টার্কী বা পেরুকে বহুরূপী বলা হয়। ইহাদের গাত্রে সূর্যকিরণ প্রতিভাত হইলে বহু বিচিত্রবর্ণের সমাবেশ হইতে দেখা যায়। রতসের সময়ে (Breeding time) নর পক্ষীদিগকে পেখম তুলিয়া নৃত্য করিতে দেখা যায়।

পেরু বা টার্কীর অনেক জাতি আছে। বর্তমানে উহাদের বহু সঙ্কর জাতি উৎপন্ন করিয়া পালন করা হইতেছে। টার্কীর নিম্নলিখিত কয়েকটি জাতি দৃষ্ট হয়।

১। আমেরিকান বা ম্যামথ ব্রোঞ্জ (American or Mammoth Bronze)

২। ব্লাক নরফোক (Black Norfolk)

৩। কেম্ব্রিজ ব্রোঞ্জ (Cambridge Bronze)

৪। সাদা হল্যাণ্ড (White Holland)

৫। নরাগানসেট (Narragansett)

৬। বাফ বা ফন (Buff or Fawn)

৭। শ্লেট বা ল্যাভেণ্ডার (Slate or Lavender)

৮। ইটালিয়ান (Italian)

উপরোক্ত কয়েকটি জাতির মধ্যে ভারতবর্ষে কেবলমাত্র আমেরিকান বা ম্যামথ ব্রোঞ্জ, ব্লাক নরফোক ও কেম্ব্রিজ ব্রোঞ্জ অধিক পালিত হয়।

টার্কীর একটি উৎকৃষ্ট জাতীয় নর ১০।১২ সের ও মাদী ৮।১০ সের ভারী হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের কোন রাজকীয় প্রদর্শনীতে (Royal show) একটি তিন বৎসরের ম্যামথ ব্রোঞ্জ নর টার্কী প্রদর্শিত হইয়াছিল, উহার ওজন ৪৮½ পাউণ্ড ছিল। আকার ও বর্ণে ইহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেও ইহাদের মাংসও যে সর্বোৎকৃষ্ট হইবে একথা মানিয়া লওয়া চলে না। ইহারা ডিম কম দেয় কিন্তু ইহারা সর্বদেশের জল-বায়ু সহ্য করিতে সক্ষম। এজন্য পাশ্চাত্ত্যদেশে ইহাদের আদর খুব বেশী ও অতি যত্নসহকারে পালিত হইয়া থাকে।

সামান্য যত্ন ও পরিচর্যা করিলে ইহারা অতি শীঘ্রই স্বাস্থ্য-বান হইয়া উঠে। মৃত্তিকা এবং আবহাওয়ার অবস্থার উপর ইহাদের পালনের কৃতকার্যতা সম্যক নির্ভর করে। ইহারা খুব সাহসী এবং ঝগড়াপ্রিয় পাখী। অন্য কোন জাতীয় পাখীর সহিত ইহাদের রাখা উচিত নয়।

ঘর প্রস্তুত—ইহারা অতি চঞ্চল, গৃহে ইহাদের পালন করা চলে না; কারণ ইহারা আবদ্ধ ঘরের মধ্যে থাকিতে পারে না, ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে ভালবাসে। ইহাদের পালনের জন্য বিস্তীর্ণ জমি আবশ্যক। স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পাইলে ইহারা বেশ প্রফুল্ল থাকে। শুষ্ক এবং বেলে কাঁকরময় জমি ইহাদের চরিবার জন্য নির্দিষ্ট করিতে পারা যায়। স্যাঁৎসেঁতে অথবা যে জমিতে বৃষ্টির জল সহসা শুকাইয়া যায় না এরূপ

জমি অথবা ভিজা এবং কর্দমাক্ত বা এঁটেল মাটীযুক্ত এবং শীতল বায়ুস্পন্দিত স্থান ইহাদের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নহে। ঘর নীচু জমিতে এবং ভিজা ও স্যাঁৎসেঁতে না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঘরের দরজা দক্ষিণ দিকে করিলে ভাল হয়। দিবাভাগে প্রখর রৌদ্রের সময়ে ইহারা ঘরের মধ্যে আসিয়া বিশ্রাম লইতে পারে। ঘরের মধ্যে যাহাতে বেশ আলো ও বাতাস খেলে তাহার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ঘরের উচ্চতা এবং প্রস্থতা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, পাখীদের থাকিবার ও পক্ষীপালকের যাতায়াতের যেন কোন ব্যাঘাত না ঘটে। আলো ও বাতাস খেলিবার জন্য ঘরের উপরার্ধাংশে মোটা তারের জাল দেওয়া যাইতে পারে। ঘরের মেঝে কাঠের অথবা পাকা হওয়া উচিত এবং ঘরের মেঝে যাহাতে শুকনা খট্‌খটে থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার,এজন্য শুকনা ঘাস বা খড় ঘরের মেঝের উপরে বিস্তৃত করিয়া দিতে হয়।

জনন নীতি—বড় এবং ভারী জাতীয় পাখীদের সংমিশ্রণে সব সময়ে সুফল পাওয়া যায় না, কেবল প্রদর্শনীতে পাঠাইবার জন্য ইহারা সবিশেষ উপযোগী। পাখীদের সংমিশ্রণ এবং জনন কার্যে কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে কৃতকার্য হওয়া যায় না। বড়, স্বাস্থ্যবান ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট পাখী জনন কার্যে নিযুক্ত করা উচিত। বর্ণ, গঠন ও আকারগত পার্থক্য ভেদে যথাযথ মিশাইয়া তবে জোড় দেওয়া উচিত। ম্যামথ ব্রোঞ্জ টার্কীর সহিত কাল নরফোক বা কেম্বিজের জোড় দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু ইহাদের

সহিত সাদা হল্যাণ্ড জাতীয় পাখীর জোড় খাওয়াইতে যাওয়া সঙ্গত নহে, ইহাতে পাখীদের বর্ণ ও সৌন্দর্য নষ্ট হইয়া যায়। আড়াই বৎসরের নর এবং দুই বৎসর বয়সের কম মাদীর সহিত জোড় দেওয়া উচিত নয়। স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিলে মাদীরা এক বৎসর বয়সেই ডিম দিতে আরম্ভ করে এবং অল্প বয়স হইতে ডিম দেওয়া আরম্ভ করিলে পাখীরা সহজেই দুর্বল হইয়া পড়ে এবং উর্বর ও পুষ্ট ডিম পাওয়া যায় না, এই কারণে উহাদের বাচ্চারাও সুস্থ এবং সবল হইতে পারে না। দেড় বৎসর বয়স্কের মাদী ডিম দিলেও তাহা হইতে বাচ্চা তোলা ঠিক নয়, ঐ ডিম খাইবার জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে। স্বাস্থ্য ও শক্তি অনুসারে নর পাখীকে জননকার্যে নিযুক্ত করা উচিত। একটী ভাল সবল নর পাখীর সহিত ৭।৮টী মাদী রাখা চলে। কোন একটী জোড়ের সন্তানদের মধ্যে নর ও মাদীর পরস্পরের জোড় দেওয়া উচিত নয়, ইহাতে জোড় খারাপ হয়। অর্থাৎ সেই জাতির যে সমস্ত দোষগুণ তাহা উহাদের সন্তানদের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া যায়। এজন্য একই রক্তসম্পর্কযুক্ত পাখীদের মধ্যে নর ও মাদীর জোড় খাওয়ান উচিত নয়, ইহাতে সন্তান উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে না। জোড় দিবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে মাদীকে দলের সহিত একত্রে রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়, কারণ নরগুলি প্রায় ঝগড়াটে হয়, সময়ে সময়ে বড় বড় গৃহপালিত জন্তু, এমন কি ছোট ছেলেদেরও তাড়া করে।

ডিম পাড়া ও ফোটান

সাধারণতঃ টার্কীরা খুব কম বয়স হইতে ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে, কিন্তু অল্প বয়সে ইহাদের ডিম পাড়িতে দেওয়া উচিত নয়। দুই বৎসর বয়স্কের মাদীদের ডিম হইতে বাচ্চা তোলা যাইতে পারে। কোন কোন বন্যজাতীয় পেরুরা এক ঋতুতে ২৫।২৬টী ডিম দেয়, কিন্তু গৃহপালিত পাখীরা উহা অপেক্ষা ঢের বেশী ডিম প্রসব করে। ভালরূপ যত্ন পাইলে ও পরিচর্যা করা হইলে গৃহপালিত টার্কীরা বৎসরে এক শত পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। প্রায় ফাল্গুন-চৈত্র মাসে ইহারা ডিম পাড়িতে আরম্ভ করে। ইহারা লুকাইয়া বাসা করিতে ও ডিম দিতে ভালবাসে। ডিম পাড়িবার সময় হইলে ইহারা এক প্রকার অস্পষ্ট চীৎকার করিতে থাকে। খুব নজর না রাখিলে উহারা লুকাইয়া কোন গুপ্ত স্থানে ডিম পাড়িবে এবং নর পাখী-গুলি বাচ্চাদের খাইয়া ফেলিবে। এই কারণে ডিম দিবার সময় হইলেই নরগুলিকে মাদী পাখী হইতে পৃথক রাখা উচিত।

ঘরের মধ্যে পাখীদের ডিম পাড়িবার জন্য যে সব স্থান নির্দিষ্ট করা হইবে, তথায় বেশ পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া দিতে হইবে। টার্কীদের একদিন অন্তর সকালে ডিম দিবার অভ্যাস দেখা যায়। উহারা মাসে ১৬ হইতে ১৮টী পর্যন্ত ডিম দেয়।

ডিম দেওয়া শেষ হইলে ডিমগুলি সংগ্রহ করিয়া ইনকিউবেটারে ফোটাইতে পারা যায়, অথবা টার্কীদের বা মুরগীদের তায়ে দেওয়া চলে। টার্কীরা ভাল তা দিতে পারে। তা দিবার কালে পাখীদের নিকটে পরিষ্কার খাদ্য ও পানীয় জল রাখা উচিত। কারণ তা দিবার সময় উহারা ডিম ছাড়িয়া বাহিরে যাইতে চাহে না। এ সময়ে উহাদিগকে উঠাইয়া দিলেও উহারা কিছুক্ষণ এদিক ও ওদিক ঘুরিয়া নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া বসিবে। উহাদিগকে বাসা হইতে উঠাইবার আবশ্যক হইলে প্রথমে বাম হস্তে উহার ডানা ধরিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা উহার গলদেশের নিম্নভাগ আস্তে আস্তে ধরিয়া তুলিতে হয়। লক্ষ্য রাখা দরকার যে, পাখী পায়ে করিয়া বাসা বা ডিম আঁকড়াইয়া না ধরে।

পর পর পনেরটী ডিম পাড়িবার পর উহাদের তা দিতে বসিবার আসক্তি জন্মে। কিন্তু প্রত্যহ ডিম পাড়িবার পর ডিম সরাইয়া রাখিলে উহারা আরও ডিম পাড়িয়া যাইবে। ডিম পাড়িবার পর তায়ে বসিবার সময় উহাদের এক প্রকার ঝিমানি আসে। যে পর্যন্ত না উহারা এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয় সে পর্যন্ত উহারা ডিম দিতে বিরত হয় না। একটি বড় পেরু ৪টি ডিমে বসিতে পারে। ২৮ হইতে ৩০ দিনে বাচ্চা ফুটে। তায়ে বসিবার সময়ে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সেখানে যাইতে দেওয়া নিরাপদ নয়, উহাতে ডিম ফুটিবার পক্ষে বিঘ্ন হইতে পারে। তা দিবার সময়ে পাখী কোন কারণে বিরক্ত হইয়া স্থান

ত্যাগ করিলে সে ডিম হইতে বাচ্চা ফোটা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকে। বাচ্চা ফুটিবার পরই উহাদের আহারের আবশ্যক হয় না, অন্ততঃ ২৪ চব্বিশ ঘণ্টা বিশ্রামের পর উহাদের খাওয়ান উচিত। বাচ্চা অবস্থায় প্রথম মাসে দিনে ৪।৫ বার অল্প অল্প খাদ্য খাইতে দিতে হইবে।

খাদ্য—প্রথম সপ্তাহে যইচূর্ণ বা বিস্কুটচূর্ণ মাখন তোলা দুগ্ধে সিদ্ধ ও পাতলা করিয়া দুই ঘণ্টা অন্তর ৮ বার খাইতে দিতে পারা যায়। জাপানী মিলেট, মটর, লাল গম, সম-পরিমাণে লইয়া ভাঙ্গিয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ চূর্ণ না করিয়া তাহার সহিত অল্প পরিমাণ হেম্প (গাঁজা) বীজ মিশাইয়া শুষ্ক খাদ্য হিসাবে দিতে পারা যায়। বাচ্চাদের পোড়ারুটী খাইতে দিতে নাই, ইহাতে পেটের অসুখ হইবার সম্ভাবনা। লাল গম, যব, ভূট্টাচূর্ণ এবং দিনে একবার শুষ্ক চাউল ইহাদের খাইতে দিতে পারা যায়। ইহাদের ইচ্ছামত জল খাইতে দিতে নাই। দিনে একবার মাত্র জল খাইতে দিতে পারা যায়। ইচ্ছামত জল খাইতে দিলে ইহারা অতিরিক্ত পরিমাণে খাইয়া অসুখের সৃষ্টি করে। বাচ্চাদের উষ্ণজল খাইতে দিলে ভাল হয়। ইহাদের খাবারের সহিত পেঁয়াজ কুচাইয়া দিতে পারা যায়, এসময়ে পেঁয়াজ ইহাদের পক্ষে উপকারক। প্রাণীজ ও সবুজ খাদ্য (animal & green food) অন্য পাখীর অপেক্ষা ইহাদের কিছু বেশী পরিমাণে দিতে হয়। একসঙ্গে অধিক পরিমাণে এবং

পচা ও দুর্গন্ধযুক্ত জিনিষ খাওয়াইলে উহারা শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়ে। বাচ্চাগুলিকে প্রথম অবস্থায় প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হয়। খাওয়াইবার পর উহাদের মা অথবা ধাত্রীর (Foster Mother) নিকট ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। প্রশস্ত কাঠের বাক্সে অথবা ঝুড়ির মধ্যে শুষ্ক খড় বেশ পুরু করিয়া বিছাইয়া চাপিয়া দিয়া তাহার উপর বাচ্চাদের রাখিয়া দিলে উহারা বেশ আরামে থাকে। তৃতীয় ও চতুর্থ সপ্তাহে যব, ভূট্টা-চূর্ণ এবং এরারুট একত্রে মিশাইয়া দিনে ৪।৫ বার করিয়া খাওয়াইতে হয়। ৪।৫ মাসের বয়ঃক্রম পর্যন্ত দিনে দুইবার লাল গম, যব, ভূট্টাচূর্ণ, প্রভৃতি শক্ত খাদ্য এবং দুইবার নরম খাদ্য দেওয়া যাইতে পারে। এই সময়ে ইহাদের পেটের অসুখ দেখা দেয় এবং ইহাতে প্রায়ই বাচ্চারা মারা যায়, এজন্য এ সময়ে খুব সাবধানতার দরকার। টার্কীরা ভাল ডিম ফুটাইতে ও বাচ্চা পালন করিতে পারে সত্য কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, পেরুদিগকে ডিম ফুটাইতে বা পালন করিতে দিলেও বাচ্চাদের আহারের ব্যবস্থা ও খাওয়ান মানুষকেই করিতে হইবে। পাখীদের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যও বারে কমাইয়া পরিমাণে বাড়াইতে হয় এবং ক্রমে শুষ্ক ও বড় দানাযুক্ত বা আস্ত দানা খাইতে শিখাইতে হয়। উহাদের খাদ্যের সহিত প্রত্যেকবারেই প্রাণীজ খাদ্য যথা—মাংসের কিমা, অস্থিচূর্ণ ইত্যাদি খাইতে দিতে হয়। আহারের পাত্রাদি সর্বদা

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত। হাঁস ও টার্কীর খাদ্যের ব্যবস্থা একই প্রকারের। রাজহাঁসের ন্যায় টার্কী কাঁচা ঘাস খাইতে ভালবাসে, এজন্য উহাকে কচি দূর্বা বা কোন কোমল ঘাস খাইতে দিতে পারা যায়। লীক, লেটুস, পেঁয়াজ, পালমশাক, কপিপাতা, প্রভৃতি কুচান টাট্কা শাকসব্জী ইহারা বেশ পছন্দ করে। যে সব শাকসব্জী ইহাদিগকে দেওয়া হইবে উহা যেন খুব পরিষ্কারভাবে কুচাইয়া দেওয়া হয়। শুষ্ক বা বড় অবস্থায় থাকিলে ইহাদের গলায় আটকাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। পেঁয়াজ খুব বেশী পরিমাণে খাইতে দেওয়া উচিত নয়, ইহাতে পেট খারাপ হইতে পারে। এক মাসের বাচ্চারা পালিকা মাতার অর্থাৎ ধাড়ী পাখীর সহিত ঘুরিয়া বেড়াইয়া খুঁটিয়া খাইতে শিখে। ভূট্টা, যব, গমের ভুসি, ছোলা, চাউলের কুঁড়া, প্রভৃতি একত্রে সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইলে উহারা বেশ পুষ্ট হয়। টার্কীর বাচ্চাগুলিকে কখনও আবদ্ধের মধ্যে আটকাইয়া রাখা উচিত নহে, ইহারা স্বাধীনভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইবে ও খুঁটিয়া খাইতে শিখিবে, এজন্য জমিতে কাঁচাঘাস ও শাকপাতা থাকা প্রয়োজন। টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কর্তিত সিদ্ধ মাংস ইহাদের খাইতে দেওয়া চলে। ১-২॥০ মাসের হইলে ইহাকে বাপ মা এবং দলের অন্যান্য পাখী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখা ভাল। এ সময়ে ইহাদের ভালরূপ আহারের ব্যবস্থা ও পরিচর্যা করিতে পারিলে ইহারা শীঘ্র শীঘ্র বড় ও মোটা হইয়া উঠে।

পাখীদের সুগঠিত দেহ, স্বাস্থ্য ও শক্তিলাভের জন্য নিম্নোক্ত টনিক ব্যবহার করা যাইতে পারে।

ক্যাসিয়া ছাল চূর্ণ	...	৩ আউন্স
কার্বনেট লৌহ চূর্ণ	...	৫ আউন্স
শুঁঠ চূর্ণ	...	৮ আউন্স
জেনসিয়ান মূল চূর্ণ	...	১ আউন্স
মৌরী চূর্ণ	...	১ আউন্স

উপরোক্ত চূর্ণ চায়ের চামচের এক চামচ লইয়া ১২টি বাচ্চাকে খাদ্যের সহিত মিশাইয়া দিতে পারা যায়। দেড় মাসের ও দুই মাস বয়স্ক পাখীদের খাদ্যের বার ৫ হইতে কমাইয়া ৪ বার করা দরকার এবং পরিমাণে সামান্য বৃদ্ধি করা আবশ্যক। পাখী ৪ মাসের হইলে খাদ্যের বার তিনে পরিণত করা দরকার, যথা :—সকালে, দুপুরে এবং সন্ধ্যায়। যই চূর্ণ এবং ভূট্টাচূর্ণ, মাঠাতোলা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সকালে ও দুপুরে খাইতে দিতে পারা যায়। অস্থিচূর্ণ (Steamed bone-meal) অথবা টুকরা মাংস সিদ্ধ ও আলু সিদ্ধ, যই ও যবচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া অল্প পরিমাণে সপ্তাহে একবার করিয়া খাইতে দিলে পাখীরা শীঘ্র বেশ স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। ইহারা বড়ই চঞ্চল, সীমাবদ্ধ অল্প স্থানে কখনও থাকিতে পারে না, সুতরাং ইহাদের জন্য একটু বিস্তীর্ণ জমির আবশ্যক। টার্কীদের হজমশক্তি কম, সেজন্য চিবাইয়া খাইতে হয় সেই রকমের শক্ত দানা বা খাদ্য

বাচ্চাদের ও বড় পাখীদের খাইতে দেওয়া উচিত। বাচ্চাদের শক্তি ও বৃদ্ধি অনুসারে ৪০ হইতে ৫০ দিনের মধ্যে গায়ের ও মাথার বর্ণের উজ্জ্বলতা দেখা যায়। গায়ের পালক গজাইবার সময় গাঁজা ও ফাপর বীজ খাওয়াইলে উপকার হয়। ইহাতে উহাদের শরীর গরম থাকে।

রোগ ও তাহার প্রতিকার—মুরগীদের ন্যায় পেরু বা টার্কীদের মধ্যে রোগের বিকাশ দেখা যায়। ইহাদের গায়ে যাহাতে পোকা না লাগে এজন্য ইহাদিগকে যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। বৃষ্টির জলে ইহাদিগকে ভিজিতে দেওয়া উচিত নয়। প্রাতঃকালে শিশির-সিক্ত ও ভিজা জমিতে অথবা ঠাণ্ডায় ও হিমে ইহাদের বিচরণ করিতে দেওয়া উচিত নয়। ঠাণ্ডা ইহাদের মোটেই সহ্য হয় না। অধিক গরমের সময়ে রৌদ্রে থাকা ও ঠাণ্ডা লাগান শরীরের পক্ষে অনিষ্টকর, ইহাতে পাখীদের শীঘ্রই অসুস্থ হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা। ইহাদের হজম শক্তি বড় কম, এজন্য পেটের অসুখ বড় বেশী হয় এবং একবার আক্রান্ত হইলে সহজে আরোগ্য হয় না। পেটের অসুখে এক চা-চামচ এপসাম্ সল্ট (Epsam salt) খাওয়াইয়া দেখা উচিত অথবা অর্ধ চামচ জলে ২ ফোঁটা ক্লোরোডাইন মিশাইয়া খাওয়ান উচিত।

ব্ল্যাকহেড (Blackhead)—ইহাদের পক্ষে অতি ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি। ইহা অতি ছোঁয়াচে রোগ, পাখীরা একবার

আক্রান্ত হইলে আর বাঁচে না। পাখীদের যকৃৎ ও পাকাশয়ে এই রোগ আক্রমিত হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা দেখিলে বুঝা যায় যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জীবাণু পাখীর যকৃতের স্থান অধিকৃত করিয়া দ্রুত বর্ধিত হইতেছে। পাখীর মাথা কালচে ও নীল বর্ণ ধারণ করিলে এই রোগে আক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই রোগের প্রথমাবস্থায় পাখীর পেটের অসুখ ও পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে; দুর্বল, নিস্তেজ ও ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং হঠাৎ মারা যায়। মলের সহিত এই রোগের জীবাণু বহির্গত হয় এবং উহা যে কোন উপায়ে অন্যের শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করে। এইরূপে ঝাঁকের সমস্ত পাখী এই ভীষণ সংক্রামক রোগে আক্রমিত হইতে পারে। রোগের লক্ষণ দেখা যাইবামাত্র পাখীকে দল হইতে সরাইয়া রাখিতে হইবে। মৃত পাখীকে শীঘ্র পুড়াইয়া ফেলা এবং সমস্ত ঘর-বাড়ীতে বীজাণুনাশক ঔষধ ছড়াইয়া দেওয়া কর্তব্য, অথবা ফিনাইল এবং কার্বলিক এ্যাসিড দিয়া সমস্ত ঘর ভালরূপে ধৌত করিয়া দেওয়া দরকার। অন্যান্য রোগে হাঁস বা মুরগীর ন্যায় চিকিৎসা করা বিধেয়।

মাথা ফোলা—অল্প পরিসর স্থানে পাখীর সংখ্যা বেশী হইলে এই প্রকারের রোগ হয়। পীড়িত পাখীকে আলাদা করিয়া ভাল পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হয় ও সূঁচ ফুটাইয়া জল বাহির করিয়া দিতে হয়।

উকুন—পালকের গোড়ায় উকুন হয়। ইহাতে পাইরি-থিয়ামের গুঁড়া ব্যবহার করিতে হয়।

টিক—মাথায় টিক জন্মায়। ইহারা বড় বিরক্তিকর উপদ্রব। মাথায় তৈল বা চর্বি মাখাইয়া দিলে উপদ্রব নিবারিত হয়।

পারাবত

ইহার আদি জন্মস্থান যে কোথায় এবং কোথা হইতে প্রথম আমদানী হইয়াছে তাহার সঠিক ইতিহাস এখনও জানা যায় নাই। তবে মুসলমান রাজত্বের সময় সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল হইতেই পারাবতের বা পায়রার কথার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। মুসলমান বাদশাহের সময় দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, প্রভৃতি স্থানের পায়রা-উৎপাদকগণ আকার, গঠন ও বর্ণগত পার্থক্য অনুসারে সামঞ্জস্য রাখিয়া অতি নিপুণতার সহিত জোড় মিলাইয়া অনেক বিভিন্ন জাতীয় পায়রার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আজকাল উপযুক্ত পালন এবং যত্নের অভাবে এবং এ বিষয়ে আগ্রহ না থাকায় অনেক সৌখীন জাতীয় পায়রা এদেশ হইতে লোপ পাইয়াছে। আকার, গঠন ও বর্ণভেদে নানা প্রকারের পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়। সৌখীন শ্রেণীর

পায়রার সম্বন্ধে কিছু বলা এ পুস্তকের উদ্দেশ্য নয়, কেবল যে সকল পায়রা পোল্ট্রীর উপযোগী অর্থাৎ যাহাদের মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে সেই সমস্ত পায়রার বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা হইবে।

পায়রা যে কেবল সখের জন্যই প্রতিপালিত হয় তাহা নহে, খাইবার জন্যও ইহা পালিত হইয়া থাকে। খাইবার জন্য পায়রার পালন রোমানদের সময় হইতেই প্রচলিত হইয়াছে বলিয়া জানা

যায়। আজকাল পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা আমেরিকায় মাংসের জন্য সর্বাপেক্ষা অধিক পায়রা পালিত হইয়া থাকে। ফরাসী দেশেও খাইবার জন্য পায়রা পালনের যথেষ্ট প্রচলন ও সুবন্দোবস্ত আছে।

পায়রার মাংস সুমিষ্ট ও সুস্বাদু। এদেশে মাংসের জন্য পায়রা পালনের প্রচলন নাই, সখের জন্যই অধিক পালিত হয়। কিন্তু এদেশেও এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা পায়রার মাংস আহার করেন, তবে সাহেবরা ইহার বিশেষ পক্ষপাতী। বড় জাতীয় মাংসল অথবা সৌখীন পায়রা পালন করিয়া কলিকাতা অথবা বিদেশে চালান দিলে ব্যবসায়ের দিক দিয়া বেশ দু'পয়সা লাভ হইতে পারে। যে সব পায়রা অধিক বড়, মাংসল, পালক নাই এবং অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় সেই সব পায়রার মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারে। যে সকল পায়রা মাংসের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহাদের লেজ প্রায়ই খর্বাকৃতি হয়। সাধারণতঃ দেশী গোলা, হোমার, ড্রাগণ, এবং মালটিজ, কারনিউ, বর্ডেক্স, ডাচিস, এন্টওয়ার্প, গ্রস, সুইস মণ্ডেণ প্রভৃতি জাতীয় পাখী এই কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে।

গৃহ নির্মাণ—পায়রার ঘর বা খোপ কাঠের হইলে ভাল হয়। পাকা ঘরের মধ্যে কাষ্ঠের খোপ তৈয়ারী করিয়া প্রতি খোপে এক জোড়া পাখী (নর ও মাদী) রাখা যাইতে পারে। খোপগুলির উচ্চতা পাখী হইতে একটু বড় এবং

পরিসর এরূপভাবে তৈয়ারী করা দরকার যাহাতে দুইটি পাখীর ঘুরিতে ফিরিতে কষ্ট না হয়। প্রতি খোপের জোড়ার একটি দরজা ও মাঝে দুইটি সদর দরজা দক্ষিণ দিকে থাকিলে ভাল হয়। পায়রার গৃহ খোলার, খড়ের, টিনের অথবা পাকা করিয়া নির্মাণ করা যাইতে পারে। পায়রার ঘরের চাল বা ছাদ টিনের হইলে গ্রীষ্মের সময় ঘর তাতিয়া উঠে এবং পায়রাগুলি খুব কষ্ট পায়। সুতরাং টিনের করিতে হইলে চাল খুব উঁচু করিয়া তৈয়ারী করা দরকার এবং ঘরের আশেপাশে বড় জাতীয় গাছ লাগাইতে হয়। এ প্রণালী উত্তাপ হইতে অনেক রক্ষা করে। পাকা ঘরের মধ্যে দুইটি পায়রার আকার ও আয়তন অনুযায়ী এক একটী খোপ তৈয়ারী করিয়া মাঝখানে দ্বার সমান ফাঁক রাখিয়া লোহার জাল দিয়া প্রত্যেক খোপটী স্বতন্ত্র করিয়া দিতেও পারা যায়। পাকা ঘরের উচ্চতা অনুযায়ী ৪।৫ থাক পর্যন্ত এই ভাবে খোপ করিয়া পায়রার ঘর প্রস্তুত করা যাইতে পারে। প্রত্যেক খোপে এক একটী বেতের ঝুড়ি পায়রা থাকিবার জন্য তার দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। পায়রার ঘরের সম্মুখস্থ সমান্তরাল স্থান বা সমান মাপের জায়গা সর্বতোভাবে তারের জাল দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া আবশ্যক। পায়রার ঘরের দরজাগুলি ইহার সামনাসামনি থাকিবে। এই স্থানে পায়রার খাবার দেওয়া হইবে এবং উহারা ইচ্ছামত ঘুরিয়া বেড়াইবে। পায়রার ঘরের খোপ ও মেঝে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। ঘরের মধ্যে যাহাতে উপযুক্ত আলো ও বাতাস

খেলিতে পারে এবং সর্বদা শুকনা ও খটখটে থাকে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। পায়রার বিষ্ঠা ফেলিয়া না দিয়া গাছের গোড়ায় দিলে বেশ উপকার হয়, কারণ ইহা উৎকৃষ্ট সার এবং গাছের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। পায়রার ঘরের মধ্যে খানিকটা সৈন্ধক লবণ এবং প্রাঙ্গণের এক কোণে পুরাতন ভাঙ্গা বাটীর চূর্ণ, চুন, বালি বা রাবিস জড় করিয়া রাখা দরকার। পায়রা সময়ে সময়ে এগুলি খাইয়া থাকে। ইহা পায়রার স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

আহার—দিনে দুইবার সকালে ৮টার সময় ও বৈকালে ৫টার মধ্যে অর্থাৎ সন্ধ্যার পূর্বে ইহাদের খাবার দেওয়া দরকার। ধান, ছোট জাতীয় মটর, ছোলা, কাঁওন, বাজরা, গম, ভূট্টা সরিষা, চাউল, প্রভৃতিই পায়রার আহার। ভূট্টা, গম, বাজরা, ছোলা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে খাওয়ান অনিষ্টকর। বর্ষাকালে পায়রা কুরীজ করে অর্থাৎ পালক ত্যাগ করে। এ সময়ে ইহাদের গায়ে অত্যন্ত বেদনা হয়, সেজন্য সাবধানে খাওয়াইতে হয়। এই সময়ে একবার মধ্যাহ্নে ইহাদের খাইতে দিতে পারা যায়। ছোট জাতীয় পায়রাকে মটর, ছোলা প্রভৃতি খাওয়াইলে উহারা শীঘ্র মোটা ও পুষ্ট হইয়া পড়িবে, কিন্তু যে সমস্ত পায়রাদের সৌন্দর্য ও বিশিষ্টতা তাহাদের ঠোঁটের উপর নির্ভর করে, তাহাদের মোটা দানাযুক্ত খাদ্য খাওয়াইলে উহার ব্যতিক্রম ঘটিবে অর্থাৎ ঠোঁট বড় হইয়া উহার বৈশিষ্ট্য নষ্ট

হইয়া যাইবে। মধ্যে মধ্যে মূলাপাতা, লেটুস শাক প্রভৃতি কুচাইয়া দিলে ইহারা আগ্রহ সহকারে ছিঁড়িয়া খাইয়া থাকে। দিনে দুইবার পরিষ্কার জল পান করিবার জন্য দেওয়া উচিত। মাটির গামলায় করিয়া জল দেওয়া প্রশস্ত। ইহাদের আহারের পাত্রাদি সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক। পায়রাদের স্নানের জন্য ৩।৪ ইঞ্চি গভীর কোন প্রশস্ত মাটির গামলা জলপূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিতে হয়, ইহাতে পায়রারা ইচ্ছামত স্নান করিতে পারে।

পরিচর্যা ও জননরীতি—মাংসের জন্য দেশী মাদী গোলা পায়রার সহিত বড় জাতীয় নর পায়রার জোড় মিলাইলে উহার বাচ্চা বেশ ভাল হইবে। সাধারণতঃ ছয় মাস বয়স্কের পাখীদের জোড় দেওয়া যাইতে পারে এবং ৪।৫ বৎসরের পায়রার পর্যন্ত বাচ্চা লইতে পারা যায়। ইহারা প্রায় ১৫ হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। মাদীগুলি একসঙ্গে দুইটি করিয়া ডিম পাড়ে। পায়রারা ভাল তা দেয়, ইহাদের নর ও মাদী উভয়েই ডিমে বসে। মাদী পাখী বাহিরে থাকিলে নর ডিমে বসিয়া তা দেয়। ১৬।১৮ দিনে ডিম হইতে বাচ্চা ফুটিয়া বাহির হয়। বাচ্চা বা শাবক অবস্থায় ধাড়ী পায়রারা খাবার মুখে করিয়া উহাদের খাওয়াইতে থাকে। এ সময়ে বাচ্চা-গুলিকে একটু সাবধানে ও গরমে রাখিতে হয় এবং যাহাতে অধিক রৌদ্র বা ঠাণ্ডা না লাগে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক।

পায়রার শত্রু ও রোগ—ইঁদুর পায়রার পরম শত্রু, সুবিধা পাইলেই ইহারা পায়রাকে মারিয়া ফেলে। এজন্য পায়রার ঘরে যাহাতে ইঁদুর প্রবেশ করিতে না পারে তৎসম্বন্ধে যথাসাধ্য সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এতদ্ভিন্ন বিড়াল, কুকুর, সাপ, ভাম এবং অন্যান্য অনেক পাখীও ইহার বিশেষ শত্রু। এগুলি হইতে সাবধান হওয়া দরকার। পায়রার গায়ে পালকের মধ্যে উকুনের ন্যায় এক-প্রকারের পোকা বাস করে। সাধারণতঃ ময়লা বা অপরিষ্কার স্থানে থাকিলে পায়রারা এই পোকার দ্বারা আক্রান্ত হয়। অত্যধিক ঠাণ্ডা লাগিলে ও ভিজা বা স্যাঁতসেতে স্থানে থাকিলে ইহাদের সর্দি হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে ইহাদের যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শুষ্ক ও গরম জায়গায় রাখা দরকার। কোন কোন সময়ে পায়রার ডানার গোড়ায় অথবা গায়ের অন্যান্য স্থানে এক প্রকারের ব্যথা হয়। ঐ স্থানে আইওডিন লাগাইলে উপকার হয়। ঠাণ্ডা লাগিলে পায়রার মুখের ভিতর ঘা হইয়া থাকে, ঐ স্থানে সোহাগার খই অথবা হলুদ বাটা লাগাইয়া দিলে সারে। কখনও কখনও পাখীর চোখে জল পড়িতে দেখা যায়, সাধারণতঃ কোড়িয়াল জাতীয় পায়রার চোখে এই রোগ হইতে দেখা যায়। গরম জলে পটাস পারম্যাঙ্গানেট মিশাইয়া পিচকারী করিয়া চক্ষু ধুইয়া ও চোখের কোণে কার্বলেটেড ভেসলিন লাগাইয়া দিতে হয়। পেঁয়াজ বা

রসুনের কোয়া খাওয়াইলে উপকার হয়। পায়রার পায়ে অথবা অন্য কোন স্থানে চোট লাগিলে বা মচকাইয়া গেলে টার্পিন ও কর্পূরের তৈল ঐ স্থানে মালিশ করিলে উপকার হয়। এতদ্ব্যতীত পায়রাদের মধ্যে বসন্ত রোগ, ক্ষয় রোগ, পেটের অসুখ জনিত নানা প্রকারের পীড়া দেখা দেয়। যে কোন রোগাক্রান্ত পাখীকে তাহাদের জোড় বা ঝাঁক হইতে পৃথক্ রাখিয়া চিকিৎসা করা আবশ্যক। চিকিৎসার প্রণালী মুরগীরই অনুরূপ।

পরিশিষ্ট

মাংসের গুণাগুণ

বন্যকুক্কুটমাংস—(আয়ুর্বেদ মতে) পুষ্টিকর, শুক্রবর্ধক, বায়ু, কফ, পিত্ত, বিষমজ্বর নাশক ও চক্ষুর পক্ষে হিতকর।

বন্যকুক্কুটমাংস—(হাকিমী মতে) বাচ্চা মুরগীর যুষ খাইলে শরীর পুষ্ট হয়। অনেকদিন ধরিয়া কঠিন রোগে ভুগিয়া শরীর দুর্বল হইয়া গেলে ডাক্তারি মতে Chicken broth বা মুরগীর সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা দেওয়া হইয়া থাকে। শুষ্ক কাশিতেও কচি মোরগের যুষ উপকারক। মুরগীর মস্তিষ্ক খাইলে মেধা বৃদ্ধি হয়। মুরগীকে বধ করিবার কয়েক ঘণ্টা (৬।৭ ঘণ্টা) পূর্বে উহাকে চা-চামচের এক চামচ ভিনিগার খাওয়াইলে উহার মাংস কোমল হয়। ডাঃ বণ্টেমের মতে মোরগের মাংসের পরিপাকের কাল ২ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট।

হংসমাংস—(আয়ুর্বেদ মতে) উষ্ণবীর্য, গুরুপাক, কফ-জনক, কাশরোগে, হৃদ্‌রোগে এবং ক্ষতরোগে হিতকর। সাধারণতঃ মুরগীর অপেক্ষা হীনগুণ।

পায়রার মাংস—শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, পুষ্টিকর, বীর্য-বর্ধক, কফ, পিত্ত, রক্তপিত্ত, বায়ু ও রক্তদোষনাশক। ইহা পরিপাক করিতে চারি ঘণ্টা সময় লাগে।

ডিম এবং মাংসের আবশ্যকতা ও ব্যবহার

দেহ পরিপুষ্টির নিমিত্ত যে সকল পদার্থের প্রয়োজন, ডিমের মধ্যে তৎসমুদয়ের অনেকগুলি রহিয়াছে। দুধের ন্যায় কেবলমাত্র ডিম খাইয়াই মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে তাই ডিমকে সম্পূর্ণখাদ্য (complete food) বলে। ইহাতে B ভিটামিন ছাড়া A ও D ভিটামিনের প্রাচুর্য দেখা যায়। ইহা যেমন তেজস্কর, তেমনি পুষ্টিকর ও বলবৃদ্ধিকারক। রুগ্ন ব্যক্তিদের ও শিশুদের ইহা বলকারক ও পুষ্টিকর পথ্যের মধ্যে গণ্য। এই উদ্দেশ্যে সাধারণতঃ সদ্যপ্রসূত মুরগীর ডিমই ব্যবহৃত হয়। সাধারণ দেশী মুরগীর ডিম আকারে ছোট হয়। কিন্তু লেগহর্ণ, রোড্ আইল্যাণ্ড রেড প্রভৃতি উন্নত জাতির ডিমের ওজন গড়ে প্রায় অর্ধ ছটাক হয়।

ডিমের মধ্যে দেহের পরিপুষ্টিকর এবং তাপজনক যে সকল পদার্থ আছে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল। ডিমের শতকরা ১২ ভাগ খোলা, শতকরা ৫৮ ভাগ শ্বেতাংশ (albumen) এবং শতকরা ৩০ ভাগ কুসুম (yolk)। প্রত্যেক পাউণ্ডে তাপজনক পদার্থ ৬৯% রহিয়াছে। মাংসের তুলনায় ডিমে প্রোটিনের ভাগ কম থাকিলেও অন্যান্য দ্রব্য সমান ভাবেই আছে।

শ্বেতাংশে ও কুসুমাংশে পথ্যরূপ দেহ-পুষ্টিকর যে সকল পদার্থ রহিয়াছে তাহার পৃথক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

		কাঁচাডিম		সিদ্ধডিম
জল	শতকরা	৭৩·৭ ভাগ		৭৩·২ ভাগ
প্রোটিন	”	১৩·০	”	১২·৮ ভাগ
চর্বি	”	১০·০	”	১১·৪ ”
কার্ব্বহাইড্রেটস্	”	০·০	”	০·১ ”
ছাই	”	০·৮	”	০·৬ ”
ছুষ্প্রাপ্য পুষ্টিকর পদার্থ		১·১	”	১·২ ”

	প্রোটিন	চর্বি	খনিজলবণ	জল
সভজাতডিম	১৩·১	৯·৩	০·৯	৬৬·১
কুসুম	১৫·০	৩০·০	৩·০	৫২·০
শ্বেতাংশ	১২·০	০·০	৩·০	৮৫·০

খনিজ পদার্থ

	কুসুম	শ্বেতাংশ
ক্যালসিয়াম	০·১৩৭	০·০১৫
ম্যাগনেসিয়াম	০·০১৬	০·০১০
পটাসিয়াম	০·১১৫	০·১৬০
সোডিয়াম	০·০৭৫	০·১৫৬
ফস্ফরাস্	০·৫২৪	০·০১৪
ক্লোরাইড	০·০৯৪	০·১৫৫
সালফার	০·১৬৬	০·২১৬
লৌহ	০·০৮৬	০·০০১

শ্বেতাংশকে ডিমের অম্লসার (albumen) বলা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য কোষের মধ্যে প্রোটিন নিহিত থাকে। যদি এই শ্বেতাংশ বিশেষভাবে আলোড়ন করিয়া এই কোষগুলি হইতে প্রোটিন বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে শ্বেতাংশ সহজপাচ্য হয়। ডিমের কুসুম অধিকতর পুরু এবং পুষ্টিকর। ইহাতে চুন (calcium), লৌহ, ফস্‌ফরাস্‌ প্রভৃতি মূল্যবান প্রয়োজনীয় দেহ-পুষ্টিকর পদার্থ রহিয়াছে। ইহাতে শ্বেতাংশের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রোটিন ও চর্বি আছে। ইহা সহজ পাচ্যরূপে থাকে। মাখনে যে চর্বি আছে কুসুমের চর্বি তাহার সমগুণ বিশিষ্ট।

৩০'০ ভাগ চর্বির মধ্যে অতি প্রয়োজনীয় জৈব পদার্থের সংমিশ্রণ রহিয়াছে। ইহাতে শতকরা ৭'২ ভাগ লেসিথিন (Lecithin) নামক ফস্‌ফরাস্‌ঘটিত অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে। লেসিথিন স্নায়ুমণ্ডলীর (Nervous system) বৃদ্ধির এবং পরিপুষ্টির সাহায্য করে। খাদ্যদ্রব্য জৈবদেহের সহিত সংমিশ্রণে থাকিলে অতি সহজেই শোষিত (absorbed) হইতে পারে। সুতরাং ডিম্বকুসুম সহজেই পরিপাক হয়। চুন এবং লৌহ সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। কারণ একটি ডিমের মধ্যে যে পরিমাণে চুন ও লৌহ থাকে, /॥৹ সের দুধেও ঠিক সেই পরিমাণে চুন ও লৌহ থাকে। মানুষের দেহের পক্ষে যে পরিমাণে চুন ও লৌহের প্রয়োজন তাহার প্রায় ½ অংশ একটি ডিমে বর্তমান থাকে।

তদ্ভিন্ন ডিমের মধ্যে ভিটামিন C ছাড়া A. B. D. প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে বর্তমান থাকে। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মুরগীর ডিমে C ভিটামিনের অস্তিত্ব নাই। কুসুম D ভিটামিন প্রধান বলা যায়। তাহা হইলে পাখীর খাদ্যের উপর ভিটামিন D কম বা বেশী থাকা নির্ভর করে। শীতকালে যে সমস্ত মুরগীকে কডলিভার তৈল খাওয়ান হয়, তাহাদের ডিম্ব কুসুমে যথোপযুক্ত D ভিটামিন থাকে, কিন্তু বসন্ত-কালের ডিমে স্বাভাবিক খাদ্যের মধ্য হইতেই D ভিটামিন কুসুমে সংলিপ্ত হয়।

'এ' (A) ভিটামিনের অভাবে উদরাময়, যকৃৎ ও অকাল-মৃত্যু, শীর্ণতা, বুদ্ধিহীনতা, রক্তাল্পতা ও চক্ষুরোগ আনয়ন করে।

'বি' (B) এই শ্রেণীর ভিটামিন মানবের অন্ত্র ও স্নায়ু-মণ্ডলীর উপর বেশী কার্য করে। ইহার অভাবে অগ্নিমান্দ্য, পিত্তের বিকৃতি, শক্তিহীনতা ও বেরিবেরি রোগ জন্মিয়া থাকে।

'ডি' (D) ভিটামিন অস্থির উপরেই কাজ করে। ইহার অভাবে শিশুদের রিকেট্স রোগ হয়, দাঁত সহজে উঠে না, অস্থি বক্র হইয়া যায়। এই শ্রেণীর ভিটামিনের দ্বারা যক্ষ্মা রোগ হইতে আমরা রক্ষা পাই।

ডিমের মধ্যে এই সকল পুষ্টিকর পদার্থ অতি সহজপাচ্য-রূপে বর্তমান থাকে, সেইজন্য ইহা শিশুদের বিশেষ উপযোগী।

নানাপ্রকারের রক্তহীনতা পীড়ায়, যক্ষ্মারোগে ও বহুমূত্র রোগে ডিম ভাল পথ্য।

রন্ধনের উপরেই ডিমের পরিপাক ক্রিয়ার সময় নির্ভর করে। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে সামান্য সিদ্ধ ডিম ১½ ঘণ্টায়, কাঁচা ডিম ২¼ ঘণ্টায়, মাখনের সহিত পোচ করা ডিম ২½ ঘণ্টায় ও কঠিন সিদ্ধ এবং মামলেট তিন ঘণ্টায় হজম হয়। সুসিদ্ধ ডিম খণ্ড খণ্ড করিয়া আহার করিলে শীঘ্র পরিপাক হইতে পারে। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে কাঁচা ডিমের মত সিদ্ধ ডিম এত তাড়াতাড়ি পাকস্থলী হইতে বাহির হইয়া আসে না। কিন্তু অন্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই আপনার শোষণ-ক্রিয়া পূর্ণভাবে করিয়া থাকে। সামান্যভাবে সিদ্ধ ডিম একটু ঘনীভূত থাকায় অন্ত্র ক্রিমিবৎ তরঙ্গগতি (Peristaltic movement) অতি সহজেই উৎপন্ন করে। কিন্তু কাঁচা ডিমের এইরূপ কোন প্রভাব না থাকায় পাকস্থলীর মধ্য দিয়া যাইতে একটু দেরী হয় এবং জারক রস (gastic juice) দীর্ঘকাল ইহার উপরে কাজ করে। সুতরাং অজীর্ণের কোন কোন বিশেষ অবস্থায় কাঁচা ডিমই গ্রহণ করা বিধেয়।

মৃদুসিদ্ধ ডিম (Coddled Egg)

একটি পেয়ালায় একটি সদ্যোজাত ডিম রাখিয়া তাহাতে ফুটন্ত গরম জল ঢালিয়া ৭।৮ মিনিট রাখিয়া দিলে ডিমটি

মৃদুসিদ্ধ হইবে। শ্বেতাংশ জেলীর মত হইয়া যাইবে। এই ডিম হজম করিতে অর্ধ ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না।

ডিমের শ্বেতাংশ (Egg Albumen) যক্ষ্মা রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই শ্বেতাংশ ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে ও জ্বরের অবস্থায় অন্য কিছুর সহিত না মিশাইয়া পান করিতে দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত রোগসমূহে পান করিতে হইলে এই শ্বেতাংশ নাড়িয়া চাড়িয়া ঘন ফেনায় পরিণত করিয়া রোগীর ইচ্ছানুযায়ী চিনি অথবা লবণ মিশাইয়া খাইতে দেওয়া উচিত। গন্ধ সহ্য না হইলে এক ফোঁটা বা দুই ফোঁটা ব্রাণ্ডি কিংবা লেবুর রসের সাহায্যে সুগন্ধযুক্ত করিতে পারা যায়। চামচের দ্বারা পান করিতে দেওয়া উচিত। অন্য প্রকারেও দেওয়া যাইতে পারে। শ্বেতাংশ দ্বিগুণ জলের সহিত মিশাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া রোগীকে ইচ্ছানুযায়ী লেবুর রস অথবা ভ্যানিলা মিশাইয়া খাইতে দিতে পারা যায়। ইহাকে 'এলবুমেন ওয়াটার' বলে।

কোন কোন সময়ে ডিমে কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। ইহাতে চুনসার (Calcium) থাকায় অতিরিক্ত মাত্রায় গ্রহণ করিলেই এইরূপ হইতে পারে। প্রোটিন পরিপাকে গোলমাল হওয়ায় কোন কোন সময়ে ডিম প্রকৃতপক্ষে দেহে বিষের কাজ করে। অত্যধিক ডিম গ্রহণ করিলে অণ্ডলালা মূত্ররোগ (Albumenuria) হইয়া থাকে।

ডিমের সহিত যত অধিক পরিমাণে মসলা মিশ্রিত করা যাইবে উহা ততই গুরুপাক হইবে। ডিম কাঁচা বা অর্ধ সিদ্ধ খাওয়াই প্রশস্ত। পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের অনুকরণে এবং উহার গুণাগুণের বিষয়ে জানিতে পারিয়া এদেশেও ডিমের ব্যবহার ও প্রচলন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

কেবল খাদ্য হিসাবেই ডিমের ব্যবহার আছে এমন নয়, রাসায়নিক দ্রব্য এবং শিল্পেও উহার প্রয়োজন হইয়া থাকে। রুটি, বিস্কুট প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে, চামড়া পাকা করিতে, ক্রোম চামড়া এবং পুস্তক বাঁধাই কার্যে, চামড়া ও সূতার চাকচিক্য বৃদ্ধি করিতে এবং রং পাকা করিতে, মদ্য রিফাইন বা পরিষ্কার করিতে, ছাপাখানার কালি প্রস্তুতের কার্যে, বর্ণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতে, বোরিক এ্যাসিড এবং রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ আবশ্যকতা ও ব্যবহার আছে।

কৃত্রিম উপায়ে ডিম্ব বৃদ্ধি

মিশ্রিত খাদ্যের সহিত পরিমিতরূপে কারস্মূড বা ওভাম নামক মশলা খাওয়াইলে পাখীরা ভাল ডিম দেয়। প্রতি ১০ সের খাদ্যের সহিত অর্ধ পাউণ্ড হিসাবে কড্‌লিভার খাওয়াইলে পাখীদের জীবনীশক্তি বাড়ে, ভাল ডিম দেয় এবং সহসা কোন রোগের আশঙ্কা থাকে না। বৎসরের মধ্যে যে সময়ে দিন বড় হয় সেই সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য পাইলে পাখীরা অধিক

ডিম দিয়া থাকে। দিন বড় হইলে হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পাখীরা অধিক পরিশ্রম করিবার সময় পায় এবং বেশী পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিয়া ডিম্ব উৎপাদনের উপাদান সমূহ সংগ্রহ করিবার অবসর পায়। বর্তমানে পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহে কৃত্রিম উপায়ে উজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে ডিমের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইতেছে। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও ক্যানাডাতে এইভাবে কৃত্রিম আলোর দ্বারা ডিম বৃদ্ধির সম্বন্ধে বহু গবেষণা ও পরীক্ষার দ্বারা বিশেষ সুফল পাওয়া গিয়াছে। ঐ সমস্ত স্থানের পোল্ট্রী সংক্রান্ত রিপোর্ট হইতে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যায়। বৎসরের যে সময়ে দিনের ভাগ ছোট এবং যে সময়ে ডিমের মূল্য সর্বাপেক্ষা অধিক হয় সেই সময়ে উক্ত উপায় অবলম্বনের দ্বারা কার্য করিতে পারিলে ফল লাভজনক হইতে পারে। সাধারণতঃ শীতকালে দিবাভাগ ছোট হয় এবং এই সময়ে ডিমের মূল্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে কৃত্রিম আলো ব্যবহার করিলে সুফল পাওয়া যায়। আলো দিনের মত উজ্জ্বল হওয়া আবশ্যক এবং পাখীদের আহারের বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আহার না দিলে উক্ত উপায় কার্যকরী হইবে না। মোটকথা মনে রাখা আবশ্যক যে, দিনের ভাগ বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের পরিমাণও বাড়াইতে হইবে। শেষ রাত্রে কৃত্রিম আলোর দ্বারা সুফল লাভের বিশেষ সম্ভাবনা আছে, এই সময়ে পাখীরা ক্ষুধার্ত থাকে। ইংলণ্ডে এই সময়ে

আলো দিবার প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। যে সমস্ত স্থানে বৈদ্যুতিক আলোকের অভাব সেই স্থানে অন্য কোন আলোক ব্যবহারে কতদূর কার্যকরী হইবে সে সম্বন্ধে এখনও পরীক্ষা হয় নাই।

ডিম রক্ষণ প্রণালী

ডিম নানাপ্রকারে রক্ষা করা হইয়া থাকে। আজকাল কৃত্রিম উপায়ে ডিম টাট্‌কা রাখিয়া নানা দূর দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ অনুর্বর ডিমগুলি উর্বর ডিমের অপেক্ষা অধিক দিন টাট্‌কা রাখা চলে। পূর্ব পাকিস্থানে এক-মাত্র চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্য কোথাও ব্যাপকভাবে ডিমের ব্যবসা করিতে দেখা যায় না। তথাকার লোকেরা বড় বড় মাটির পাত্রে করিয়া চুনের জলে ডিম ডুবাইয়া সিংহল, রেঙ্গুন, প্রভৃতি স্থানে চালান দিয়া থাকে। কিন্তু এইভাবে অধিক দিন ডিম টাট্‌কা রাখিতে পারা যায় না। ডিমের আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরে বায়ু প্রবেশ করিবার পথ আছে। বাহিরের উষ্ণ বাতাস এইভাবে ডিমের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভিতরের জলীয় অংশকে শুষ্ক করিয়া ফেলায় ডিম নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য গ্রীষ্মকালে অধিক দিন ডিম ঘরে রাখা উচিত নয়। বড় মাটির অথবা কাঁচ-পাত্রে ডিম রাখাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও সুবিধাজনক। চার সের ভাল পরিষ্কার চুন, দশ সের জলের সহিত মিশাইতে হইবে। জলের মধ্যে চুনের

সহিত যেন অন্য কোন পদার্থ না থাকে ; এজন্য উহা ভাল করিয়া ঢাকিয়া লওয়া আবশ্যক। চুনের জল প্রস্তুত করিবার ৫।৬ দিন পরে উক্ত জলের সহিত দেড় সের আন্দাজ লবণ মিশাইতে হইবে। এইভাবে প্রস্তুত চুনের জলে ডিম রাখিয়া চালান দিতে পারা যায়। সমস্ত ডিম যাহাতে জলে ডুবিয়া থাকে তাহা দেখা আবশ্যক। ডিম উপরে জাগিয়া থাকিলে বা সমস্ত অংশ উক্তরূপে প্রস্তুত জলের মধ্যে না থাকিলে খারাপ হইয়া যায়। জল ঢালিবার পর ডিম আপনি ভাসিয়া উঠিলে তাহা খারাপ ডিম বলিয়া বুঝিতে হইবে। নিম্নলিখিত প্রণালীতে অধিক দিন ডিম রক্ষা করা যাইতে পারে।

ওয়াটার গ্লাস বা সিলিকেট অফ সোডা (Silicate of Soda) দ্বারা প্রস্তুত রাসায়নিক জলে ডুবাইয়া ডিম অনেক কাল অবিকৃত রাখা চলে এবং এইভাবে রাখিয়া বহু দূর-দেশেও চালান্ দেওয়া যায়। সমস্ত ডিম যেন জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকে এবং পাত্রটী ৬০° ফারেনহাইট উত্তাপের মধ্যে রাখা হয়। এক পাউণ্ড সিলিকেট অফ সোডার সহিত এক গ্যালন জল মিশাইয়া উক্ত রাসায়নিক জল প্রস্তুত করিতে হয়। প্রথমে জল কোন পাত্রে করিয়া ফুটাইতে হয়। মাটির পাত্র হইলে ভাল হয়। ফুটন্ত জলে সিলিকেট অফ সোডা দিয়া মিশাইয়া লইতে হয়, পরে উক্ত পাত্র নামাইয়া জল ঠাণ্ডা হইয়া গেলে উহার মধ্যে ডিম রাখিতে পারা যায়। গরম

জলের মধ্যে এবং কোন লৌহপাত্রে রাসায়নিক জল রাখা উচিত নয়। এই উপায়ে উপরোক্ত প্রস্তুত জলের মধ্যে ৫।৬ মাস কাল ডিম অনায়াসে অবিকৃত অবস্থায় থাকিতে পারে। প্রয়োজনমত ডিম পাত্রের মধ্য হইতে বাহির করিয়া লওয়া আবশ্যক, নতুবা ব্যবহৃত হইবার পূর্বে বাহির করিয়া রাখিলে উহা নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে তুঁষের মধ্যে ডিম রাখিবার প্রথা দেখা যায়, কিন্তু এইভাবে উহা অধিক দিন ঘরে রাখা চলে না।

ব্যবসায়

মুরগীর অথবা হাঁসের পালকগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উহার দ্বারা ভাল বালিশ, গদি, কুশন, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারা যায় এবং বেশ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। রাজহাঁসের পালক কলম হিসাবে লিখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। পূর্বে উচ্চপদস্থ কর্মচারীবর্গমাত্রেই রাজহাঁসের কলম ব্যবহার করিতেন। এতদ্ব্যতীত এই সমস্ত পালক পোষাকাদি বা সাজসজ্জা নির্মাণে আবশ্যক হয়। প্রতি বৎসর চীন দেশ হইতে আমেরিকা, জার্মাণী, ইংলণ্ড, ডেনমার্ক, প্রভৃতি দেশে বহু পরিমাণে মুরগী ও হাঁসের পালক রপ্তানি হইয়া থাকে।

ইহা ছাড়া এই সমস্ত পাখীর বিষ্ঠা একটি অত্যুৎকৃষ্ট প্রয়োজনীয় সার। ইহাদের বিষ্ঠার মধ্যে এমোনিয়া এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ আছে, যাহা বৃক্ষাদির বৃদ্ধি ও ফলন

কার্যে বিশেষ সহায়তা করে। এই সমস্ত বিষ্ঠা সংগ্রহ করিয়া রাখিতে পারিলেও ইহার একটা মূল্য আছে।

সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালের অপেক্ষা বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্যন্ত বাজারে ডিমের অধিক কাটতি হয়, এজন্য এই সময়ে বাজারে ডিম সরবরাহ করিতে পারিলে আশানুযায়ী লাভ হয়। সাধারণতঃ হাঁস বা মুরগী ৬ মাস হইতে ৭।৮ মাসের মধ্যেই ডিম দেয়, কিন্তু সারা বৎসর ধরিয়া বাচ্চা তুলিতে পারিলেই সব সময়ে ডিম পাওয়া যায়। ডিম অধিক পরিমাণে সংগৃহীত হইলে এবং তাহা বাজারে উপযুক্ত মূল্যে কাটতি না হইলে অল্পমূল্যে বিক্রয় না করিয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে রক্ষা করিয়া বাজারের চাহিদা অনুযায়ী উচ্চমূল্যে কাটাইতে পারা যায়।

আজকাল ডিমের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ও দূর দেশান্তরে উহা প্রেরিত হইতেছে। চীন হইতে ইউরোপে, আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য বিভিন্ন দেশে ডিমের রপ্তানি হইয়া থাকে। পূর্ব পাকিস্থানের চট্টগ্রাম অঞ্চল হইতেও রেঙ্গুন ও বর্মার নানা স্থানে প্রতিবৎসর যথেষ্ট পরিমাণে ডিম চালান দেওয়া হইয়া থাকে। বাংলা দেশে অনেক স্থানে অল্প মূল্যে ডিম পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত স্থান হইতে ডিম সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার বাজারে, বড় বড় কারখানা-বিশিষ্ট সহরে এবং রেলওয়ে হেড কোয়ার্টার অঞ্চলে চালান দিতে পারিলে বেশ লাভ করা যায়। ডিম হইতে নানাবিধ খাদ্য

প্রস্তুত হইয়া থাকে। আজকাল আমাদের অধিকাংশ আহার্য দ্রব্যে ভেজাল মিশ্রিত থাকে। এমন কি দুগ্ধ, ঘি প্রভৃতির মধ্যে যেরূপ ভেজাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে চলিয়াছে তাহাতে খাঁটি দ্রব্য একরূপ দুষ্প্রাপ্য বলিলেও চলে, কিন্তু খাদ্য হিসাবে ডিমের মধ্যে ভেজাল দেওয়া চলে না, তবে কিনিবার সময় ডিম পচা কি ভাল তাহা পরীক্ষা করিয়া লইতে হয়।

ডিম ক্রয় বিক্রয়ের অনভিজ্ঞতার জন্য ভারতে অর্ধ কোটির উপর টাকার ক্ষতি হইতেছে। ডিমের ব্যবসা করিয়া গ্রাম-বাসীরা প্রতি বৎসর ছয় কোটি টাকা উপার্জন করিতে পারে। নানারূপ অপচয়ের জন্য এই ব্যবসায়ে পনর লক্ষ টাকা ক্ষতি হইতেছে। একস্থান হইতে অন্য স্থানে প্রেরণে যে অব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে তাহার জন্য আরও পনর লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। ইহার উপর আবার নাতিউষ্ণ স্থানে ডিমের সংরক্ষণের যথোচিত ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময়ে ডিম খারাপ হইয়া যায়। এদেশে দিনের অধিকাংশ সময়ে যে তাপ অনুভূত হয় তাহাতে অধিক দিন ডিম ভাল থাকিতে পারে না। ইহার প্রতিকারের জন্য প্রতিদিন বিভিন্ন গ্রাম হইতে তাজা ডিম সংগ্রহ করিয়া অতি দ্রুত বিভিন্ন কেন্দ্রে পাঠাইলে ও ডিমের শ্রেণীবিভাগ করিয়া দিলে শতকরা কুড়ি টাকা হিসাবে মূল্যের ইতরবিশেষ হইতে পারে।

বিলাতের বাজারে তিন শ্রেণীর ডিম দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ ডিমকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এক ছটাকের অধিক ওজনের ডিমগুলি প্রথম শ্রেণীর, এবং এক ছটাক বা চারি তোলা পর্যন্ত ওজনের ডিমগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং তন্নিম্ন ওজনের ডিম তৃতীয় শ্রেণীর বা ছোট ডিম হিসাবে ধরা হয়। এদেশেও ভাল পাখীর উৎকৃষ্ট ডিম বাছাই করিয়া চালান দিলে বাজারে অধিক মূল্যে কাটতি হইতে পারে।

এদেশেও যদি ডিম এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করা হয় এবং বৎসরে যে ডিম বিক্রয় হয় উহার শতকরা ১৫টি ডিম নাতি-শীতোষ্ণ স্থানে সংরক্ষণ করা হয় এবং ডিমের দর বৃদ্ধি হইলে উহা বিক্রয় করিলে লোকসানের ভয় থাকে না। ডিমের চাহিদার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাঁসের ও মুরগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সেজন্য ইনকিউবেটার ব্যবহার করা কর্তব্য।

ডিমের ব্যবসার সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্ট প্রাদেশিক গভর্ণ-মেণ্টের সহযোগিতায় বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় কেন্দ্র খুলিয়াছেন।

দূরদেশে ডিম পাঠাইতে হইলে রেল অথবা ষ্টিমার পার্শ্বেলেই পাঠান সুবিধাজনক। সত্বর পৌঁছিবার আশায় পোষ্টপার্শ্বেলে কখনও ডিম পাঠান উচিত নয়, ইহাতে ডিম ফাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে এবং মাশুলও বেশী পড়ে। ঝুড়ি অথবা বাক্সের মধ্যে ভালভাবে প্যাক করিয়া ডিম পাঠানোই সুবিধা (৫৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। অধিক

দূরদেশে জাহাজে অথবা রেলযোগে ডিম চালান দিতে হইলে পূর্ব্বের প্রণালীতে বড় জালা অথবা লৌহপাত্র ব্যতীত অন্য কোন পাত্রে করিয়া পাঠান উচিত।

কুটীর শিল্প হিসাবে পোল্ট্রী পালন

কোন কোন তত্ত্ববিদ বলেন যে হাঁস ও মুরগীর আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ, অথচ এই স্থানেই ইহারা অধিক অবহেলিত, এদেশে মুরগীর ব্যবসায়কে জনসাধারণ অবজ্ঞার চোখে দেখিয়া থাকেন, ইহার প্রধান কারণ প্রচার কার্য্যের অভাব ও জনসাধারণের ঊদাসীনতা। বর্ত্তমানে বেকার সমস্যার যুগে ইহা যে একটী বেশ আয়জনক পন্থা তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন না, এই ব্যবসায় হইতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যাহা আয় তাহার প্রায় তিনভাগের এক ভাগ আমাদের ভারত সরকারের মোট বার্ষিক আয়। ইহাতেই বুঝা যায় ইহা আমাদের দেশ কোন পর্যায়ে নামিয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের দেশ যেমন দুধে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জ্জন করিতে পারে নাই তাহার ফলে বিদেশী গুড়া দুধ আমদানী হইয়া দেশের চাহিদা মিটাইতেছে, তেমনি ডিমের স্থানও যে গুড়া ডিম আমদানী হইয়া পূরণ করিবে না তাহারও বিচিত্রতা কিছুই নাই, তাহার ফলে নানা রকম পচা ডিম খাইয়া উপকারের পরিবর্তে অপকার হইবে এবং শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

সরল পোল্ট্রী পালন

আজকের এই অর্থ সমস্যার দিনে যদি কুটীর শিল্প হিসাবে আমরা ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি তবে আমাদের আয়ের সংস্থান হইবে এবং দেশেরও উপকারে আসিবে, শিক্ষিত যুবক মরুভূমির মরীচিকার ন্যায় চাকুরীর সন্ধানে না ঘুরিয়া সামান্য মূলধন লইয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত হইলে প্রচুর অর্থাগম যে হইবে সে বিষয় নিঃসন্দেহ। প্রথমে অল্প সংখ্যক পাখী লইয়াই আরম্ভ করিতে হয়, এই কার্যে বাড়ীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা যথেষ্ট সহায়তাও করিতে পারেন তাই অন্য লোকের প্রয়োজনও হয়না, সামান্য ব্যয় ও অল্পায়াসে ইহাকে পালন করা যায়। ইহারা সাধারণতঃ আহার্যের অবশিষ্টাংশ এবং নানা প্রকার কীট পতঙ্গ খাইয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, তাহারা এইরূপ খাইয়া বেশ অধিক ডিম্ব প্রসব করিয়া থাকে।

ইহা সাধারণতঃ পল্লীগ্রামে পালন করাই সুবিধাজনক। অল্প সংখ্যক ডিম লইয়া শহরে না আসিয়া অধিকাংশ লোকেই বাড়ী হইতে দালালদের হাতে অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকেন, তাহারা আবার আর একজনকে এবং সে আবার অন্য দালালকে এইরূপে কয়েকবার হস্তান্তরিত হইয়া বাজারে আসে এবং অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়। অথচ প্রকৃত উৎপাদনকারীরা কিছুই পায় না, সুতরাং বিক্রয়ের ব্যবস্থাটা সমবায় হিসাবে করিলে ভাল হয়। উৎপাদনকারীরা সমবায় প্রতিষ্ঠানের হাতে এবং তাহারা সরাসরি বাজারে বিক্রয় করিলে উৎপাদনকারীরাই অধিক মূল্য পেতে

পারে। এই প্রতিষ্ঠান চালাইবার ভার শিক্ষিত যুবকেরা লইতে পারেন। এইরূপে স্থানে স্থানে কুটীর শিল্প হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করিলে দেশের খাদ্যাভাব অনেকটা পূরণ হইতে পারে। তাছাড়া দালালদের হাতে দিলে তাহা বাজারে পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব ঘটে ফলে অনেক ডিম নষ্ট হয় এবং ক্রেতারা না চিনিতে পারিয়া তাহাই উচ্চ মূল্যে কিনিয়া লন এবং খারাপ জিনিষ খাইয়া থাকেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের হাত হইতে সরাসরি বাজারে আসিলে ক্রেতারা ন্যায্য মূল্যে খাটী জিনিষ ক্রয় করিতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের হাতে দিলে উৎপাদনকারীরা বিক্রয়ের বার আনা পান আর দালালদের হাতে দিলে তাহারা চারি আনা পান কিনা সন্দেহ। এইভাবে দেখা যায় সর্ব্বতোভাবে গ্রামে গ্রামে এইরূপ সমবায় প্রতিষ্ঠান (Co-operative Society) থাকিলে বা গড়িয়া তুলিতে পারিলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের সুবিধা হয়।

মুরগীর মাংস খুবই উপাদেয় ও বলকারক খাদ্য। মাংসের জন্য ইহার চাহিদা অধুনা বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা মাংস হিসাবে বিক্রয় করিয়াও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে।

ইহা পালন যে কেবল ডিমের বা মাংসের জন্য তাহা নহে ইহার পালকও বেশ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করা যাইতে পারে। শীত প্রধান দেশে ধনী সম্প্রদায় মুরগী বা হাঁসের পালকে পোষাক

ও বিছানাপত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই জন্য চীনদেশ হইতে বহু টাকার পালক ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে চালান দেওয়া হয়। আমরাও যদি সমবেত ভাবে ইহার চাষ আরম্ভ করি তবে বৎসরে আমরাও বহু টাকার পালক বিদেশে রপ্তানী করিতে পারিব। ইহার বিষ্ঠাও একটী উৎকৃষ্ট সার হিসাবে পরিগণিত। এইরূপে হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে হাঁস ও মুরগী পালনে বৎসরে বহুটাকা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়।

বর্তমানে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ডিম ফোটাইবার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। একটী হাঁস বা মুরগী একবারে খুব বেশী হইলে ৮।১০টী ডিমে তা দিতে পারে কিন্তু এই যন্ত্রের সাহায্যে একসময়ে লক্ষাধিক বাচ্চাও ফোটান যাইতে পারে, ইহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে লাভের অংশ আরও বাড়িয়া যাইবে। ইহার বিষয়ে পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

বর্তমানে ইহার চাষ বিষয়ে মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত যুবকদের কিছু কিছু আগ্রহ দেখা যাইতেছে, ইহাতে মনে হয় যে উপযুক্ত প্রচার কার্য চালাইতে পারিলে ইহার যে সমধিক উন্নতি হইবে সে বিষয় নিঃসন্দেহ অতএব কুটীর শিল্প হিসাবে ইহাকে গ্রহণ করিতে আপত্তি কি ?

সমাপ্ত